নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন **প্রকল্প**

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ		i
শব্দ-সংক্ষেপ (Abbreviation and Acronym)		iii
শব্দকোষ (Glossary)		iv
প্রথম অধ্যায়	**প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা**	
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের পরিচিতি	১
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	১
১.৪	অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৫	অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ	২
১.৭	অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
১.৮	প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা	৪
১.৯	প্রকল্পের লগফ্রেম	৫
১.১০	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	**নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা**	
২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি **(TOR)**	৭
২.২	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি	৮
২.৩	নমুনার আকার নির্ণয়	৮
২.৪	মাধ্যমিক উপাত্তগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	১১
২.৫	উপাত্ত বিশ্লেষণ	১১
২.৬	সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা	১২
তৃতীয় অধ্যায়	**ফলাফল পর্যালোচনা**	
৩.১	ভূমিকা	১৩
৩.২	প্রকল্পের অগ্রগতি	১৩
৩.২.১	বাস্তব অগ্রগতি	১৩
৩.২.২	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি	১৪
৩.২.৩	ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি	১৫
৩.২.৪	হোস্টেল ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি	১৫
৩.২.৫	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৬
৩.২.৬	আর্থিক অগ্রগতি	১৬
৩.২.৭	বিদ্যালয় এবং হোস্টেলের জন্য পদ সৃজন	১৭
৩.৩	মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা	১৮
৩.৩.১	প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল	১৮
৩.৩.২	বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল	২২
৩.৩.৩	অভিভাবকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল	২৫
৩.৩.৪	এফজিডির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল	২৬
৩.৩.৫	এফজিডির মাধ্যমে শিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল	২৯
৩.৩.৬	KII এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি	৩১
৩.৩.৭	কেইস স্টাডির ফলাফল	৩৪

৩.৪	স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি	৩৬
৩.৫	নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের ফলাফল	৩৬
৩.৬	ক্রয় কার্যক্রম: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেইস স্টাডি	৩৭
৩.৭	অডিট কার্যক্রম	৪৬
৩.৮	উদ্দেশ্য অর্জন	৪৬
৩.৯	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত	৪৯
৩.৯.১	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৪৯
৩.৯.২	ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৪৯
৩.৯.৩	শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৫০
৩.৯.৪	অন্যান্য কম্পোনেন্টের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৫০
৩.৯.৫	জনবল নিয়োগ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ	৫০
চতুর্থ অধ্যায়	**প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা**	**৫১-৫৩**
পঞ্চম অধ্যায়	**পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ**	
৫.১	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মেয়াদ	৫৪
৫.২	প্রকল্প ব্যয় ও ক্রয় সংকান্ত বিষয়	৫৪
৫.৩	পূর্ত কার্যক্রম	৫৪
৫.৪	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য ও যানবাহন	৫৫
৫.৫	মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফল	৫৫
৫.৬	টেকসইকরণ পরিকল্পনা	৫৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	**সুপারিশ ও উপসংহার**	
৬.১	সুপারিশ	৫৭
৬.২	উপসংহার	৫৭
তথ্যসূত্র		**৫৮**

সারণির তালিকা

ক্রমিক নং	সারণি	পৃষ্ঠা নং
সারণি ১.১	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	৩
সারণি ১.২	প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা	৪
সারণি ১.৩	কার্য ক্রয় পরিকল্পনা	৪
সারণি ১.৪	প্রকল্পের লগফ্রেম	৫
সারণি ২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য উত্তরদাতার বণ্টন	৯
সারণি ২.২	সংখ্যাগত ও গুণগত উত্তরদাতার সংখ্যা	১১
সারণি ২.৩	সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time-Based Work Plan)	১২
সারণি ৩.১	৩২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, উর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণের তথ্য	১৪
সারণি ৩.২	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতির চিত্র	১৫
সারণি ৩.৩	উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবন নির্মাণের অগ্রগতির চিত্র	১৫
সারণি ৩.৪	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রকল্পে যে সকল কম্পোনেন্ট রাখা হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা ও অগ্রগতি	১৬
সারণি ৩.৫	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৬
সারণি ৩.৬	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৭

সারণি-৩.৭	প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শতকরা হার	১৮
সারণি ৩.৮	বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শতকরা হার	১৯
সারণি ৩.৯	একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত মতামত	১৯
সারণি ৩.১০	নির্মাণ কাজ শুরুর উপর ভিত্তি করে ভবনের সংখ্যা ও শতকরা হার	২০
সারণি ৩.১১	ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত মতামত	২০
সারণি ৩.১২	ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত	২১
সারণি-৩.১৩	ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত	২১
সারণি ৩.১৪	ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২২
সারণি ৩.১৫	ভবন নির্মাণে সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত মতামত	২২
সারণি ৩.১৬	ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত	২৩
সারণি ৩.১৭	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত	২৩
সারণি ৩.১৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত	২৪
সারণি ৩.১৯	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২৪
সারণি ৩.২০	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২৪
সারণি ৩.২১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২৫
সারণি ৩.২২	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২৫
সারণি ৩.২৩	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত	২৬
সারণি ৩.২৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কিত মতামত	২৬
সারণি ৩.২৫	মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা সম্পর্কিত মতামত	৩১
সারণি ৩.২৬	প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত মতামত	৩২
সারণি ৩.২৭	নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কিত মতামত	৩২
সারণি ৩.২৮	কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত	৩২
সারণি ৩.২৯	গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত	৩৩
সারণি ৩.৩০	নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত মতামত	৩৩
সারণি ৩.৩১	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে মতামত	৩৪
সারণি ৩.৩২	প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় কার্যকমের কেইস স্টাডির বিস্তারিত তথ্য	৩৮

চিত্রের তালিকা

ক্রমিক নং	চিত্র	পৃষ্ঠা নং
চিত্র ৩.১	বছর ভিত্তিক প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	১৭
চিত্র ৩.২	প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৮
চিত্র ৩.৩	বিদ্যালয়ের অবস্থান	১৯
চিত্র ৩.৪	নির্মাণ কাজ শুরুর উপর ভিত্তি করে ভবনের সংখ্যা	২০
চিত্র ৩.৫	ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত	২১
চিত্র-৩.৬	ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত	২২
চিত্র-৩.৭	ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত	২৩
চিত্র-৩.৮	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত	২৩
চিত্র-৩.৯	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত	২৬
চিত্র-৩.১০	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কিত মতামত	২৬
চিত্র ৩.১১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত মতামত	৩২
চিত্র-৩.১২	কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে যে সকল পরীক্ষা প্রয়োজন সেগুলো যথাযথভাবে হয়েছে মর্মে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত	৩২
চিত্র-৩.১৩	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত	৩৩
চিত্র-৩.১৪	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে মতামত	৩৪

আলোকচিত্রের তালিকা

ক্রমিক নং	আলোকচিত্র	পৃষ্ঠা নং
আলোকচিত্র-১	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	১৪
আলোকচিত্র-২	প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	১৮
আলোকচিত্র-৩	বিজ্ঞান শিক্ষক, সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী	২২
আলোকচিত্র-৪	স্থানীয় কর্মশালা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	৩৬

পরিশিষ্টের তালিকা

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট	পৃষ্ঠা নং
পরিশিষ্ট ১	প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বছর ভিত্তিক আর্থিক লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি	৫৯
পরিশিষ্ট ২	কেইস স্টাডি	৬১
পরিশিষ্ট ৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়ের তালিকা	৬৬
পরিশিষ্ট ৪	প্রশ্নমালাসমূহ	৬৮
পরিশিষ্ট ৫	শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির চিঠি	৮৭
পরিশিষ্ট ৬	বিশেষজ্ঞ ও তথ্যসংগ্রহকারীদের নামের তালিকা	৮৮

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভৌত সুবিধাদি ও শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় যেখানে সরকারি ৩২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, প্রার্থনার জন্য কক্ষ, হোস্টেল, শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি, প্রধান শিক্ষকের জন্য কোয়ার্টার ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,২৮,৪০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে-১ম বার: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত এবং ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে-২য় বার: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের আঞ্চলিক অসমতা দূর করা, ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা, অধিকতর শিখন সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উন্নত ভৌত সুবিধাদি যেমন একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল নির্মাণ; কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, বই এবং রেফারেন্স উপকরণ ও ক্রীড়া সামগ্রি ইত্যাদি সরবরাহ করা; মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন; সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রতি বছর নবম ও দশম শ্রেণিতে ৭৬,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীসহ ২,৮২,০০০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর সংস্থান সৃষ্টি করা; এবং বিদ্যমান বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ছিল প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটসকে দায়িত্ব প্রদান করে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি যথাযথভাবে সম্পাদন করে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য মাধ্যমিক উৎস হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট হতে, প্রাথমিক উৎস হিসেবে ২০টি জেলার ৭৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে এবং জেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণগত এবং গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক এবং একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের নিকট হতেও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয় থেকে ১২জন নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট থেকে এবং ২০টি বিদ্যালয় থেকে ১২জন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট থেকে এফজিডির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্য দাতা হিসেবে ১০টি জেলা হতে মোট ২০জন এবং ৩০টি উপজেলা হতে মোট ৯০জন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ৭টি কেইস স্টাডি এবং ক্রয়কার্যের প্যাকেজভিত্তিক ৮টি কেইস স্টাডি করা হয়েছে এবং ১০টি জেলায় ২০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণের টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ডিপিপি অনুযায়ী ১২৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে এবং বাকী ২৩টি বিদ্যালয়ে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কোন ভবন নেই। মোট ১০২টি ভবনের মধ্যে ৭৪টির কার্যক্রম পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট ২৮টি ভবনের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ১৩৭টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। নির্মাণ কাজ চলমান ১৩৭টি ভবনের মধ্যে মাত্র ২টি ভবনের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলোর নির্মাণ কাজ

চলমান। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের ১৭২টি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করে ১৮টির দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পণ্য হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র এবং অফিস সরঞ্জামাদি ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প অফিসের জন্য ৩(তিন) টি জীপ গাড়ী এবং একটি মাইক্রোবাস ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার ১৬.৫০% এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে ১৮.৯৮%। প্রকল্পের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।

ভবন নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকগণের মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪১% শিক্ষক মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের মান ভাল এবং ২৬% শিক্ষক মনে করেন কাজের গুণগত মান খুব ভাল। প্রাপ্ত মতামতগুলোর গড় মান ২.৮ অর্থাৎ ভাল। বেশির ভাগ প্রধান শিক্ষকই (৬৪%) মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অধিকাংশ শিক্ষক (৫৯%) মনে করেন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে পুরোপুরি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে। অধিকাংশ শিক্ষকগণই (৮৩%) মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। অধিকাংশ বিজ্ঞান শিক্ষক (৬৭%) মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ৭৫% শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে, ৭৪% বিজ্ঞান শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বেশির ভাগ অভিভাবকই (৬২%) মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ৭৩% মনে করেন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য সবল দিক হলো একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহণ করতে হয়নি এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দুর্বল দিক হলো প্রকল্পটি প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় জেলা ও বিভাগীয় শহরে বিদ্যালয়য়ের নতুন ৫তলা ও ৬তলা ভবন ১০ তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সুযোগ হলো প্রাধিকারভুক্ত বলে সহজে অর্থ প্রাপ্তি এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃস্ফুর্তভাবে নির্মাণ কাজ তদারকি। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হলো নির্মাণ সামগ্রির ঘনঘন অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রকল্পটির আশানুরুপ অগ্রগতি না হওয়ায় প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিসহ ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হলো প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনে অবশিষ্ট কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া একান্ত আবশ্যক; জেলা ও বিভাগীয় শহর পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ১০ তলা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ কাজ যাতে ঠিকাদারগণ চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে সে ব্যাপারে নিবিড় মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; ভবন ও হোস্টেল নির্মাণ ছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য উপকরণ যথা মাল্টিডিমিটিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার সামগ্রি, পুস্তক, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, খেলাধুলা সামগ্রি ইত্যাদি ক্রয়ের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক; প্রকল্প সমাপনান্তে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।

শব্দ-সংক্ষেপ (Abbreviation and Acronym)

ADP	Annual Development Program
BOQ	Bill of Quantity
DPP	Development Project Proposal
e-GP	Electronic Government Procurement
EED	Education Engineering Department
FGD	Focus Group Discussion
HOPE	Head of Procuring Entity
IA	Important Assumption
IGAs	Income Generating Activities
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
MOV	Means of Verification
NCT	National Competetive Tendering
NOA	Notification of Award
NS	Narrative Summary
OTM	Open Tendering Method
OVI	Objectively Verifiable Indicator
PCR	Project Completion Report
PIC	Project Implementation Committee
PPA	Public Procurement Act-2006
PPR	Public Procurement Rules-2008
PSC	Project Steering Committee
RFQ	Request for Quotation
RDPP	Revised Development Project Proposal
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
ToR	Terms of Reference

শব্দকোষ (Glossary)

Exit plan: কোন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তর কর্তৃক অন্য কোন দপ্তরের উপর সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনের দায়ভার হস্তান্তর করে প্রণীত প্রস্থান পরিকল্পনাকে এক্সিট প্লান বলা হয়।

PCR (Project Completion Report): প্রকল্প সমাপ্তির পর IMED'র নির্ধারিত ছকে প্রণীত প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয়, অগ্রগতি ও সমাপ্তি কার্যাবলি এই রিপোর্টে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

Case Study: কেইস স্টাডি হলো একটি গুনগত গবেষণা কৌশল । কেইস স্টাডি বলতে এমন একটি সমীক্ষাকে বোঝায় যা প্রাপ্ত ফলাফলের পিছনের গল্পকে বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে সকলের নিকট উপস্থান করে।

Kobo Toolbox: মাঠ পর্যায়ে জরিপ কার্য সম্পাদনের জন্য অনলাইন প্লাটফরমে মোবাইলভিত্তিক অ্যাপস। প্রত্যেক উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাদি, ছবি ও অবস্থানসহ প্রশ্নমালার উত্তর অনলাইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে।

Global Positioning System (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম): একটি ইলেকট্রনিক সিস্টেম যা স্যাটেলাইটের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে রিসিভারে গাড়ি, জাহাজ, ব্যক্তি ইত্যাদির অবস্থান নির্দেশ করে।

Specification: কোন কাজ সম্পাদন করার জন্য যে সকল বৈশিষ্ট নির্ধারণ করা হয় সবগুলোকে উক্ত কাজের Specification বলা হয়।

Cylinder Test: যে কোন কংক্রিট স্ট্রাকচারের কংক্রিটের শক্তি নিরূপণ করার একটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা হচ্ছে কংক্রিট সিলিন্ডার টেস্ট। এ টেস্টের মাধ্যমে কংক্রিটের Compressive Strength পরিমাপ করা হয়।

Concrete Segregation: কোন নির্মাণাধীন ভবনে ঢালাই চলাকালীন কংক্রিটের উপাদানসমুহ, যথাঃ খোয়া, বালু ও সিমেন্ট আলাদা হয়ে যাওয়াই হলো সেগ্রিগেশন। এতে কনক্রিটের ঘনত্ব ও শক্তি কমে যায়।

Concrete Bleeding: কোন নির্মাণাধীন ভবনে ঢালাই চলাকালীন কংক্রিট থেকে পানি আলাদা হয়ে যাওয়াই হলো কংক্রিটের ব্লিডিং। কনক্রিটের শক্তি অর্জনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পানি অংশগ্রহণ করে থাকে। ফলে অপর্যাপ্ত বিক্রিয়ার ফলে কনক্রিটের শক্তি কমে যায়।

প্রথম **অধ্যায়**

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই সরকার শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও যুগোপযোগী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিপুল জনগোষ্ঠির এ দেশে সীমিত সংখ্যক সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে এটি অনুধাবন করা হয় যে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা দরকার এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আধুনিক শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যেখানে সরকারি ৩২৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, প্রার্থনার জন্য কক্ষ, হোস্টেল, শিক্ষকদের জন্য ডরমেটরি, প্রধান শিক্ষকের জন্য কোয়ার্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্পের শিরোনাম হলো 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প' যার ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,২৮,৪০০.০০ লক্ষ টাকা (সুত্র: Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018)

১.২ প্রকল্পের পরিচিতি

(ক) প্রকল্পের নাম : সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

(ঘ) প্রকল্পের অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : **মূল ডিপিপি অনুযায়ী:** ৩,২৮,৪০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

(চ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : মূল ডিপিপি অনুযায়ী: জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে-১ম বার: জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে-২য় বার: জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত

(ছ) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের আঞ্চলিক অসমতা দূর করা, ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করা, অধিকতর শিখন সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে উন্নত ভৌত সুবিধাদি এবং শিখন উপকরণ যেমন একাডেমিক ভবন, হোস্টেল, ভূমি উন্নয়ন, কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সামগ্রি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, স্মার্ট ক্লাসরুম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, বই এবং রেফারেন্স উপকরণ ও ক্রীড়া সামগ্রি ইত্যাদি সরবরাহকরণ;
- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রতি বছর নবম ও দশম শ্রেণিতে ৭৬,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীসহ ২,৮২,০০০ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর সংস্থান সৃষ্টি করা; এবং
- বিদ্যমান বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

ডিপিপি/আরডিপিপি	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	জানুয়ারি ২০১৭	জুন ২০২১
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার সময় বৃদ্ধি	জুলাই ২০২১	জুন ২০২২
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার সময় বৃদ্ধি	জুলাই ২০২২	জুন ২০২৩

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

ডিপিপি/আরডিপিপি	মোট (লক্ষ টাকা)	জিওবি (লক্ষ টাকা)	হ্রাস/বৃদ্ধির হার
মূল	৩,২৮,৪০০.০০	৩,২৮,৪০০.০০	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার সময় বৃদ্ধি	৩,২৮,৪০০.০০	৩,২৮,৪০০.০০	-
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার সময় বৃদ্ধি	৩,২৮,৪০০.০০	৩,২৮,৪০০.০০	-

(সুত্র: Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018)

১.৬ প্রকল্পের প্রধান কাজসমূহ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য মূল কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- ভূমি উন্নয়ন;
- বিদ্যালয় ও অফিস আসবাবপত্র/ফার্নিচার ক্রয়;
- বিদ্যালয়ের ল্যাব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়;
- একাডেমিক ও হোস্টেল ভবন নির্মাণ;
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফর;
- অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ;
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;
- সাব-স্টেশন স্থাপন ও জেনারেটর ক্রয়;
- মোটরযান ক্রয়;
- বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি ক্রয়।

উপরোক্ত কার্যাবলি ছাড়াও প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে ১৩৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারি প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, অফিস সহকারি ও অফিস সহায়কের মোট ২০৪০টি পদ সৃজনের প্রস্তাবের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

১.৭ অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

সারণি ১.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

ক্র.নং	অঙ্গের নাম	প্রকল্পের মোট বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	
		পরিমাণ	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)
(ক) রাজস্ব ব্যয়			
১	কর্মকর্তাদের বেতন	৬জন	৩৯৫.৮৯
২	কর্মচারীদের বেতন	২জন	৪৭.০৫
৩	ভাতাদি	৮জন	২৭০.৪৭
৪	সরবরাহ ও সেবা	-	-
৫	বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ	৫০জন	৬৭৫.০০
৬	প্রজেক্ট অপারেশন কস্ট পিআইইউ'র জন্য	থোক	৪৪১.২৩
৭	পিআইইউ-এর জন্য বাড়ি ভাড়া	থোক	৭২.০০
৮	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পিআইইউ'র জন্য	থোক	২০.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব)	**-**	**১,৯২১.৬৪**
(খ) মূলধন ব্যয়			
৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৬৭টি	১৬.০০
১০	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	৬১টি	১১.০০
১১	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফটোকপিয়ার, রিফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন)	৯৬৯টি	৭২৬.৭৫
১২	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	১৫,৮৩১৪টি	১৬,৮৩৩.৯৬
১৩	বিদ্যালয়ের জন্য বই-পুস্তক ক্রয়	থোক	৬৪৬.০০
১৪	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য গাড়ী ক্রয় (৩টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস	৪টি	৩০০.০০
১৫	বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	৩২৩.০০
১৬	বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	৬৪৬.০০
১৭	বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি ক্রয়	৯২,৫৭৯টি	১৫,৮০০.৭৫
১৮	বিদ্যালয়ের হোস্টেলের জন্য তৈজসপত্র ক্রয়	৬,৯৮৪টি	১২.০০
১৯	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৩২০টি বিদ্যালয়)	৭৮৯,১৬৮ ব.মি.	২,৫৭,৩৬২.০০
২০	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১২৫টি বিদ্যালয়)	৮৯,৯০০ ব.মি.	২১,৭২৯.০২
২১	৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল	২২,১৭২ ব.মি.	৭,৪৪৬.০০
২২	শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ (৫তলা ভিতে ৫ম তলা পর্যন্ত)	১,৫৩৮.৬৪ ব.মি.	৫১৭.৬৫
২৩	বাউন্ডারি ওয়াল ও গেট নির্মাণ	১৩৮ রা.মি.	৯৩.০০
২৪	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	২,২২৮ রা.মি.	১১৪.০০
২৫	সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ক্রয়	২টি	৩৭০.০০
২৬	ভূমি উন্নয়ন	১,০১,৮৫০ ঘ.মি.	২৭২.০০
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	-	৩,২৩,২১৯.৫৪
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১%	৩,২৫৮.৮২
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		**৩,২৮,৪০০.০০**

১.৮ প্রকল্পের কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (Development Project Proposal-DPP) অনুসরণে প্রকল্পটির কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পণ্য ও কার্য ক্রয়ের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং তা ডিপিপি-তে অনুমোদিত ছিল।

পণ্য ক্রয় পরিকল্পনায় মোট ১০টি প্যাকেজ ছিল যার প্রাক্কলিত মূল্য ৩৫,৩১৫.৪৬ লক্ষ টাকা। পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজগুলোর সংখ্যা/পরিমাণ, প্রাক্কলিত মূল্য ও ক্রয় সমাপ্তির তারিখসহ তথ্যাদি নিম্নে সারণি ১.২-এ প্রদান করা হল।

প্রকল্পটির জন্য পূর্তকর্ম (Works) ক্রয় খাতে মোট ৮টি প্যাকেজ রয়েছে যার প্রাক্কলিত মূল্য ২,৮৭,৯০৪.০৭ লক্ষ টাকা। পূর্তকর্ম ক্রয়ের প্যাকেজগুলোর সংখ্যা/পরিমাণ, প্রাক্কলিত মূল্য ও ক্রয় সমাপ্তির তারিখসহ তথ্যাদি সারণি ১.৩-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ১.২: প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের আওতায় ক্রয়যোগ্য পণ্যের বর্ণনা	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ
জিডি ১	বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র	১৫,৮৩১৪টি	১৬,৮৩৩.৯৬	জুন ২০২০
জিডি ২	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র	৬১টি	১১.০০	জানুয়ারি ২০১৮
জিডি ৩	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি	৬৭টি	১৬.০০	জুন ২০১৮
জিডি ৪	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি	৯৬৯টি	৭২৬.৭৫	জুন ২০২০
জিডি ৫	বিদ্যালয়ের জন্য বইপুস্তক ও রেফারেন্স সামগ্রি	থোক	৬৪৬.০০	জুন ২০২০
জিডি ৬	বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সামগ্রি	থোক	৩২৩.০০	জুন ২০২০
জিডি ৭	মোটরযান	৪টি	৩০০.০০	সেপ্টেম্বর ২০১৮
জিডি ৮	কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ	৯২,৫৭৯টি	১৫,৮০০.৭৫	জুন ২০২০
জিডি ৯	বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি	থোক	৬৪৬.০০	জুন ২০২০
জিডি ১০	হোস্টেলের জন্য তৈজসপত্র (২৪টি হোস্টেলের জন্য ০.৫০ লক্ষ টাকা)	৬,৯৮৪টি	১২.০০	জুন ২০২১
	মোট মূল্য		**৩৫,৩১৫.৪৬**	-

সুত্র: Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018

সারণি ১.৩: কার্য ক্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের আওতায় ক্রয়যোগ্য কার্যের বর্ণনা	পরিমাণ	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ
ওয়ার্কস ১	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৩২০টি বিদ্যালয়; গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয় ২৪৬৬.১৫ ব.মি.)	৭,৮৯,১৬৮ ব.মি	২,৫৭,৩৬২.৪০	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ২	একাডেমিক ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১২৫টি বিদ্যালয়; গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয় ৭১৯.২০ ব.মি.)	৮,৯৯০০ ব.মি	২১,৭২৯.০২	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৩	৫০ শয্যা বিশিষ্ট ২৪টি হোস্টেল নির্মাণ (গড়ে প্রতিটি হোস্টেল ৯২৩.৮৫ ব.মি.)	২২,১৭২ব.মি	৭,৪৪৬.০০	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৪	৫তলা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫তলা বিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ	১,৫৩৯ব.মি	৫১৭.৬৫	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৫	সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ	১৩৮ রা.মি	৯৩.০০	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৬	অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ	২,২২৮ ব.মি	১১৪.০০	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৭	৫০০ কেভিএ বিশিষ্ট সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ বিশিষ্ট ডিজেল জেনারেটর ক্রয়	২টি	৩৭০.০০	ডিসেম্বর ২০২০
ওয়ার্কস ৮	ভূমি উন্নয়ন (১৪টি বিদ্যালয়ে গড়ে প্রতিটিতে ৭২৭৪.৯৭ কিউবিক মি.)	১,০১,৮৫০কিউবিক মিটার	২,৭২০.০০	ডিসেম্বর ২০২০
	মোট মূল্য	-	**২,৮৭,৯০৪.০৭**	

সুত্র: Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018

১.৯ প্রকল্পের লগফ্রেম

নিম্নে প্রকল্পের লগ ফ্রেমটি উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১.৪: প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Program Goal): সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।	• ২০২১ সালের মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি; • ২০২১ সালের মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি।	• BANBEIS প্রতিবেদন; • MOE প্রতিবেদন; • DSHE প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড।	-
প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Project Purpose) আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির চাহিদা পূরণ করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।	• প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন; • আইএমইডি'র প্রতিবেদন; • প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা।	• সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে; • সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ হবে।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে একাডেমিক ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি; • ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, পুস্তক, রেফারেন্স সামগ্রি, খেলাধুলার সামগ্রি ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি।	• প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন; • আইএমইডি'র প্রতিবেদন; • প্রকল্পের রেকর্ড; • BANBEIS প্রতিবেদন; • DSHE MIS প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড।	• সময়মত টেন্ডার ও ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন হবে; • কোন রকমের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকল্প কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে না; • প্রকল্পের জন্য এডিপি'তে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকবে।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি বছর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭৬,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীসহ মোট ২,৮২,০০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।	• BANBEIS প্রতিবেদন; • DSHE MIS প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড।	• সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে; • সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ হবে।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।	• উন্নত শিক্ষার পরিবেশ; • ভাল একাডেমিক ফলাফল।	• প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন; • BANBEIS প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড; • জেএসসি, এসএসসি ফলাফল।	• শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাদান-শিখন প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবে।
আউটপুট (Output) • একাডেমিক ভবন; • হোস্টেল; • সীমানা প্রাচীর।	• ২০২১ সালের মধ্যে ৩২০টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হবে; • ১২৫টি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত হবে; • ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মিত হবে।	• প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন; • আইএমইডি'র প্রতিবেদন; • প্রকল্পের রেকর্ড; • BANBEIS প্রতিবেদন; • DSHE MIS প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড।	• প্রকল্পের জন্য এডিপি'তে পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকবে। • সময়মত টেন্ডার ও ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন হবে; • কোন রকমের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকল্প কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে না।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
• আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে উন্নতর শিক্ষার পরিবেশ; • আইসিটি উপকরণ; • বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি।	• ২০২১ সালের মধ্যে কম্পিউটার সামগ্রি; • ল্যাপটপ; • মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর; • বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ; • ফটোকপিয়ার; • আসবাবপত্র; • বইপুস্তক; • ক্রীড়া সামগ্রি ইত্যাদি সরবরাহ।	• প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন; • আইএমইডি'র প্রতিবেদন; • প্রকল্পের রেকর্ড; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড।	• সময়মত টেন্ডার ও ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পাদন হবে; • প্রদত্ত সুযোগগুলোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
• সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	• ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৮৭৬৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।	• DSHE MIS প্রতিবেদন; • সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের রেকর্ড; • DSHE অফিস রেকর্ড।	• সময়মত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং ফ্যাসিলিটি বিভাগের সম্মতিক্রমে পদ সৃষ্টি হবে; • নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদগুলো পূরণ করা হবে।
ইনপুট (Input): ▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং বিদ্যালয়ের জন্য ১০৩৬টি অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং বিদ্যালয়ের জন্য ১৫৮৩৭৫টি আসবাবপত্র ক্রয় ▪ বিদ্যালয়ের জন্য বইপুস্তক ক্রয় ▪ বিদ্যালয়ের জন্য ক্রীড়াসামগ্রি ক্রয় ▪ বিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ক্রয় ▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, DSHE এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জন্য ৪টি গাড়ী ক্রয় ▪ বিদ্যালয়ের জন্য ৯২৫৭৯টি কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ, মাল্টিমিডিয়া এবং ল্যাপটপ ক্রয় ▪ ৩২০টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডিমিক ভবন নির্মাণ (৭৮৯১৬৮ব.মি.) ▪ ১২৫টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণ (৮৯৯০০ ব.মি.) ▪ ২৪টি বিদ্যালয়ে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ২৪টি হোস্টেল ভবন নির্মাণ (২২১৭২ ব.মি.) ▪ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে শিক্ষকদের জন ৫তলা বিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ (১৫৩৮.৬৪ ব.মি.) ▪ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে বাউন্ডারি ওয়াল এবং গেইট নির্মাণ (১৩৮ রা.মি.) ▪ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ (২২২৮ ব.মি.) ▪ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে ৫০০ কিভিএ বিশিষ্ট বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন এবং ২০০ কিভিএ বিশিষ্ট ডিজেল জেনারেটর স্থাপন ▪ আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে ভূমি উন্নয়ন (১০১৮৫০ কিউবিক মিটার)			▪ টা: ৭৪২.৭৫ লক্ষ ▪ টা: ১৬৮৪৪.৯৬ লক্ষ ▪ টা: ৬৪৬.০০ লক্ষ ▪ টা: ৩২৩.০০ লক্ষ ▪ টা: ৬৪৬.০০ লক্ষ ▪ ৩০০.০০ লক্ষ ▪ টা: ১৫,৮০০.০০ লক্ষ ▪ টা: ২,৫৭,৩৬২.৪০ লক্ষ ▪ টা: ২১,৭২৯.০২লক্ষ ▪ টা: ৭,৪৪৬.০০ লক্ষ ▪ টা: ৫১৭.৬৫ লক্ষ ▪ টা: ৯৩.০০ লক্ষ ▪ টা: ১১৪.০০ লক্ষ ▪ টা: ৩৭০.০০ লক্ষ ▪ টা: ২৭২.০০ লক্ষ

১.১০ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ শেষে নির্মিত ভবনগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে যা বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি) (সুত্র: Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যপরিধি (TOR)

১. প্রকল্প এলাকার সকল বিভাগ এবং প্রশাসনিক জেলার ন্যূনতম ৩০% এলাকা'র কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার আওতাভুক্ত করতে হবে;

২. প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৩. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ও (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ সারণি/লেখ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৫. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগী গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লেখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হচ্ছে কি না সে সকল বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৭. প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৮. প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা, ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৯. প্রকল্পের অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১০. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর চুক্তির শর্ত ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন অর্থ ছাড় বিল পরিশোধের সম্মতি ও ভিন্ন মিশন ও এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য ও তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

১২. প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

১৩. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে SWOT এনালাইসিস প্রদান;

১৪. প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়সমূহের আঞ্চলিক অসমতা, শিক্ষার্থীদের ভৌত ও শিখন সুবিধার উন্নয়ন, বিদ্যালয়সমূহের গুণগত মান পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;

১৫. একই ধরনের কার্যক্রম অন্য কোন প্রকল্পের মাধ্যমে হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;

১৬. প্রকল্পের আওতায় দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের প্রকৃত ব্যবহার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;

১৭. প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি হয়েছে, প্রকল্পের IRR, NPV ইত্যাদি অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ; (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

১৮. প্রকল্পের ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে কিনা, হলে উক্ত প্রকল্পের অডিট আপত্তি আছে কিনা, থাকলে কয়টি, বিবরণ কি, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা;

১৯. কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত; এবং

২০. প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রকল্প এলাকায় চলমান ও অঙ্গভিত্তিক কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার উপকারিতাসহ অন্যান্য অংশীদারদের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ রিপোর্ট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকার পরিদর্শন ও বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই ধরনের নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি যথা সংখ্যাগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সংখ্যাগত পদ্ধতি হিসেবে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতারে সাথে সরাসরি জরিপ এবং গুণগত পদ্ধতি হিসেবে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেআইআই, নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ, ক্রয়কার্য পর্যালোচনা এবং কেইস স্টাডি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত সংখ্যাগত ও গুণগত বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো।

২.৩ নমুনার আকার নির্ণয়

২.৩.১ সংখ্যাগত বিশ্লেষণের জন্য নমুনার আকার নির্ণয়

(ক) সমীক্ষা জরিপ

বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনা আকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যেহেতু ২০২২ সালে এস.এস.সি পাসের হার ৮৭.৪৪ বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় নমুনা সংখ্যা ১৭০টি। কিন্তু প্রকল্পের অধীনে ১২৯টি বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণ কাজ চলমান, তাই নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য (নির্দিষ্ট জনসংখ্যা-বিদ্যালয়) নমুনা প্রয়োজন হবে ৭৩টি।

নমুনার আকার নিম্নে বিস্তারিত দেওয়া হলো:
বহুল ব্যবহৃত অনির্দিষ্ট জনসংখ্যার জন্য Cochran's (১৯৯৩)[১] ফর্মুলা

$$n_o = z^2pq/d^2$$

যেখানে, n_o হচ্ছে অনির্দিষ্ট জনসংখ্যার জন্য নমুনার আকার

z হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড নরমাল এর মান (৫% significance level এর জন্য ১.৯৬), p হচ্ছে সম্ভাবনার অনুপাত (২০২২ সালে এস.এস.সি পাসের হার ৮৭.৪৪ এর জন্য $p = ০.৮৭৪$), $q=১-p = ০.১২৬$, d হচ্ছে মার্জিন এরর (d এর মান ০.০৪-০.০৮ এর মধ্যে বিবেচনা করা হয় এক্ষেত্রে ০.০৫)

[1] Cochran, W. G. 1963. Sampling Techniques, 2nd Ed., New York: John Wiley and Sons, Inc

সুতরাং $n_0 = ১৭০$

প্রকল্পের অধীনে বিদ্যালয় সংখ্যা ৩১৯ টি যার মধ্যে ১৭১ টি তে কাজ স্থগিত আছে। অবশিষ্ট ১৪৮ টি বিদ্যালয়ে কাজ চলমান কিন্তু ১৯ টি বিদ্যালয়ে কোন অগ্রগতি না থাকায়, সীমিত জনসংখ্যার (N = ১২৯) জন্য নমুনা আকার নির্ধারণের ফর্মূলা ব্যবহার করা (Isreal, ১৯৯২)[২] হয়েছে। সুতরাং প্রয়োজনীয় নমুনা আকার হচ্ছে

$n = n_0 / (১+ (n_0-১)/N)$ যেখানে, N হচ্ছে নির্দিষ্ট জনসংখ্যা এখানে কাজ চলমান বিদ্যালয়ের সংখ্যা (N=১২৯)

➔ $n = ৭৩$

যদিও সমীক্ষার জন্য ৭৩ টি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মোট ৭৮ টি বিদ্যালয় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কমপক্ষে ৩০% প্রশাসনিক অঞ্চল অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ২০টি জেলা হতে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত জেলা ও বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য উত্তরদাতার বণ্টন সারণি **২.১** ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়ের তালিকা পরিশিষ্ট-৩ এ দেওয়া হল। বিদ্যালয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৫০% শহর থেকে দূরের বিদ্যালয় চয়নের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। সবধরনের ভৌগলিক (সমতল, উপকূলীয়, পাহাড়ি অঞ্চল, হাওর, চর ও নদী ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা) অবস্থানে অবস্থিত বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে। প্রশ্নমালাসমূহ পরিশিষ্ট-৪-এ উপস্থাপন করা হল।

সারণি **২.১** নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য উত্তরদাতার বণ্টন

বিভাগ	জেলা	নমুনায়িত বিদ্যালয় সংখ্যা	প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা	বিজ্ঞান শিক্ষকের সংখ্যা	অভিভাবক/স্থানীয় জনগণের সংখ্যা
ঢাকা	ঢাকা	৬	৬	৬	৩০
	ফরিদপুর	৫	৫	৫	২৫
	গাজীপুর	৩	৩	৩	১৫
	টাঙ্গাইল	৪	৪	৪	২০
	মুন্সীগঞ্জ	১	১	১	৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৬	৬	৬	৩০
	কুমিল্লা	৭	৭	৭	৩৫
	কক্সবাজার	৩	৩	৩	১৫
	বান্দরবান	৪	৪	৪	২০
সিলেট	হবিগঞ্জ	৪	৪	৪	২০
	মৌলভীবাজার	১	১	১	৫
বরিশাল	ভোলা	৫	৫	৫	২৫
রাজশাহী	রাজশাহী	৯	৯	৯	৪৫
	বগুড়া	৩	৩	৩	১৫
খুলনা	সাতক্ষীরা	২	২	২	১০
	যশোর	২	২	২	১০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	৪	৪	৪	২০
	নেত্রকোনা	৩	৩	৩	১৫
রংপুর	লালমনিরহাট	৪	৪	৪	২০
	পঞ্চগড়	২	২	২	১০
মোট (৫৪৬ জন)		**৭৮**	**৭৮**	**৭৮**	**৩৯০**

[2] Israel, Glenn D. 1992. Sampling the Evidence of Extension Program Impact. Program Evaluation and Organizational Development, IFAS, University of Florida. PEOD-5. October.

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের আওতায় নমুনায়িত প্রতিটি কাজ চলমান/সম্পন্ন বিদ্যালয় থেকে ৭ জন করে উত্তরদাতা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ২ জন শিক্ষক (১ জন প্রধান শিক্ষক ও ১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক) ও ৫ জন অভিভাবক। মোট উত্তরদাতা হয়েছে ৫৪৬ জন।

২.৩.২ গুণগত বিশ্লেষণ

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতিসমূহ নির্ভরযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার মাধ্যমে স্থানীয় সমস্যাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন ও মোকাবেলা করার কৌশল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যায়। প্রাথমিকভাবে অধ্যয়নের সাথে সম্পর্কিত নির্বাচিত সূচকগুলো গভীরতা ধারণাগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হবে। এটি সহজ ভাবে বলতে গেলে গুণগত গবেষণায় কেন এবং কিভাবে কি ঘটেছে এবং কখনো কখনো কি হচ্ছে সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে।

(ক) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

দ'ধরনের ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অভিজ্ঞ ও দক্ষ ফ্যাসিলিটেটর এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত শিক্ষার্থীদের মতামত জানার জন্য শুধুমাত্র নবম ও দশম শ্রেণির ১২ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিটি নির্বাচিত জেলায় একটি করে ২০টি জেলায় মোট ২০টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। ১২ জন করে শিক্ষক নিয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে মোট ২০ টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। আলোচনাগুলো রেকর্ড করা হয়েছে এবং লিখিত ভাবেও নোট করা হয়েছে। অভিজ্ঞ একজন সদস্য বা ফ্যাসিলিটেটর দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রাপ্তিগুলো মাঠের রেকর্ড যেমন – অডিও রেকর্ড ও নোট থেকে গৃহীত হয়েছে।

(খ) মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই)

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রজেক্ট বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদেরকে মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে মুখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে নতুন তথ্য, নতুন ধারণা, উন্নয়নের কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(গ) নির্মাণ কাজ সরজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ

পরামর্শক ও মাঠকর্মী নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচিত ১০টি জেলার ২০টি বিদ্যালয়ের নতুন নির্মিত বা সম্প্রসারিত ভবনের কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা সরাসরি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করেছে। ডিপিপিতে উল্লেখিত নকশা ও বরাদ্দ অনুযায়ী বিবেচনায় রেখে প্রকল্পের প্রতিটি কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা সরাসরি প্রদর্শন এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

(ঘ) ক্রয় পর্যালোচনা

দশটি জেলার জেলা শিক্ষা প্রকৌশলীর দপ্তর এ ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তা প্রতিবেদনে সংযোজন করা হয়েছে।

(ঙ) কেইস স্টাডি

সমীক্ষা টিমের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তথ্য সংগ্রহকারী এবং সুপারভাইজার কর্তৃক ৭টি কেইস স্টাডি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা পরিবীক্ষণের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে কেইস স্টাডি তৈরি করা হয়েছে। কেইস স্টাডিগুলি প্রকল্পের ক্রয়, সফলতা/দুর্বলতা ও উদ্ভাবনী পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। কেইস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংখ্যাগত ও গুণগত বিশ্লেষণের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারি উপাত্ত ছাড়াও ১১৩৬ জন অংশীজন এবং ৫৫টি বিভিন্ন ধরনের নমুনা থেকে প্রাইমারি উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার সংখ্যা বিশদভাবে সারণি ২.২ এ দেওয়া হল।

সারণি ২.২ সংখ্যাগত ও গুণগত উত্তরদাতার সংখ্যা

বিশ্লেষণের ধরন	উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যম	উত্তরদাতা	সংখ্যা	মোট উত্তরদাতা
সংখ্যাগত বিশ্লেষণ -	সমীক্ষা	শিক্ষক, **বিজ্ঞান শিক্ষক, কর্মকর্তা,** অভিভাবক/ স্থানীয় জনগণ	**৫৪৬**	৫৪৬ জন
গুণগত বিশ্লেষণ –	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী	২০টি	**২৪০** জন
		শিক্ষক	২০টি	**২৪০** জন
	মুখ্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার	জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	**১০ জেলা**	**১০** জন
		নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর	**১০ জেলা**	**১০** জন
		উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পিআইও	**৩০** উপজেলা	**৯০ জন**
	নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ	বিদ্যালয়	২০টি	২০টি
	ক্রয় পর্যালোচনা	জেলা শিক্ষা প্রকৌশলীর দপ্তর	২০টি	২০টি
	কেইস স্টাডি	-	৭টি	**৭টি**
	ক্রয়কার্যের প্যাকেজভিত্তিক কেইস স্টাডি	-	৮টি	৮টি
মোট				**১১৩৬ জন ও ৫৫টি**

২.৪ মাধ্যমিক উপাত্তগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

- সেকেন্ডারি উপাত্ত থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা যেমন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, আইএমইডি এর বিভিন্ন কর্মকর্তার সহায়তায় এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
- প্রকল্প ব্যয় বাস্তবায়নের সময়কাল বছর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা, অঙ্গ অনুযায়ী বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয়, কার্যসম্পাদনের ব্যয়, অতিরিক্ত ব্যয় হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা ডিপিপি অনুযায়ী বছরভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- পণ্য নির্মাণ সামগ্রি ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়া এবং গুণগতমান পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২.৫ উপাত্ত বিশ্লেষণ

বর্ণনামূলক পরিসংখ্যান (গণসংখ্যা, শতকরা, গড়) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফলাফল চিত্র ও সারণির মাধ্যমে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

(খ) SWOT বিশ্লেষণ

প্রকল্পের সার্বিক সচিত্র-অবস্থা বোঝা এবং উপলব্ধি করার জন্য প্রকল্পের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, প্রকল্পের সময়কাল, ব্যয়, অর্জন, ইত্যাদি, বিবেচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য ও সার্বিক সচিত্র এবং প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি বুঝতে অভিজ্ঞতামূলক তথ্য ও সেকেন্ডারি রেকর্ডগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

S=Strength	O=Opportunity
SWOT	
W=Weakness	T=Threat

২.৬ সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সারণি ২.৩: সময়-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (Time-Based Work Plan)

নং	কাজের নাম	ফেব্রুয়ারী ২০২৩		মার্চ ২০২৩				এপ্রিল ২০২৩				মে ২০২৩				জুন ২০২৩	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	চুক্তিপত্র																
২	আইএমইডি-র সঙ্গে সূচনা সভা																
৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ ও পর্যালোচনা																
৪	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে সূচনা সভা																
৫	নিবিড় পরিবীক্ষণ জন্য কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ																
৬	কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্ম পরিকল্পনা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুতকরণ খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল																
৭	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যার কমিটির সভা																
৮	টেকনিক্যাল কমিটি সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত সংযোজন																
৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের উপ স্টিয়ারিং কমিটির সভার																
১০	চূড়ান্ত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন দাখিল																
১১	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ																
১২	তথ্য সংগ্রহকারীদের মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ																
১৩	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং উপকারভোগীদের তালিকা এবং যোগাযোগের তথ্য সংগ্রহ																
১৪	মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সরেজমিনে পরিদর্শন																
১৫	প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ																
১৬	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে প্রকল্পের যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পূরণ করা																
১৭	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা																
১৮	তথ্য উপাত্ত কোডিং, এন্ট্রিকরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ																
১৯	স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন																
২০	১ম খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
২১	১ম খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটির সভা																
২২	টেকনিক্যাল কমিটির সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত প্রতিবেদনে সংযোজন এবং ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																
২৩	সংশোধিত ২য় খসড়া প্রতিবেদনটি জাতীয় সেমিনারে উপস্থাপন																
২৪	জাতীয় সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																

* আনুমানিক সমাপ্তির তারিখ আইএমইডি থেকে মন্তব্য প্রাপ্তির তারিখের উপর নির্ভরশীল।

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ ভূমিকা

"সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২১ মেয়াদের জন্য ২১ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে Executive Committee of the National Economic Council (ECNEC) সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অর্থাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটি ২০ মে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। এরপর প্রকল্পের জনবল নিয়োজন সম্পন্ন হয় জুলাই ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ প্রকল্পটি শুরুতেই তার মোট মেয়াদের এক চতুর্থাংশ সময় কাজে লাগাতে পারেনি।

প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রস্তাবিত সকল নতুন স্কুল ভবন ৬তলার পরিবর্তে ১০তলায় রুপান্তর করতে হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে জেলা পর্যায়ের ১৬২টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ স্থগিত হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ত কাজ সমাপ্ত করতে কমপক্ষে ৩ বছর সময়ের প্রয়োজন হবে বলে ধারণা করা হয়। এ ছাড়া আরডিপিপি সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়সমূহের আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, মাল্টিমিডিয়া সরঞ্জামাদি টেন্ডার প্রক্রিয়া করা যাচ্ছে না বলে প্রকল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

পৃথিবীব্যাপী অতিমারী কোভিড-১৯-এর ফলে অর্থ মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটিকে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৩য় এবং ৪র্থ কোয়ার্টারের এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারে অর্থাৎ মোট ৯মাস অর্থ বরাদ্দ স্থগিত রাখে। ফলে প্রকল্পটির অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিচালনা ও উন্নয়ন বাজেটও হ্রাস করা হয়েছে। ফলস্বরুপ প্রকল্প কার্যক্রম বিলম্বিত হয় (সূত্র: প্রকল্পের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি, ২০২৩)।

মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ ছিল জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে পরবর্তিতে 'ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি'র (no cost time extension criterion) আওতায় প্রকল্পের মেয়াদ দুইবার অর্থাৎ জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ এবং জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৩.২ প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের অগ্রগতি দু'ভাবে অর্থাৎ বাস্তব অগ্রগতি এবং আর্থিক অগ্রগতি আকারে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। নিম্নে প্রকল্পের বাস্তব এবং আর্থিক অগ্রগতি পৃথকভাবে পর্যালোচনা করা হলো।

৩.২.১ বাস্তব অগ্রগতি

বর্ণিত প্রকল্পের দু'টি বিশেষ দিক হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষা ও খেলাধুলার আধুনিক উপকরণ ও সামগ্রি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা। ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়গুলোতে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার্থীদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মাণ-এ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ তিনটি কম্পোনেন্ট ছাড়াও একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য আবাসন কোয়ার্টার্স নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কম্পোনেন্ট রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়। এ ৩২০টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে নতুন একাডেমিক ভবন

নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে (১৮৬টি) শুধু নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে (১১০টি) নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে (৯টি) নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও হোস্টেল নির্মাণ, কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে (১৫টি) একই সাথে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণ। নিম্নে সারণি ৩.১ এ প্রকল্পের আওতায় ৩২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণের তথ্যাদি তুলে ধরা হলো:

সারণি ৩.১: ৩২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণের তথ্য

ক্র.নং	কম্পোনেন্টের নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১	শুধু নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	১৮৬টি
২	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ	১১০টি
৩	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও হোস্টেল নির্মাণ	৯টি
৪	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণ	১৫টি
	মোট	**৩২০টি**

নোট-১: ৩টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের স্থান এবং ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবন না থাকাতে সেগুলোতে শুধুমাত্র আসবাবপত্র, বইপুস্তক, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি, খেলাধুলার সামগ্রি, কম্পিউটার সামগ্রি, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

নোট-২: নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ছাড়াও আজিমপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে ৫তলা বিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কম্পোনেন্ট রয়েছে (সুত্র: প্রকল্প ডিপিপি, ২০১৭)।

উপরোক্ত সারণি ৩.১-এ দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২০টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, এর মধ্যে ১২৫টিতে ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ এবং ২৪টিতে হোস্টেল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৩.২.২ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি

নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে মোট ১৪৮টি (১২৯টি ৬তলা এবং ১৯টি ৫তলা) এবং জেলা পর্যায়ে ১৭২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৪২টি বিদ্যালয়ের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে যার মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ১৩৭টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলমান ১৩৭টি ভবনের মধ্যে মাত্র ২টি ভবনের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫টি ভবনের কাজ এখন পর্যন্ত ০%। নিম্নে সারণি ৩.২ এ বিভিন্ন নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলো। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের ১৭২টি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৫৮%।

আলোকচিত্র ১: নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ

সারণি ৩.২: নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের অগ্রগতির চিত্র

নতুন একাডেমিক ভবনের অবস্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ভবন নির্মাণের পর্যায়	ভবন নির্মাণের অগ্রগতি	
জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়	১৭২টি	৬তলা থেকে ১০তলায় রুপান্তর করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হওয়ায় ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।	০%	
উপজেলা পর্যায়	১৪৮টি	• দরপত্র আহবান করা হয়েছে ১৪৬টি; • দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে ১৪২টি; • দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন ৪টি; • মাঠ পর্যায় কাজ শুরু হওয়ার কথা ১৪২টিতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু হয়েছে ১৩৭টিতে।	১০০%	২টি
			৮০-৯৯%	৪৭টি
			৬০-৭৯%	৪২টি
			৪০-৫৯%	১৫টি
			২০-৩৯%	১৮টি
			০১-১৯%	৮টি
			০%	৫টি
			মোট	**১৩৭টি**

সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, এপ্রিল ২০২৩।

৩.২.৩ উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি

ডিপিপি অনুযায়ী ১২৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে এবং অবশিষ্ট ২৩টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কোন ভবন নেই (সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, এপ্রিল ২০২৩)।

উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ১০২টি ভবনের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যক্রম চলমান ১০২টি ভবনের মধ্যে ৭৪টির কার্যক্রম পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে অবশিষ্ট ২৮টি ভবনের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। সারণি ৩.৩-এ ১০২টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবনের কার্যক্রমের অগ্রগতি দেখানো হলো:

সারণি ৩.৩: উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ভবন নির্মাণের অগ্রগতির চিত্র

ভবন সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি	ভবনের সংখ্যা
১০০%	৭৪টি
৮০-৯৯%	১৫টি
৬০-৭৯%	৮টি
৪০-৫৯%	১টি
২০-৩৯%	১টি
০-১৯%	৩টি
মোট	**১০২টি**

সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, এপ্রিল ২০২৩

৩.২.৪ হোস্টেল ভবন নির্মাণের বাস্তব অগ্রগতি

ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করে ১৮টির দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলোতে হোস্টেল নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলমান।

একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল ও গেইট নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ সড়ক নির্মাণ, ৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয় এবং ভূমি উন্নয়ন কম্পোনেন্ট রয়েছে যেগুলোর কোন কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রকল্পে যে সকল কম্পোনেন্ট রাখা হয়েছে সেগুলোর ক্রয় কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরূ হয়নি। নিম্নে সারণি ৩.৪-এ এ সকল কম্পোনেন্ট-এর বিবরণ প্রদান করা হলো:

সারণি ৩.৪: সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য প্রকল্পে যে সকল কম্পোনেন্ট রাখা হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা ও অগ্রগতি

ক্র.নং	কম্পোনেন্টের শিরোনাম	সংখ্যা	ক্রয়ের অগ্রগতি
১	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফটোকপিয়ার, রিফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন)	৯৬৯টি	ক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়নি
২	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	১৫,৮৩১৪টি	
৩	বিদ্যালয়ের জন্য বই-পুস্তক ক্রয়	থোক	
৪	বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	
৫	বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	
৬	বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি ক্রয়	৯,২৫৭৯টি	
৭	হোস্টেলের জন্য তৈজসপত্র ক্রয়	৬,৯৮৪টি	

সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, মার্চ ২০২৩।

৩.২.৫ প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রকল্পের বাস্তব কাজের মধ্যে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণ ও হোস্টেল নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। বর্ণিত পূর্ত কাজগুলোর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে হোস্টেল নির্মাণ কাজ বাস্তবে এখনও শুরু হয়নি। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ এবং ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণের কাজ বর্তমানে চলমান। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৩৫% (সারণি ৩.৫)।

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	
		বছরভিত্তিক	ক্রমপুঞ্জিত
২০১৬-২০১৭	০	০	০
২০১৭-২০১৮	১	০.২৫	০.২৫
২০১৮-২০১৯	১২	১০.০০	১০.২৫
২০১৯-২০২০	৭	৫.০০	১৫.২৫
২০২০-২০২১	৭	৬.৭৫	২২.০০
২০২১-২০২২	১০	৮.০০	৩০.০০
২০২২-২০২৩	৮	৫.০০	৩৫.০০

সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, মার্চ ২০২৩।

৩.২.৬ আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩,২৮,৪০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জুন মাস পর্যন্ত অর্থাৎ মোট সাড়ে চার বছর মেয়াদের জন্য এ বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে এক বছর ৪ মাস বিলম্ব হওয়ার কারণে পরবর্তীতে দুই দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। নিম্নে সারণি ৩.৬-এ বছরভিত্তিক ব্যয় বরাদ্দের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হলো। সারণি ৩.৬-এ দেখা যায় যে, বছরভিত্তিক প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন আশাপ্রদ নয়। এ পর্যন্ত (মার্চ ২০২৩) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার মাত্র ১৬.৫০ শতাংশ এবং

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে মাত্র ১৮.৯৮ শতাংশ। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের ধীর গতির মূল কারণ হলো প্রকল্পের লগ ফ্রেমে উল্লেখিত ২টি শর্ত পুরণ হয়নি। শর্ত দুটি হলো (১) প্রকল্পে বরাদ্দ সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া; এবং (২) কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখিন না হওয়া। প্রকল্পের রেকর্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীব্যাপী অতিমারী কোভিড-১৯-এর ফলে অর্থ মন্ত্রণালয় এ প্রকল্পটিকে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৩য় কোয়ার্টারের এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারের অর্থ বরাদ্দ স্থগিত রাখে। ফলস্বরুপ পূর্ত কাজের বিল চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিচালনা ও উন্নয়ন বাজেটও হ্রাস করা হয়েছে। ফলস্বরুপ প্রকল্প কার্যক্রম অত্যন্ত ধীর গতিতে চলছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতির যে বিস্তর ব্যবধান তা লেখচিত্র ৩.১ লক্ষ করলে সহজেই অনুমেয়। প্রকল্পের বছরভিত্তিক এবং বিভিন্ন কম্পোনেন্ট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি পরিশিষ্ট-১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৩.৬: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক অগ্রগতি
২০১৬-২০১৭	০	০
২০১৭-২০১৮	৫.৫০	২.০০
২০১৮-২০১৯	৯৮,৯৯৭.২৪	১,৮৮৩.০০
২০১৯-২০২০	১১৪,৭০১.৩৮	৩,৮৫৪.৬৫
২০২০-২০২১	১১৪,৬৫০.৮৮	২২,৭৯৩.২৯
২০২১-২০২২	৩৫,১৫৮.০০	২১,৫৯০.৬৪
২০২২-২০২৩	১৪,২৮৪.০০	১২,১৯২.৬৪
মোট	৩৭৭,৭৯৭.০০	৬২,৩১৬.০০
লক্ষ্যমাত্রা বিপরীতে অর্জনের হার	-	১৬.৫০%
প্রকল্পের মোট ব্যয়ের বিপরীতে অর্জনের হার	-	১৮.৯৮%

সুত্র: প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ড, মার্চ ২০২৩।

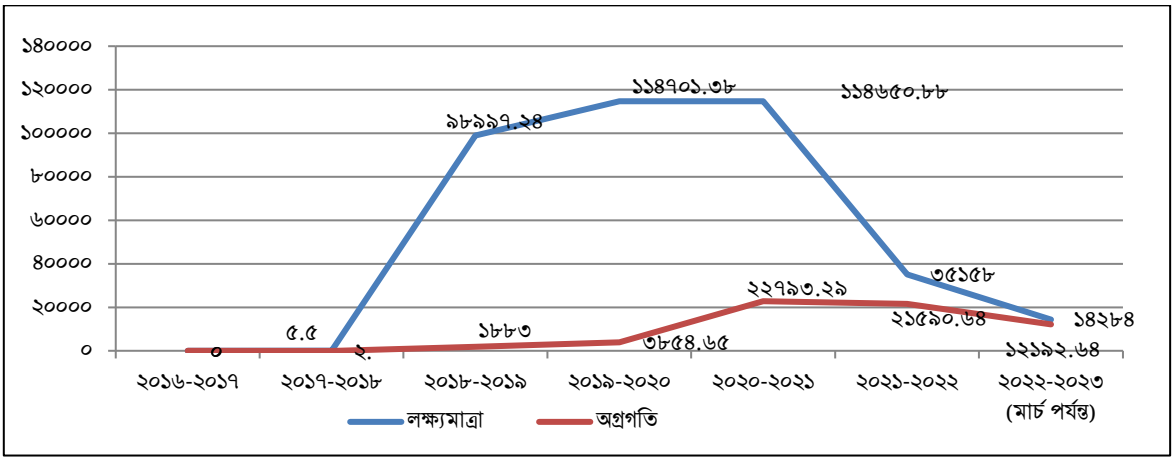

চিত্র ৩.১: বছর ভিত্তিক প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

৩.২.৭ বিদ্যালয় এবং হোস্টেলের জন্য পদ সৃজনঃ উপজেলা পর্যায়ে ১৩৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারি প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, অফিস সহকারি ও অফিস সহায়কের মোট ২০৪০টি পদ সৃজনের লক্ষ্যে ০৪.০৩.২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১০.১১.২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে এই মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের পর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাখা/পরিচালকের মাধ্যমে সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী নতুন পদ সৃজনের প্রস্তাব

পুনরায় প্রেরণ করতে হবে। বর্তমানে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলমান। সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে এব্যাপারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট থেকে জানা যায়।

৩.৩ মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফল পর্যালোচনা

মাঠ সমীক্ষায় মোট ৭৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে প্রধান শিক্ষক এবং একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট হতে পৃথক পৃথক প্রশ্নমালা সেট্ (প্রশ্নমালা সেট-১ এবং সেট-২) ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও নির্বাচিত প্রতিটি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ৫জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের নিকট হতে (মোট ৩৯০ জন) অপর এক প্রশ্নপত্রের (প্রশ্নমালা সেট-৩) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয় থেকে ১২জন নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট (২৪০জন শিক্ষার্থী) থেকে এবং ১২জন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট (২৪০জন শিক্ষক) থেকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন ব্যবহার করে এফজিডির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেআইআই হিসেবে ১০টি জেলা হতে মোট ২০জন মুখ্য তথ্যদাতার নিকট হতে (১০জন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১০জন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অফিস) এবং ৩০টি উপজেলা হতে মোট ৯০জন মুখ্য তথ্যদাতার নিকট হতে (৩০ জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ৩০জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং ৩০জন পিআইও) নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ৭টি কেইস স্টাডি এবং ৮টি প্যাকেজ ভিত্তিক ক্রয় কার্যক্রমের কেইস স্টাডিও সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১০টি জেলায় ২০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো।

৩.৩.১ প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল: বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট হতে ৭৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৮৩২ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার সালগুলোকে ৩০বৎসর অন্তরে ৫টি গ্রুপ করা হয়েছে এবং সর্বশেষ ৬ষ্ঠ গ্রুপে রয়েছে ৩ বৎসর। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩৬টি) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫২ থেকে ১৯৮১ সালের গ্রুপে (সারণি ৩.৭)(চিত্র-৩.২)।

আলোকচিত্র ২: প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

সারণি ৩.৭: প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শতকরা হার

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শতকরা হার
১৮৩২-১৮৬১	২	৩
১৮৬২-১৮৯১	৯	১১
১৮৯২-১৯২১	১৩	১৭
১৯২২-১৯৫১	১৩	১৭
১৯৫২-১৯৮১	৩৬	৪৬
১৯৮২-১৯৮৪	৫	৬
মোট	**৭৮**	**১০০**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩

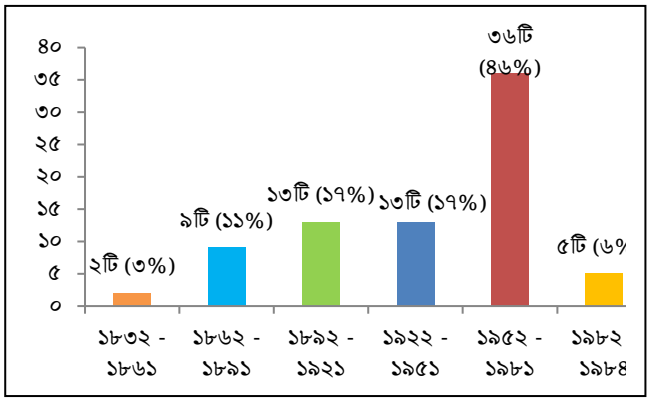

চিত্র ৩.২: প্রতিষ্ঠাকাল অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা

বিদ্যালয়ের অবস্থান: নমুনা হিসেবে নির্বাচিত বিদ্যালয়গুলোর অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৭৩শতাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থান উপজেলা পর্যায়ে, ৯শতাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থান জেলা সদরে এবং ১৮শতাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থান বিভাগীয় সদরে (সারণি ৩.৮)(চিত্র-৩.৩)। প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায় যে, যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী কাজেই সে পর্যায় থেকেই বেশী সংখ্যক বিদ্যালয় নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

সারণি ৩.৮: বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শতকরা হার

বিদ্যালয়ের অবস্থান	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শতকরা হার
বিভাগীয় সদরে	১৪	১৮
জেলা সদরে	৭	৯
উপজেলা পর্যায়ে	৫৭	৭৩
মোট	৭৮	১০০

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা মার্চ, ২০২৩।

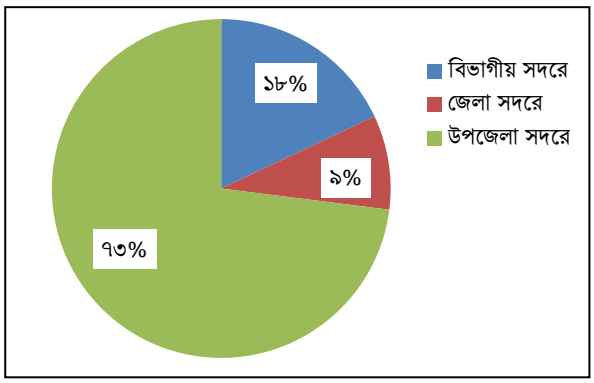

চিত্র ৩.৩: বিদ্যালয়ের অবস্থান

একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা: নির্বাচিত ৭৮টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখন পর্যন্ত খুব স্বল্প সংখ্যক বিদ্যালয়েরই নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (১৪%)। বেশীরভাগ ৮৬%) বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এখনও চলমান (সারণি ৩.৯)। অর্থাৎ ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে কোনভাবেই প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য নতুন একাডেমিক ভবন এবং ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হবে না। প্রকল্প অফিস, মাঠ পর্যায়ের তথ্য এবং সরেজমিন পর্যবেক্ষণ থেকে বলা যায় প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধন করে কমপক্ষে ২/৩ বৎসর বৃদ্ধি না করলে প্রকল্পের সবগুলো কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।

সারণি ৩.৯: একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত মতামত

নির্মাণ কাজের অবস্থা	সংখ্যা (শতকরা হার)
সমাপ্ত	১১ (১৪)
চলমান	৬৭ (৮৬)
মোট	**৭৮ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

ভবন নির্মাণ কাজ শুরুর সাল: প্রধান শিক্ষকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত ৭৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৭টি বিদ্যালয়েরই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ২০১৮-২০১৯সালে এবং সবচেয়ে কমসংখ্যক বিদ্যালয়ে নির্মাণ কাজ চলতি অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩ সালে শুরু হয়েছে (সারণি ৩.১০) (চিত্র-৩.৪)। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে বলা যায় যে, বেশীর ভাগ (বিভাগীয় এবং জেলা সদরে অবস্থিত বিদ্যালয় ব্যতীত) বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে এবং অনেকগুলো বিদ্যালয়ের বিশেষ করে ঊর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

সারণি ৩.১০: নির্মাণ কাজ শুরুর উপর ভিত্তি করে ভবনের সংখ্যা ও শতকরা হার

একাডেমিক ভবন নির্মাণ শুরুর সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শতকরা হার
২০১৮-২০১৯	২৭	৩৫
২০১৯-২০২০	১৯	২৪
২০২০-২০২১	২১	২৭
২০২১-২০২২	১০	১৩
২০২২-২০২৩	১	১
মোট	**৭৮**	**১০০**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা মার্চ, ২০২৩।

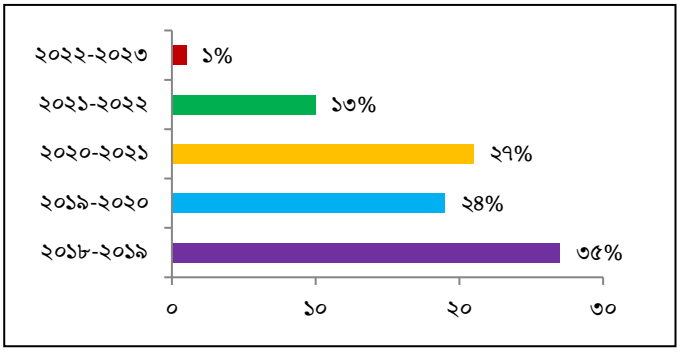

চিত্র ৩.৪: নির্মাণ কাজ শুরুর উপর ভিত্তি করে ভবনের সংখ্যা

ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান ও তদারকির কাজ সম্পর্কিত মতামত: ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকগণের ধারণা বা মতামত ৪(চার) পয়েন্ট স্কেলে অর্থাৎ খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি ভাল এবং নিম্নমানের আকারে সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে স্কেলগুলোকে ওয়েট দেওয়া হয়েছে (খুব ভাল=৪, ভাল=৩, মোটামুটি ভাল=২, নিম্নমানের=১)। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ (৪১%) শিক্ষকই মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের মান ভাল এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকগণ (২৬%) মনে করেন কাজের গুণগতমান খুব ভাল। প্রাপ্ত মতামতগুলোর গড় মান ২.৮ অর্থাৎ ভাল (সারণি ৩.১১)। নির্মাণ কাজের তদারকি সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, ৬৩শতাংশ শিক্ষক বলেছেন নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ তদারকি করা হচ্ছে। প্রধান শিক্ষকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে যে, প্রকল্পের মাধ্যমে যে পূর্ত কাজ হচ্ছে তার মান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

সারণি ৩.১১: ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
খুব ভাল (৪)	২০ (২৫.৬)
ভাল (৩)	৩২ (৪১.০)
মোটামুটি ভাল (২)	১৮ (২৩.১)
নিম্নমানের (১)	৮ (১০.৩)
মতামতের গড় মান	২.৮২ (ভাল)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত: বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের নিকট থেকে উল্লেখিত ২টি বিষয়ে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ শিক্ষকই (৬৪%) মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কিছু সংখ্যক (২৭%) শিক্ষক মনে করেন যে, শুধু নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করলেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না, পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং ভাল মানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে অন্যথায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক (৯%) এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন। শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির ব্যাপারে ৯০% শিক্ষকই বলেছেন ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক মনে করেন শিক্ষার গুণগতমাণ বৃদ্ধি পাবে না যদি ভাল মানের শিক্ষক নিয়োগ এবং ল্যাবসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা না হয়। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক এব্যাপারে মন্তব্য করেননি (সারণি ৩.১২)।

সারণি ৩.১২: ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে	৫০ (৬৪.১)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না	২১ (২৬.৯)
মন্তব্য করেননি	৭ (৯.০)
শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে	৭০ (৮৯.৭)
শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে না	৩ (৩.৮)
মন্তব্য করেননি	৫ (৬.৪)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩

ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত: প্রধান শিক্ষকগণের নিকট থেকে একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে কি না সে বিষয়ে ৩(তিন) পয়েন্ট স্কেলে মতামত চাওয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষক (৫৯%) মনে করেন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে পুরোপুরি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে, ৩০% শিক্ষক মনে করেন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে মোটামুটি ধরনের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ১১% শিক্ষক মনে করেন পরিবেশের কোন পরিবর্তন হবে না (সারণি ৩.১৩) (চিত্র-৩.৫)। তাঁরা মনে করেন শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নির্ভর করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্কের উপর এবং উপ-আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উপর শুধু নতুন ভবন নির্মাণের উপর নয়।

সারণি ৩.১৩: ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
পুরোপুরি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে	৪৬ (৫৯)
মোটামুটি ধরনের শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে	২৩ (৩০)
পরিবেশের কোন পরিবর্তন হবে না	৯ (১১)
মোট	**৭৮ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

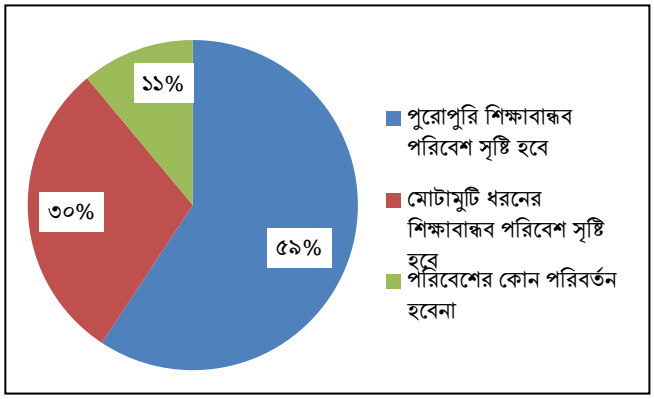

চিত্র ৩.৫: ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত

বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত: একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে প্রধান শিক্ষকগণের কাছ থেকে ৩(তিন) পয়েন্ট স্কেলে মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিক্ষকগণই (৬৫জন) মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বাকী ১৩জন শিক্ষকের কেউ কেউ মনে করেন সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পাবে না, সুযোগসুবিধা একই পর্যায়ে থাকবে এবং মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছেন (সারণি ১৪) (চিত্র-৩.৬)।

সারণি ৩.১৪: ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে	৬৫ (৮৩)
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবেনা	৯ (১১)
সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা থাকবে	২ (৩)
মন্তব্য করেননি	২ (৩)
মোট	**৭৮ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

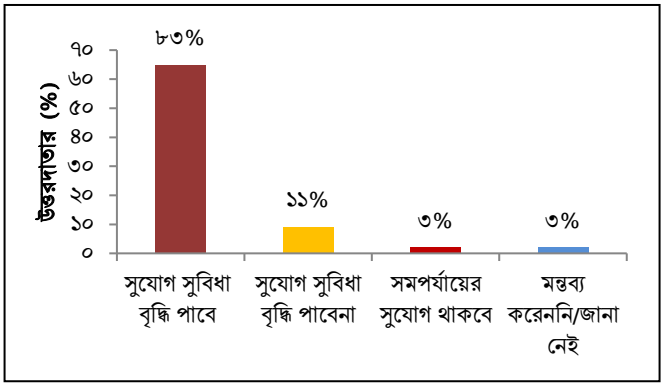

চিত্র-৩.৬: ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

ভবন নির্মাণে সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত মতামত: একাডেমিক ভবন নির্মাণে শিক্ষকগণের সন্তুষ্টির মাত্রা ৪(চার) পয়েন্ট স্কেলে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সন্তুষ্টির মাত্রাকে ওয়েট প্রদান করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষকের সন্তুষ্টির মাত্রা খুব সন্তুষ্ট এবং সন্তুষ্ট শ্রেণিভুক্ত এবং সন্তুষ্টির ব্যাপারে প্রাপ্ত মতামতের গড় মান খুব সন্তুষ্টি শ্রেণিভুক্ত। তেরজন শিক্ষকের সন্তুষ্টির মাত্রা মোটামুটি ও মোটেও সন্তুষ্ট নয় শ্রেণিভুক্ত (সারণি ৩.১৫) ।

সারণি ৩.১৫: ভবন নির্মাণে সন্তুষ্টির মাত্রা সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
খুব সন্তুষ্ট (৪)	৩১ (৩৯.৭)
সন্তুষ্ট (৩)	৩৪ (৪৩.৬)
মোটামুটি সন্তুষ্ট (২)	৯ (১১.৫)
মোটেও সন্তুষ্ট নয় (১)	৪ (৫.১)
মতামতের গড় মান	৩.১৮ (খুব সন্তুষ্ট)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

৩.৩.২ বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল

ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত: ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে জানার জন্য নির্বাচিত ৭৮টি বিদ্যালয় থেকে একজন করে মোট ৭৮জন বিজ্ঞান শিক্ষকের মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৬৭% শিক্ষক মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বাকী ৩৩% শিক্ষকের মধ্যে ২৭% মনে করেন যে, শুধু ভবন নির্মাণ করলেই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না, ভবন নির্মাণের পাশাপাশি বিজ্ঞানের ভাল শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে তা হলেই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অন্যথায় নয়। অবশিষ্ট ৬% শিক্ষক এ বিষয়ে মতামত প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন (সারণি ৩.১৬) (চিত্র-৩.৭)।

আলোকচিত্র ৩:বিজ্ঞান শিক্ষক, সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী

সারণি ৩.১৬: ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (%)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে	৫২ (৬৭)
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না	২১ (২৭)
মতামত প্রদান করেন নি	৫ (৬)
মোট	**৭৮ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩

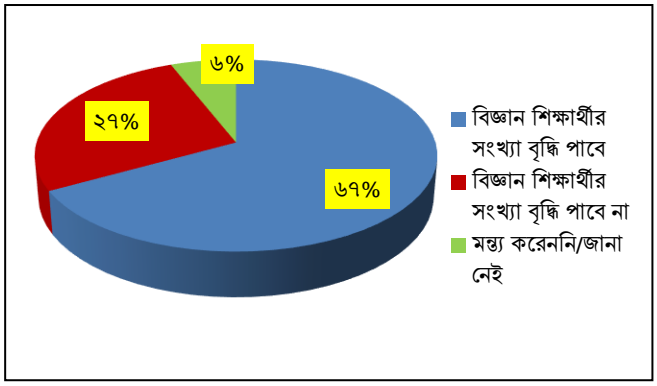

চিত্র-৩.৭: ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত: বিজ্ঞান শিক্ষকগণের নিকট থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭৫% শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। অবশিষ্ট ২৫% এর মধ্যে ১৫% মনে করেন বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে না যদি ভাল শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া না হয় এবং ১০% এ বিষয়ে মন্তব্য করেননি (সারণি ৩.১৭) (চিত্র-৩.৮)।

সারণি ৩.১৭: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (%)
বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে	৫৮ (৭৫)
বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে না	১২ (১৫)
মতামত প্রদান করেন নি	৮ (১০)
মোট	**৭৮ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

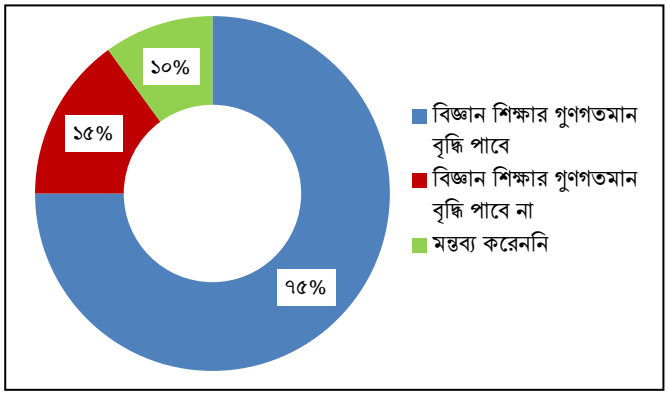

চিত্র-৩.৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত: বিজ্ঞান শিক্ষকগণের নিকট থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৪৯% শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে। অবশিষ্ট ৩৩% মনে করেন মোটামুটিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ১৮% মনে করেন বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের কোন পরিবর্তন হবে না। প্রাপ্ত মতামতের গড় মান ২.৩১ অর্থাৎ বলা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ পুরোপুরিভাবে সৃষ্টি হবে (সারণি ৩.১৮)।

সারণি ৩.১৮: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে (৩)	৩৮ (৪৯)
মোটামুটিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হবে (২)	২৬ (৩৩)
বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের কোন পরিবর্তন হবে না (১)	১৪ (১৮)
মতামতের গড় মান	২.৩১
মোট	৭৮ (**১০০**)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় ৭৪% শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, ১৫% মনে করেন বৃদ্ধি পাবে না, ৩% মনে করেন একই পর্যায়ে থাকবে এবং ৮% মতামত প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। প্রাপ্ত মতামতের গড় মান ২.৭৮ অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষকগণের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (সারণি ৩.১৯)

সারণি ৩.১৯: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (৩)	৫৮ (৭৪)
সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে না (২)	১২ (১৫)
সমপর্যায়ের সুযোগ থাকবে (১)	২ (৩)
মন্তব্য করেননি	৬ (৮)
মতামতের গড় মান	২.৭৮

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৮১% শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, ১১% শিক্ষক মনে করেন বৃদ্ধি পাবে না এবং ৮% মতামত প্রদান থেকে বিরত থেকেছেন। প্রাপ্ত মতামতের গড় মান ২.৭৮ অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষকগণের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে (সারণি ৩.২০)

সারণি ৩.২০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে	৬৩ (৮১)
সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবেনা	৯ (১১)
মন্তব্য করেননি/জানা নেই	৬ (৮)
মোট	৭৮ (**১০০**)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা. মার্চ ২০২৩।

৩.৩.৩ অভিভাবকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কে ৭৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি থেকে ৫জন শিক্ষার্থীর অভিভাবক অর্থাৎ মোট ৩৯০জন অভিভাবকের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ অভিভাবকগণই (৫৬%) মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা খুব বৃদ্ধি পাবে, ৩২% অভিভাবকের মতে ভাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, ৮% মনে করেন মোটামুটি ভাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং ৪% অভিভাবক মনে করেন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে না। প্রাপ্ত মোট ৩৯০জন অভিভাবকের মতামতের গড় মান ৩.৩৯ অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা খুব ভাল ভাবে বৃদ্ধি পাবে (সারণি ৩.২১)

সারণি ৩.২১: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
খুব ভাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (৪)	২১৮ (৫৬)
ভাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (৩)	১২৪ (৩২)
মোটামুটি ভাল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে (২)	৩১ (৮)
সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে না (১)	১৭ (৪)
মতামতের গড় মান	৩.৩৯

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে কি না সে মোট ৩৯০জন অভিভাবকের নিকট থেকে মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ অভিভাবকগণই (৬২%) মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে, ৩৪% অভিভাবকের মতে মোটামুটি বৃদ্ধি পাবে এবং ৪% অভিভাবক মনে করেন শিক্ষার হার মোটেও বৃদ্ধি পাবে না। প্রাপ্ত মোট ৩৯০জন অভিভাবকের মতামতের গড় মান ২.৫৭ অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে (সারণি ৩.২২)

সারণি ৩.২২: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে (৩)	২৪০ (৬২)
মোটামুটি বৃদ্ধি পাবে (২)	১৩৩ (৩৪)
মোটেও বৃদ্ধি পাবে না (১)	১৭ (৪)
মতামতের গড় মান	২.৫৭

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিভাবকদের মতামত বিশ্লেষণ দেখা যায় যে, ৩৯০ জনের মধ্যে ২৮৫ জনই মনে করেন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হবে (সারণি ৩.২৩)(চিত্র-৩.৯)

সারণি ৩.২৩: প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (%)
যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হবে	২৮৫ (৭৩)
মোটামুটি আগ্রহ সৃষ্টি হবে	৯২ (২৪)
মোটেও আগ্রহ সৃষ্টি হবে না	১৩ (৩)
মোট	**৩৯০ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

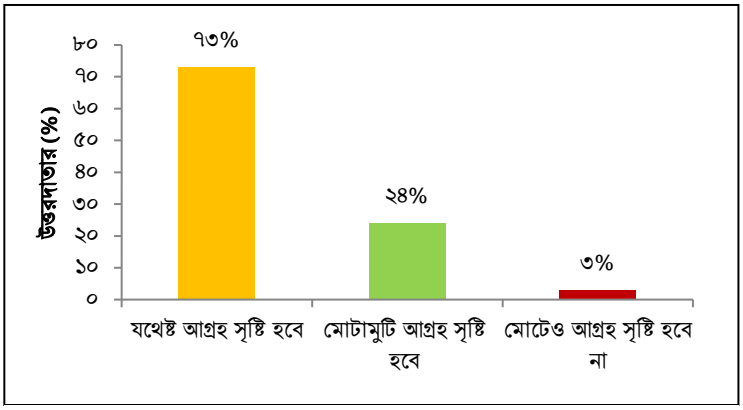

চিত্র-৩.৯: প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না **সে সম্পর্কিত মতামত:** প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কিত অভিভাবকদের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৯০% অভিভাবকই মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে (সারণি ৩.২৪) (চিত্র-৩.১০)।

সারণি ৩.২৪: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কিত মতামত

মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা (%)
বৃদ্ধি পাবে	৩৫১ (৯০)
সামান্য বৃদ্ধি পাবে	২৩ (৬)
বৃদ্ধি পাবে না	১৭ (৪)
মোট	৩৯০ (১০০)

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

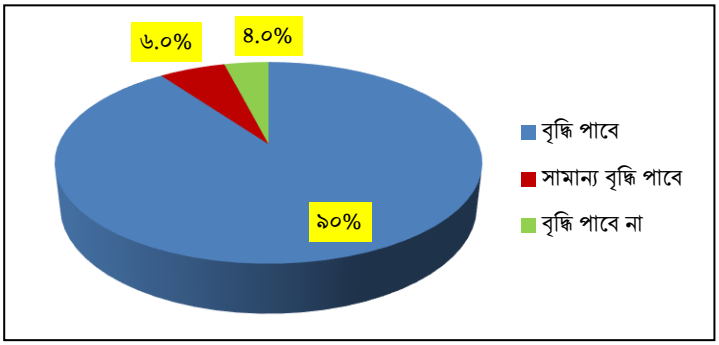

চিত্র-৩.১০: প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে কি না সে সম্পর্কিত মতামত

৩.৩.৪ এফজিডির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল

নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয় থেকে ১২জন নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট (২৪০জন শিক্ষার্থী) থেকে এফজিডি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ছাএছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান যুগ ডিজিটাল যুগ। ডিজিটাল আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রতি আকর্ষণ অনেক বেশি কাজ করে। সেই সাথে আধুনিক ল্যাবের গুরুত্ব বাড়বে, হাতে কলমে ল্যাবে প্র্যাকটিক্যালের কাজ সরাসরি করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের বই থেকে জ্ঞানার্জন সহজ হবে। কম্পিউটার ক্লাস নিয়মিত সবাই মিলে একসাথে করতে পারবে, খেলাধুলারও সুযোগ থাকবে। সব মিলিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ আগের চেয়ে অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে;
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত ভবনে শিক্ষার্থীগণ সব ক্লাস করতে পারবে। শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাস রুম থেকে বাহির হতে হবে না। শিক্ষার্থীগণ অধিকতর মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করতে পারবে;

- এই প্রকল্পের ফলে শিক্ষার্থীগণ আগের তুলনায় পড়াশুনা করতে আরও বেশী আগ্রহী হবে। কারণ তাদের এখন যে ক্লাস আছে তা সুপরিসর নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তারা একটা ক্লাসরুমে দুই শ্রেণির ক্লাস করে থাকে। এতে করে তাদের পড়াশুনার মনোযোগ হারিয়ে যায়। নতুন ভবন তৈরি হলে এ সমস্যার সমাধান হবে এবং তাদের মাঝে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হবে;
- স্কুলের নতুন ভবন তৈরি হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীগণ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে;
- বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগের যন্ত্রপাতি যথেষ্ট নয় এবং কক্ষের সংকট রয়েছে। যদি প্রকল্পের মাধ্যমে এ ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই পড়াশুনার আগ্রহ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে।
- স্মার্ট ক্লাস রুম ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন - পঠনে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। কারণ, যখন মাল্টিমিডিয়া প্রয়োগ করে পড়ার বিষয়বস্তু ক্লাস রুমে পড়ানো হবে সেটা শুধু বই পড়ানোর চেয়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে। এতে করে পড়ার বিষয়বস্তু সহজেই আয়ত্ত করা যাবে এবং সেই পড়াটা খুব ভালোভাবে মেমোরিতে গেঁথে থাকবে;
- স্মার্ট ক্লাসরুম ও মাল্টিমিডিয়ার ফলে পড়াশুনার আরো আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যদি ক্লাসরুম ও অডিটোরিয়াম থাকে, তাহলে ভালো হবে। ডিজিটাল ব্ল্যাকবোর্ড থাকলেও ভালো হবে। শিক্ষকদের খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। অন্য দেশগুলোতে আধুনিক ক্লাসরুম ব্ল্যাকবোর্ড দিয়ে সহজে অনেক কিছু শিখাতে পারে। ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রাকটিক্যাল গুলো আগে থেকেই করা যাবে।
- লাইব্রেরি হলো বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার। একটা সমৃদ্ধ লাইব্রেরি একটি সমুদ্রের সমান। পাঠ্যবইয়ে যা উল্লেখ থাকে সেটা খুবই সীমিত আকারে দেয়া থাকে, যার ফলে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু লাইব্রেরিতে যদি অনেক বই থাকে তাহলে সম্পূর্ণভাবে সেই জ্ঞানটা অর্জন করা যাবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক বিস্তৃতভাবে পড়তে ও জানতে পারবে। যার ফলে সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে;
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে যদি লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই পাওয়া যায় তাহলে পাঠ্যপুস্তকে যে পড়া থাকবে না সেটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে পড়া যাবে। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্য জ্ঞানের বই নিয়ে পড়া যাবে। শিক্ষার্থীদের মাঝে অনেক জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।
- একটি সুস্থ দেহে একটি ভালো মনের বাস। শরীর ভালো ও সুস্থ থাকলে মনও ভালো থাকে আর মন ভালো থাকলে যে কোন কাজই করা সম্ভব। খেলাধুলার মাধ্যমে শরীর ও মন দুই ভালো ও সুস্থ রাখা যায়। তাছাড়া কিছু খেলা আছে যেটা মস্তিষ্ক গঠনে খুবই সহায়ক। যেমন - 'দাবা'। দাবা খেলার মাধ্যমে চিন্তাশক্তি অনেক প্রখর ও উন্নত হয়। অনেক শিক্ষার্থী আছে যাদের হয়তো খেলার সামগ্রি কিনে খেলাধুলা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। কিন্তু বিদ্যালয়ে যদি খেলাধুলার বিভিন্ন সরঞ্জাম থাকে তাহলে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারবে এবং স্কুল পালানোর হারও কমে আসবে। যারা টিফিন পিরিয়ডে বাড়ি চলে যেতে চায়, তারা খেলাধুলার আকর্ষণে আর বাড়ি যাবে না, পুরো সময়টায় স্কুলে থাকবে। ফলে খেলাধুলার সরঞ্জাম পাওয়ার ফলে স্কুলে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে;
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে যদি খেলাধুলার সরঞ্জাম পাওয়া যায় তাহলে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হবে। ছাত্ররা খেলাধুলার জন্য প্রতিদিন স্কুলে আসবে। যদি তাদের শরীর মন ভালো থাকে তাহলে আমাদের শিক্ষার প্রতি আরো আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
- ল্যাব যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি হবে। কারণ বর্তমানে বেশিরভাগ স্কুলে ল্যাব প্র্যাকটিক্যাল করা যায় না। ল্যাব ব্যবহার অনুপোযোগী। কিন্তু ল্যাব যন্ত্রপাতি স্কুলে বিদ্যমান থাকলে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্র্যাকটিক্যালগুলো করা যাবে। তার ফলে শুধু বই পড়ে থিওরি মুখস্থ করতে হবে না। বরং ল্যাবের মাধ্যমে হাতে কলমে সহজে ফলিত বিষয়ে ভালোভাবে জানতে পারবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আসলেই কী প্রতিক্রিয়া হয় তা সরাসরি বোঝা যাবে। এতে করে পড়ার প্রতি চাপ ও একঘেয়েমি

কমবে এবং পড়ায় আগ্রহ ও বৈচিত্র্য আসবে। আধুনিক জীবন বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই বিজ্ঞানবিষয়ক প্র্যাকটিক্যাল করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়া একেবারেই অর্থহীন। তাই ল্যাব যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পেলে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ বাড়বে;

- ল্যাব যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পেলে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। জীব বিজ্ঞান ল্যাবের বিভিন্ন মডেল যেমন চোখের, নাকের, কানের, দাঁতের, হৃদপিন্ডের মডেল দেখে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এছাড়া পদার্থ, রসায়ন এবং গণিত ল্যাবে গিয়ে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার শিখা যাবে। এতে করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
- ICT-র বিষয়টিতে এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা বাস্তবিক অর্থেই অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ, বর্তমানে স্কুলের বেশিরভাগ কম্পিউটারই নষ্ট। ১-২ টা কম্পিউটার দিয়ে এতগুলো শিক্ষার্থীর ক্লাস নেয়া অসম্ভব। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতভাবে ICT ক্লাস করতে পারে না। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়টি শুধু থিওরি পড়ে কিছুই বোঝা যায় না, যদি না হাতে কলমে সরাসরি কম্পিউটার ব্যবহার করা না হয়। এখন সর্বত্রই ICT নির্ভর। তাই এখান থেকে যদি ICT সম্পর্কিত শিক্ষা না পেয়ে যায় তাহলে পড়াশোনাতে অনেক অপূর্ণতা থাকবে এবং পড়াশোনাটাও পরিপূর্ণ হবে না। যা শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারবে না। তাই স্কুলে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা পাওয়ার পরে অবশ্যই শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার যথেষ্ট আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে;
- বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা পাওয়ার পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশুনার আগ্রহ বাড়বে। বিদ্যালয় কম্পিউটার থাকলে শিক্ষার্থীগণ বাইরের জগত সম্পর্কে বেশী বেশী জানতে পারবে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণ করতে পারবে। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য আমাদের পড়াশুনার আগ্রহ বাড়বে।
- নতুন হোস্টেলের ব্যবস্হা হলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। যেমন : যেসব শিক্ষার্থীদের বাড়ি অনেকটা দূরে এবং যেসব শিক্ষার্থীরা আর্থিকভাবে কিছুটা দুর্বল, সেইসব শিক্ষার্থীরা হোস্টেলে থেকে সহজেই তাদের পড়াশোনা সঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারবে, এতে করে প্রতিদিন স্কুলে যাওয়া-আসার কষ্ট ও খরচ দুটোই বাচঁবে। বিশেষ করে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী যারা তাদের সন্তানদের স্কুলে হোস্টেল থাকলে ভীষণ সুবিধা পাবে। কেননা বাবা-মা'দের বারবার বদলীর কারণে সন্তানদেরও বারবার স্কুল বদল করতে হয়। ফলে পড়াশোনার উপরে বিরাট প্রভাব পড়ে। নতুন স্কুল, নতুন শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী, নতুন পরিবেশ সব কিছুর সাথে মানিয়ে নিয়ে পড়াশোনা করাটাও খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু স্কুলে হোস্টেল থাকলে এই সমস্যা হতে সহজেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, তাদেরকে বারবার স্কুল বদল করতে হবে না। হোস্টেল থেকে এক স্কুল থেকেই পড়াটা সম্পূর্ণ করা যাবে। ফলে স্কুলে হোস্টেল সুবিধা থাকলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
- বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ফলে শিক্ষকগণের পাঠদান আগের চেয়ে অনেক সহজতর এবং বেশি সহায়ক ও আনন্দদায়ক হবে। কারণ মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ক্লাস করানো হলে পাঠ্যবিষয় অনেক সহজেই বুঝে নেয়া যাবে। ল্যাবে হাতে কলমে ব্যবহারিক ক্লাস করার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়গুলো সহজে ও তাড়াতাড়ি আয়ত্ত হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বাড়বে। এতে করে পড়ার প্রতি চাপও কমে আসবে। একই পড়া শুধুমাত্র থিওরি না বুঝে মুখস্থ করতে হবে না।
- উন্নত ও ভালোমানের স্কুলে সব শিক্ষার্থীরাই পড়াশোনা করতে চায়। ভালো শিক্ষক, ভালো পরিবেশ, এবং উন্নত ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন স্কুলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নিজেদেরকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই বিদ্যালয়ে সার্বিক উন্নয়নের ফলে অন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা এই স্কুলে চলে আসতে আগ্রহ প্রকাশ করবে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সরকারি স্কুলে আসন সংখ্যা সীমিত থাকার কারণে অন্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা এই স্কুলে আসতে চাইলেও সহজেই স্কুলে চলে আসতে পারবে না।

- সরকারি স্কুলে নাম মাত্র বেতনে পড়াশোনা করা যায়। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয় পড়াশোনা করার জন্য;
- সরকারি স্কুলে মানসম্পন্ন ও দক্ষ শিক্ষকগণের দ্বারা পাঠদান করানো হয়। আর বেসরকারি স্কুলগুলোতে শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে পাঠদান করানো হয়;
- সরকারি স্কুলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অধীনস্থ কর্মচারী সবার সন্তানরাই একসঙ্গে পড়াশোনা করে, ফলে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়, কারণ স্কুলে সবাই বন্ধু। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে সামাজিক status মেইনটেন করতে দেখা যায়;
- সরকারি স্কুলে মেধা বিকাশের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ থাকে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলে মেধা বিকাশের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৩.৩.৫ এফজিডির মাধ্যমে শিক্ষকদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফলাফল

নির্বাচিত ২০টি বিদ্যালয় থেকে ১২জন শিক্ষকের সমন্বয়ে গঠিত ২০টি দলের নিকট (২৪০জন শিক্ষক) থেকে এফজিডি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

- শ্রেণিকক্ষের সমস্যা সমাধান হবে;
- আইসিটি ল্যাবের ব্যবস্থা হবে;
- স্কুলের নিজস্ব লাইব্রেরির ব্যবস্থা হবে;
- অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে আধুনিক ক্লাস রুমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;
- প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা ল্যাব রুম থাকবে, যার ফলে একই রুমে সব বিষয়ের ল্যাব প্র্যাকটিকেল করতে হবে না, এতে করে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আরও আগ্রহ বাড়বে;
- একই ভবনে সকল সুবিধা থাকার দরুন মনিটরিং এর সুবিধা হবে;
- অনেক শিক্ষার্থী এখন একসঙ্গে বসে লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারবে;
- কম্পিউটার ল্যাব থাকার ফলে প্রযুক্তিগত শিক্ষার ব্যাপক ব্যবহার বাড়বে;
- অত্যাধুনিক ল্যাব যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে প্র্যাকটিক্যাল শিখন পদ্ধতি আরও সহজতর হবে।
- শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে;
- পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা নিশ্চিত হবে;
- ছাত্র ছাত্রী দের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে;
- গুণগত শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে;
- শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে;
- উন্নত পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্নত মানসিক চিন্তাধারা, এবং মানবিক ও সামাজিক বিকাশ বিকশিত হবে। যার ফলে লিঙ্গ বৈষম্য কমবে এবং উন্নত জাতি গঠনে সহায়ক হবে;
- অবশ্যই বর্তমান প্রকল্প বৈষম্য দূর করতে এবং গুণগত শিক্ষার মান বিস্তার করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে;
- পর্যাপ্ত ক্লাসরুম হলে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে সুবিধা হবে বিষয়ভিত্তিক ক্লাসগুলো নিয়মিত করা যাবে এতে গণিত এবং বিজ্ঞানের মত সাবজেক্ট গুলোতেও বেশি বেশি ক্লাস করতে পারবে, তাতে করে ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটতে সহায়তা করবে।
- কিছু সংখ্যক বৃক্ষ কাটা পড়বে যা বড় রকমের কোন পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটাবে না;
- নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে পরিবেশগত কোন রকমের সমস্যা হবে না। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত খালি জায়গা থাকায় ভবন নির্মাণে পরিবেশগত কোন বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি;

- নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে প্রচন্ড শব্দ দূষণের সৃষ্টি হয়েছিল,যার ফলে ক্লাস রুমে পাঠদান ব্যাহত হয়েছিল। সাময়িক সময়ের জন্য নিরাপত্তার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল, কারণ বিল্ডিং নির্মাণের সময় নিরাপত্তা বেষ্টনী দেয়া হয় নি, যার ফলে যে কোন সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। তবে পরিবেশগত কোন চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয় নি এবং পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়েনি।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সরকারি বিদ্যালয়ে উন্নয়ন কম হয়েছে;
- সরকারি বিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনের ঘাটতি;
- সরকারি বিদ্যালয়ে আইসিটি শিক্ষক এবং ধর্মীয় শিক্ষকের অভাব;
- বেসরকারি স্কুল একটি আলাদা পরিবেশ আর সরকারি স্কুল একটি আলাদা পরিবেশ;
- বেসরকারি স্কুল থেকে সরকারি স্কুলের সুবিধা অবশ্যই বেশি। এখানে শিক্ষার্থীদের বেতন কম;
- সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক থাকে;
- সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা খুবই নিরাপদে থাকে এখানে কোন ছেলে ঢুকতে পারে না এমনকি অভিভাবকগণও গেট পর্যন্ত আসতে পারে ভিতরে আসা নিষেধ শুধুমাত্র কোন সভা থাকলে বা কোন অভিভাবককে দরকার হলে ডেকে আনা হয়।
- বর্তমান প্রকল্প ছাত্রীদের জন্য অনেক পরিবেশ বান্ধব হবে, এতে করে পড়ালেখার মান বৃদ্ধি করবে, আগ্রহ সৃষ্টি করবে;
- ভবন চূড়ান্ত হলে লেখাপড়ার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে;
- সকল ধরনের শিক্ষার্থীরা পড়ার সুযোগ পাবে;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীগণ আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাবে;
- পূর্ণ স্মার্ট ক্লাস রুম এবং ICT ক্লাস, ল্যাব এর ব্যবহার নিশ্চিত, প্রাকটিক্যাল ইত্যাদি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করবে।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন হবে;
- শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে;
- ক্লাস রুম বৃদ্ধি পাবে;
- আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটবে;
- খেলাধুলার মান বৃদ্ধি পাবে;
- স্মার্ট ক্লাস রুম এবং ICT ক্লাস, ল্যাব এর ব্যবহার নিশ্চিত হবে।
- প্রকল্পের সবচেয়ে দুর্বল দিক হচ্ছে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা;
- ভবনের সামনের যে রেলিং দেওয়া হয়েছে তা তিন ফুট এর মত এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ শিক্ষার্থীরা রেলিং এর উপর উঠবে যদি রেলিংটা পাঁচ ফুট করে দেয়া হতো তাহলে এ ঝুঁকিটা হত না;
- বারান্দায় গ্রীল নেই, যে কোন মুহূর্তে শিক্ষার্থীরা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে;
- পয়:নিষ্কাশ ব্যবস্হা ভালো হয়নি;
- টিচার'স রুম শিক্ষক অনুপাতে অনেক ছোট;
- শিক্ষার্থীর শিক্ষার মানের উন্নয়ন হবে;
- অভিভাবকের আগ্রহ বাড়বে;
- বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;
- বিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে;
- লাইব্রেরি হবে, আসবাবপত্র আসবে। এতে করে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি পাবে।
- বাজেট ঘাটতি;

- দক্ষ শিক্ষকের ঘাটতি;
- দুর্বল মনিটরিং;
- যথাযথ পদে যদি উপযুক্ত ও দক্ষ কর্মী ও লোকবল না থাকে তাহলে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার সামগ্রি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে;
- পরিচ্ছন্নতা কর্মী না থাকার দরুন ৬তলা বিশিষ্ট ভবনটি ঠিকভাবে পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন করা ও নৈশপ্রহরী না থাকার দরুন নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করাও বড় চ্যালেঞ্জ;
- উর্ধ্বতনের হস্তক্ষেপ ও সুষ্ঠু তদারকি প্রয়োজন;
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর ভবন, যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার সামগ্রি সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফলোআপের ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- শক্তিশালী কমিটি থাকতে হবে এবং কমিটির কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করতে হবে;
- শূন্য পদে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল নিয়োগ করা অনতিবিলম্বে খুবই প্রয়োজন;
- জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে করতে হবে;
- বৈদ্যুতিক সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখতে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- দুর্ঘটনার হাত থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বাঁচার জন্য প্রত্যেক তলায় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র ও এলার্ম ব্যবস্থা রাখতে হবে;
- ইমার্জেন্সি exit gate এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৩.৩.৬ KII এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি

কেআইআই হিসেবে ১০টি জেলা হতে মোট ২০জন মুখ্য তথ্যদাতার নিকট হতে (১০জন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১০জন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অফিস) এবং ৩০টি উপজেলা হতে মোট ৮৫জন মুখ্য তথ্যদাতার নিকট হতে (৩০জন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ৩০জন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং ২৫জন পিআইও) নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হলো।

মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা সম্পর্কিত মতামত: উপরোল্লিখিত জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে মোট ১০৫জন মুখ্য তথ্য দাতার কাছ থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৮৫জন (৮১%) উত্তরদাতা মনে করেন প্রকল্পটি যথেষ্ট যৌক্তিক, ২০জন (১৯%) মনে করেন মোটামুটি যৌক্তিক (সারণি ৩.২৫)।

সারণি ৩.২৫: মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণ ও গুণগত বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
যথেষ্ট যৌক্তিক	৮৫ (৮১)
মোটামুটি যৌক্তিক	২০ (১৯)
মোট	**১০৫ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৭৯জন (৭৫%) উত্তরদাতার মতে প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ এবং ২৬জন (২৫%) উত্তরদাতার মতে প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ নয় (সারণি ৩.২৬) (চিত্র-৩.১১)।

সারণি ৩.২৬: প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
অগ্রগতি আশানুরূপ	৭৯ (৭৫)
অগ্রগতি আশানুরূপ নয়	২৬ (২৫)
মোট	**১০৫ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

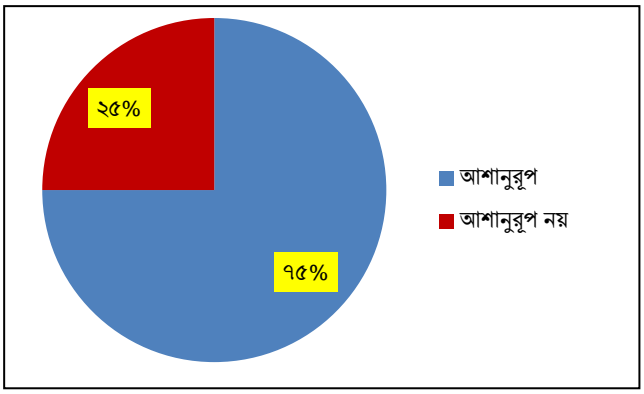

চিত্র ৩.১১: প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না সে সম্পর্কিত মতামত

নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কিত মতামত: নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৩% উত্তরদাতা মনে করেন নির্মাণ কাজের গুণগত মান খুব ভাল, ৩৪% মনে করেন ভাল, ২০% মনে করেন মোটামুটি ভাল এবং ১২% মনে করেন নিম্নমানের। মতামতের ভারযুক্ত গড় মান ২.৮৯ যা নির্মাণ কাজের গুণগত মান ভাল হিসেবে নির্দেশ করে (সারণি ৩.২৭)।

সারণি ৩.২৭: নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
খুব ভাল (৪)	৩৫ (৩৩.৩)
ভাল (৩)	৩৬ (৩৪.৩)
মোটামুটি ভাল (২)	২১ (২০.০)
নিম্নমানের (১)	১৩ (১২.৪)
মতামতের গড় মান	২.৮৯

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত: একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে যে সকল পরীক্ষা প্রয়োজন সেগুলো যথাযথভাবে হয়েছে কিনা তা অবহিতকরণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৫০% উত্তর দাতা বলেছেন তাদেরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে এবং বাকী ৫০% বলেছে যে, তাদেরকে এ বিষয়টি অবহিত করা হয়নি (সারণি ৩.২৮) (চিত্র-৩.১২)।

সারণি ৩.২৮: কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
অবহিত করা হয়েছে	৫২.৫ (৫০)
অবহিত করা হয় নাই	৫২.৫(৫০)
মোট	**১০৫ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ, ২০২৩।

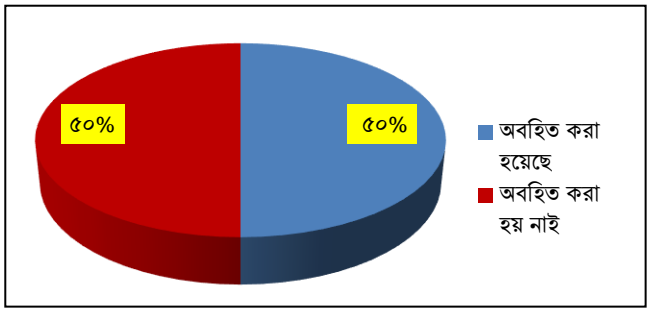

চিত্র-৩.১২: কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে যে সকল পরীক্ষা প্রয়োজন সেগুলো যথাযথভাবে হয়েছে মর্মে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত

গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত: গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামত থেকে দেখা যায় যে, ৪৬% উত্তরদাতা বলেছেন নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে এবং বাকী ৫৪% বলেছেন তাদেরকে অবহিত করা হয়নি (সারণি ৩.২৯) (চিত্র-৩.১৩)।

সারণি ৩.২৯: গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
অবহিত করা হয়েছে	৪৮ (৪৬)
অবহিত করা হয় নাই	৫৭(৫৪)
মোট	**১০৫ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা মার্চ, ২০২৩।

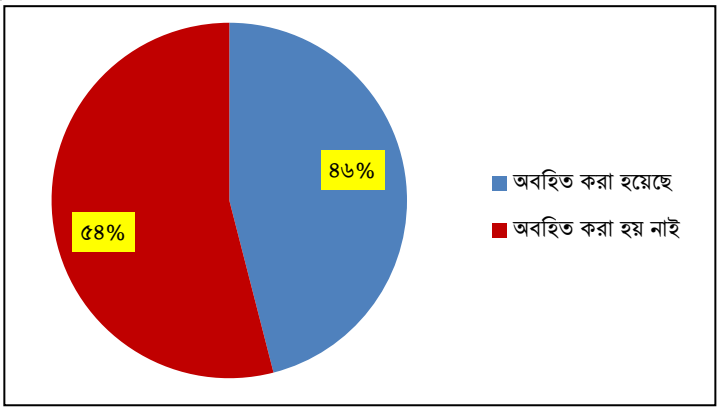

চিত্র-৩.১৩: গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে অবহিতকরণ সম্পর্কিত মতামত

প্রকল্পের অগ্রগতি মাঠপর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য আহবান করা সম্পর্কিত মতামত: প্রকল্পের অগ্রগতি মাঠপর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য আহবান করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত মতামত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ৫১% বলেছেন তাদেরকে আহবান করা হয়েছে এবং ৪৯% বলেছেন তাদেরকে আহবান করা হয়নি।

নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত মতামতঃ নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত প্রাপ্ত মতামত থেকে দেখা যায় যে, ৩৩% বলেছেন নির্মাণ কাজের গুণগতমান খুব ভাল, ৩৪% বলেছেন ভাল, ২৪% বলেছেন মোটামুটি ভাল এবং ৯% বলেছেন নিম্ন মানের। প্রাপ্ত মতামতের গড় মান ২.৯২ অর্থাৎ বলা যায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের গুণগতমান ভাল (সারণি ৩.৩০)

সারণি ৩.৩০: নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
খুব ভাল (৪)	৩৫ (৩৩)
ভাল (৩)	৩৬ (৩৪)
মোটামুটি ভাল (২)	২৫ (২৪)
নিম্নমানের (১)	৯ (৯)
মতামতের গড় মান	২.৯২

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩

নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য টিম/কমিটি গঠন সম্পর্কিত মতামত: নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য টিম/কমিটি গঠন সম্পর্কিত মতামত থেকে দেখা যায় যে, ৫৩% বলেছেন নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য টিম/কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বাকী ৪৭% বলেছেন নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য টিম/কমিটি গঠন করা হয়নি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট প্রতিকূলতা সম্পর্কে মতামত: প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে প্রাপ্ত মতামত থেকে দেখা যায় যে, ২০% উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্প বাস্তবায়নের

ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাকী ৮০% বলেছেন কোন প্রকার প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়নি (সারণি ৩.৩১) (চিত্র-৩.১৪)।

সারণি ৩.৩১: প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে মতামত

মতামতের ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা (শতকরা হার)
প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে	২১ (২০)
প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয় নাই	৮৪(৮০)
মোট	**১০৫ (১০০)**

সুত্র: মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩।

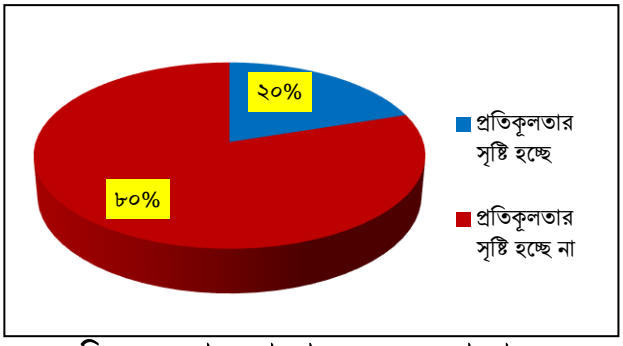

চিত্র-৩.১৪: প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে মতামত

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে যে ধরনের প্রতিকূলতার সৃষ্টি হচ্ছে সে সম্পর্কিত মতামত: মুখ্য তথ্যদাতাদের নিকট থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে যে ধরনের প্রতিকূলতার কথা জানা গিয়েছে তার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

- ঠিকাদারের গাফিলতি;
- জমি সংক্রান্ত ঝামেলা/জটিলতা;
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে বাজেটের সাথে সামঞ্জস্য হচ্ছে না;
- নির্মাণ সামগ্রি আনা নেয়ার কাজেও কিছু সমস্যা সৃষ্টি হওয়াতে নির্মাণ কাজে বিলম্ব হয়;
- পুরাতন স্থাপনা ও গাছ-পাল অপসারণ সংক্রান্ত জটিলতা;
- বারবার ঠিকাদার বদল হওয়া;
- নতুন ভবন তুলতে গেলে পুরনো ভবন ভাঙতে হবে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয় না;
- করোনা পরিস্থিতির শিকার।

নির্মাণ কাজ মানসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত পরামর্শঃ

- সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে;
- স্কুল কমিটির একজন সদস্যকে তদারকি কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে;

৩.৩.৭ কেইস স্টাডির ফলাফল

সাতটি কেইস স্টাডির সার-সংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো এবং বিস্তারিত **পরিশিষ্ট-২**-এ প্রদান করা হলো।

কেইস স্টাডি-১

রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে এ প্রকল্পের অধীনে নির্মিত ভবনের কাজ জুন'২০২৩ এর প্রথম সপ্তাহে সমাপ্ত হবে বলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করছেন। ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষ সুবিধা, নতুন রূপে পাঠাগার, নতুন সাজে ল্যাবরেটরি, সেই সাথে আধুনিক ডিজিটাল ল্যাব সম্বলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের আরও উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলবে।

কেইস স্টাডি-২

মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় টংগীতে একমাত্র সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকার সুশিক্ষার মডেল আইকন প্রতিষ্ঠান। নব নির্মিত তিনতলা এ ভবনটি প্রথম ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে ২০২৩ সালের এসএসসি বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে, যা ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের আশা পূরণে সহায়ক হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৩

চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবেশমুখে গেটের অবস্থা একদম ভাল না। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই স্কুলের পাশের উপজেলা থেকে যেমন: কুতুবদিয়া থেকে ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য আসে। তাদের জন্য কোন হোস্টেলের ব্যবস্থা নাই। তারা মেস করে ভাড়া বাসায় থাকে। খেলাধুলার সামগ্রি অফিস রুমে থাকে। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য দেওয়া হয়। এছাড়া ছাত্রদের খেলতে দেওয়া হয় না।

কেইস স্টাডি-৪

সরকারি সুফিয়া এ. আই. খান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং কক্ষ পাওয়া যাবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং করানো সম্ভব হবে। শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকের সাথে সভা করার সুযোগ হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা হলে খুবই ভাল হবে। প্রতি ফ্লোরে টয়লেট এবং পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা হওয়াতে মেয়েরা আরও খুশি। কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৫

ঠিকাদার রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করেছেন এবং প্রায় ৪০% কাজ শেষ হয়েছে। করোনার সময় কাজ বন্ধ রাখা হয়। রুমা উপজেলা চট্টগ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে এবং পাহাড়ী পথ, ফলে বিদ্যালয় নির্মাণের দ্রব্য সামগ্রি পরিবহন খরচ বেশি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং দ্রব্য সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার কাজ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ রেখেছেন। বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ সীমিত থাকায় (নেই বললেই চলে), শিক্ষার্থীরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিত্যক্ত ভবনে ক্লাস করছে ফলে প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

কেইস স্টাডি-৬

বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নয়ন কাজ করোনাকালীন সময়ে সাময়িক বন্ধ থাকলেও বর্তমানে দ্রুতই বাস্তবায়িত হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের বৃদ্ধির ফলে আইসিটি ক্লাস নিয়মিত করার সুযোগও বৃদ্ধি পাবে। এসএসসি ২০২৩ এর আসন বিন্যাস সহজ হবে ফলে শিক্ষার্থীরা ভাল ভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে।

কেইস স্টাডি-৭

দহগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থী অনেক সমস্যার সম্মুখীনসহ নিয়মিত পাঠদান থেকে বিরত থাকছে। এটি এই স্কুলের জন্য একটি অন্যতম কারণ। শিক্ষক সংকট থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বেগ পেতে হচ্ছে। বড় খেলার মাঠ না থাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। মাঠটি সমতল নয়। একটু বৃষ্টি হলে পানি জমে থাকে, কাদার সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা চলাচলসহ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ সীমানা প্রাচীর না থাকায় অবাধে গরু, ছাগল, গাড়ি ইত্যাদি চলাচল করে। শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার অভাবে ভোগে, বহিরাগত মানুষজন অবাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সীমানা প্রাচীর দরকার। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ একেবারেই নগন্য। এই বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক দিয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস পরিচালনা করতে হয়। এই স্কুলে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল যথেষ্ট পরিমাণে নেই। সেক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার সময় উপজেলা পর্যায় থেকে ভাড়া করে নিতে হয়। সরকারিভাবে নির্ধারিত থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী এই স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। যেহেতু গ্রামের মাঝে একটি সরকারি স্কুল তাই এখানে টার্গেট থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী অন্য জায়গায় বা প্রাইভেট স্কুলে পড়তে বাধ্য হয়। কম্পিউটার কক্ষ ছোট থাকার কারণে ছেলে মেয়েদের এক সংগে শিখতে হয়। এই কম্পিউটার বা ল্যাবগুলো অনেক আগের পুরাতন। নতুন ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষার সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করা হলে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার আগ্রহ বাড়বে এবং শিক্ষার গুণগতমান বাড়বে।

৩.৪ স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি

বিগত ৩মে ২০২৩ তারিখ রোজ বুধবার বেলা ১২ ঘটিকায় চুনারুঘাট উপজেলা, হবিগঞ্জ এর সম্মেলন কক্ষে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএমইডি-র অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ জেলার শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর এর নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব আরিফুল ইসলাম খান, সভাপতিত্ব করেছেন চুনারুঘাট উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সিদ্ধার্থ ভৌমিক, আইএমইডি'র ও অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজার বাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ এবং এল আর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, বানিইয়াচং, হবিগঞ্জ এর শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দসহ মোট ৩২ জন উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সেবাগ্রহণকারীরা নতুন বিদ্যালয় ভবনে ক্লাস করবে বলে খুবই খুশি। তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞ্যাপন করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেন:

আলোকচিত্র ৪: স্থানীয় কর্মশালা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ

- প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বসার জায়গা হবে;
- বিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন নির্মাণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করছেন;
- রাজার বাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এর বাস্তব অগ্রগতি ৯০% এর উপরে;
- এল আর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এর বাস্তব অগ্রগতি ৯৫% এর উপরে;
- দক্ষ ঠিকাদার ও শ্রমিকের অভাব এবং মালামাল পরিবহনের সমস্যা রয়েছে; এবং
- রাজার বাজার বিদ্যালয়ের দরজা-জানালা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি, সিড়ির টাইলস সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।

৩.৫ নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের ফলাফল

বিগত ২০/০৩/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির অনুমোদিত কার্যবিবরণীর ৩.১০ সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্মাণ কাজের ও নির্মাণ উপকরণের গুণগত মান যাচাই-এর জন্য নমুনা হিসেবে ২০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ উপকরণের ল্যাবটেস্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি ১০টি জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ টেস্টই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য মানসম্মত প্রতিষ্ঠান হতে করা হয়েছে। প্রায় প্রতিটি টেস্ট কার্যই সম্পন্ন করতে ন্যূনতম বেশকিছু সময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সময়ের স্বল্পতার কারণে পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের নিজ

ব্যবস্থাপনায় কোন টেস্ট করা হয়নি। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

(১) একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় ভূমি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য: মাটি ভরাটের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল কম্প্যাকশন করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল কম্প্যাকশন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই মাটি ভরাট ও কোন ধরনের কম্প্যাকশন করার প্রয়োজন হয়নি।

(২) নির্মিত/নির্মিয়মান ভবনটি ডিজাইন এবং ড্রইং অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে/হচ্ছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলা ফলঃ

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, ভবনটির ডিজাইন এবং ড্রইং সাইটে সংরক্ষিত আছে;
- ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে সবক্ষেত্রেই মাটির পরীক্ষা (sub soil investigation) করা হয়েছে;
- পরিকল্পনার সাথে ভবনগুলোর ডিজাইন এবং ড্রইং-এর কোন ডেভিয়েশন নেই;
- ভবনগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন রকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি;
- ভবনগুলোর অবস্থান, আয়তন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি ডিজাইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে/হচ্ছে।

(৩) ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ঠিকমত সম্পাদিত হয়েছে কি না প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত ফলাফল:

- নির্মাণ কাজ চলাকালীন মাঠ পর্যায়ে পাইল লোড টেস্ট, সিলিন্ডার টেস্ট, কিউব টেস্ট এবং রড, বালু ও সিমেন্টের গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়েছে।
- বেশীর ভাগ ল্যাব টেস্ট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে করা হয়েছে।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলিন্ডার/কিউব টেস্টের ডকুমেন্টেশন আছে এবং টেস্ট রিপোর্টের সকল নথিপত্র অফিসে সংরক্ষিত আছে। কোন টেস্ট রেজাল্ট স্পেসিফিকেশনে বর্ণিত মান অনুযায়ী ফেল করেনি।

(৪) প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা: অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা রয়েছে যেগুলো ব্যবহারোপযোগী।

(৫) বিদ্যুৎ সরবরাহ: সব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে।

(৬) পানি সরবরাহ: অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৭) পয়ঃব্যবস্থাপনা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়।

(৮) বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা: অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করা হয়ে থাকে।

(৯) স্যানিটারি সামগ্রির গুণগতমান: বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সামগ্রির ক্রয় করা হয়েছে যেগুলোর গুণগতমান ভাল।

(১০)বিদ্যুৎ সরঞ্জামাদির গুণগতমান: বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিদ্যুৎ সামগ্রির ক্রয় করা হয়েছে যেগুলোর গুণগতমান ভাল।

(১১) ভবনের জলছাদের কাজ হয়েছে কি না: কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়নি। জলছাদের গুণগতমান সন্তোষজনক।

৩.৬ ক্রয় কার্যক্রম: পূর্ত কাজ ক্রয় সংক্রান্ত কেইস স্টাডি

পূর্ত কাজ ক্রয়ের বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য নমুনা হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি প্রশাসনিক বিভাগ হতে একটি করে ৮টি বিভাগ হতে মোট ৮টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নির্মিয়মান একাডেমিক ভবনের পূর্ত কাজ ক্রয়ের কেইস স্টাডি সম্পাদন করা হয়। নিম্নে কেইস স্টাডিগুলোর ফলাফল উল্লেখ করা হলো। ৮টি কেইস স্টাডির বিস্তারিত তথ্য পিপিআর ২০০৮এ উল্লেখিত মনিটরিং শীটে (১৮কলাম বিশিষ্ট শীট) সারণি **৩.১৮**-এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৩.৩২: প্যাকেজভিত্তিক ক্রয় কার্যকমের কেইস স্টাডির বিস্তারিত তথ্য

প্যানং : :	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য এবং দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য(লক্ষ)) টাকা	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুঃ কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পূর্ত কাজ (নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ)																	
প্যাকেজ নং Habi/Bani/W-307	প্রাক্কলিত	বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM (NCT)	HOPE	৭১৭.৭০	৫৭৫.৭৯	০.৫% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	সাইটে টিনসেড বিল্ডিং এবং গাছ থাকায় কাজ শুরু করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যায় এবং কোভিড-১৯-এর জন্য কাজ বন্ধ ছিল।
										সময়	-	-	-	-	-	-	
	প্রকৃত	বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM (NCT)	HOPE	৫৭৮.৬৮			তারিখ	৯.৭.২০১৯	৩.৯.২০১৯	৯.৯.২০১৯	-	৯.৯.২০২১	চলমান	
										সময়	-	৫৫দিন	৬দিন	৬১দিন	৭৩০দিন		
প্যাকেজ নং Ctg/Pat/W-44	প্রাক্কলিত	আব্দুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM (NCT)	HOPE	৭১৭.৭০	৬০৯.২৫	৩.৫০% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	-	-	-		-	
	প্রকৃত	আব্দুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২৬১১ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৬৩১.৩৫			তারিখ	১১.১.২০২১	৯.৬.২০২১	১৬.৬.২০২১	-	২.৬.২০২৩	চলমান	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তের মেয়াদ শেষ হয়নি
										সময়	-	১৪৮দিন	৭দিন	১৫৫দিন	৭০৬দিন		
										সময়	-	-	-	-	-	-	
প্যাকেজ নং	প্রাক্কলিত	কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়,	টি	১ (২৪৭৪	OTM	HOPE	৭৯৪.৩০	৬১৭.৬৮	১২.৭৪% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত

প্যানং :	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য এবং দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য(লক্ষ)) টাকা	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
Netra/Kend/W-175		কেন্দুয়া-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ		বর্গমিটার)						সময়	-	-	-	-	-	-	মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
	প্রকৃত	কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়া-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২৪৭৪ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৭০৭.৮৭			তারিখ	৩.৯.২০২০	১৭.২.২০২১	১১.৩.২০২১	-	১১.৯.২০২২	চলমান	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	১৮০দিন	২২দিন	২০২দিন	৫৪০দিন		
প্যাকেজ নংBhola/Toj W-10	প্রাক্কলিত	ফজিলাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তজুমুদ্দিন, ভোলা-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১২২১ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৪৪৩.০	৩৩৩.৮২	১০% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	-	-	-	-	-	
	প্রকৃত	ফজিলাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তজুমুদ্দিন, ভোলা-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১২২১ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৩৭০.৯২			তারিখ	১৩.১০.২০১৯	১০.২.২০২০	২৪.২.২০২০	-	২৩.২.২০২২	চলমান	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	১১৩দিন	১৪দিন	১২৭দিন	৬৬০দিন		
প্যাকেজ নং Pancha/Debi W-279	প্রাক্কলিত	নিপেন্দ্র নারায়ণ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দেবিগঞ্জ, পঞ্চগড়-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৭১৭.৭.০	৫২০.৮১	৯.৮৫% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	-	-	-	-	-	
	প্রকৃত	নিপেন্দ্র নারায়ণ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দেবিগঞ্জ, পঞ্চগড়-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	e-GP	HOPE	৫৭৭.৭০			তারিখ	২৯.৪.২০১৯ (সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইট)	১৯.৮.২০১৯	২৮.৮.২০১৯	-	২৮.৮.২০২১	চলমান	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	১৪১দিন	১৪দিন	১৫৪দিন	৭২০দিন		

প্যানং :	পর্যায়	প্যাকেজ বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাঃ মূল্য এবং দাপ্তরিক মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি মূল্য(লক্ষ)) টাকা	পার্থক্য (%)	তারিখ ও সময় (দিন)	দরপত্র আহ্বান	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত মোট সময়	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষের তারিখ	প্রকৃত কাজ শেষের তাঃ	মন্তব্য
প্যাকেজ নং Jess/Moni/W-201	প্রাক্কলিত	মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মনিরামপুর, যশোর-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১২২১ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৪৩৩.০০	৩১১.১৯	১০% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজ বন্ধ ছিল।
										সময়	-	-	-	-	-	-	
	প্রকৃত	মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মনিরামপুর, যশোর-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১২২১ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৩৪৫.৭৭			তারিখ	৩০.৯.২০১৯	১৩.৭.২০২০	২২.৭.২০২০	-	২১.৭.২০২২	চলমান	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	২৮৩দিন	৯দিন	২৯২দিন	৫১০দিন		
প্যাকেজ নং Raj/Bag/W-01	প্রাক্কলিত	ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহীর-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৭১৭.৭০	৬১৭.৬৮	১০% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	-	-	-	-	-	
	প্রকৃত	ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহীর-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (২১৬৬ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৬৮৬.৩১			তারিখ	৩.৬.২০২০	১৯.১১.২০২০	৩.১২.২০২০	-	১.৬.২০২২	চলমান	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	১৬৯দিন	১৪দিন	১৮৩দিন	৫৪০দিন		
প্যাকেজ নংMunsi/Shre/W-471	প্রাক্কলিত	সুফিয়া এ, আই, খান বালিকা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১৯০৫ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৬৪৬.০০	৪৯৪.৬৯	১.৫০% কম	তারিখ	জানু. ২০১৮	-	আগস্ট ২০১৮	-	ডিসেম্বর ২০২০	-	চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদে কাজ শেষ হয়নি
										সময়	-	-	-	-	-		
	প্রকৃত	সুফিয়া এ, আই, খান বালিকা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ	টি	১ (১৯০৫ বর্গমিটার)	OTM	HOPE	৫০২.২৩			তারিখ	২৫.৯.২০১৯	১০.১২.২০১৯	২৬.১২.২০১৯	-	২৫.৬.২০২১	চলমান	করোনা পরিস্থিতির কারণে কাজ বন্ধ ছিল।
										সময়	-	৭৫দিন	১৬দিন	৯১দিন	৫৪৫দিন		

কেইস স্টাডি-১ (প্যাকেজ নং Habi/Bani/W-307)

প্যাকেজ নং Habi/Bani/W-307-এর আওতায় সিলেট বিভাগের বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ২১৬৬ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৭১৭.৭০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৫৭৮.৬৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর দুটি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র দুটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৫৭৮.৭৯ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ০.৫০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ৯.৭.২০১৯ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ৩.৯.২০১৯ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ৯.৯.২০১৯ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ৫৫দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ৬দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ৯.৯.২০২১ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৭৩০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ চলমান এবং ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮০%কাজ শেষ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত না হওয়ার কারণ হলো সাইটে টিনসেড বিল্ডিং এবং গাছ থাকায় সেগুলো সরিয়ে সাইট ঠিক করে ঠিকাদারের ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করতে প্রায় এক বছর সময় লেগে যায় এবং কোভিড-১৯-এর জন্য কাজ বেশ কিছু দিন বন্ধ ছিল।

কেইস স্টাডি-২ (প্যাকেজ নং Ctg/pat/W-৪৪)

প্যাকেজ নং Ctg/pat/W-৪৪-এর আওতায় চট্রগ্রাম বিভাগের আব্দুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পটিয়া, চট্টগ্রাম-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ২১৬৬.৭৮ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৭১৭.৭০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৬৩১.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর দুটি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র দুটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৬০৯.২৫ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৩.৫০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works১) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় আব্দুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ১১.১.২০২১ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ৯.৬.২০২১ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ১৬.৬.২০২১ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ১৪৮দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ৭দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২.৬.২০২৩

তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৭০৬দিনের মধ্যে শেষ করার কথা। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০% শেষ হয়েছে। চুক্তিতে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী কাজ চলমান।

কেইস স্টাডি-৩ (প্যাকেজ নং Netra/Kend/W-175)

প্যাকেজ নং Netra/Kend/W-175-এর আওতায় ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দুয়া জয়হরি স্প্রাই সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ২৪৭৪ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৭৯৪.৩০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৭০৭.৮৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর দুটি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র দুটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৬১৭.৬৮ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১২.৭৪% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় আব্দুর রহমান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ৩.৯.২০২০ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১৭.২.২০২১ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ১১.৩.২০২১ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ১৮০দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ২২দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ১১.৯.২০২২ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৫৪০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫% শেষ হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৪ (প্যাকেজ নং Bhola/Toj/W-10)

প্যাকেজ নং Bhola/Toj/W-10-এর আওতায় বরিশাল বিভাগের ফজিলাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তজুমুদ্দিন, ভোলা-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৫তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ১২২১ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৪৪৩.০০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৩৭০.৯২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর ৬টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র ৬টি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৩৩৩.৮২ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০.০০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ফজিলাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ১৩.১০.২০১৯ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১০.২.২০২০ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ২৪.২.২০২০ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ১১৩দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ১৪দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২৩.২.২০২২ তারিখের মধ্যে

অর্থাৎ মোট ৬৬০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭০% শেষ হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৫ (প্যাকেজ নং Pancha/Debi/W-279)

প্যাকেজ নং Pancha/Debi/W-279-এর আওতায় রংপুর বিভাগের নিপেন্দ্র নারায়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ২১৬৬ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৭১৭.৭০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৫৭৭.৭০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর ৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র ৩টি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৫২০.৮১ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৯.৮৫% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় নিপেন্দ্র নারায়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ২৯.৪.২০১৯ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১৯.৮.২০১৯ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ২৮.৮.২০১৯ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ১৪১দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ১৪দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২৮.৮.২০২১ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৭২০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৮২% শেষ হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৬ (প্যাকেজ নং Jess/Moni/W-201)

প্যাকেজ নং Jess/Moni/W-201-এর আওতায় খুলনা বিভাগের মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মনিরামপুর, যশোর-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৫তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ৪৩৩.০০ বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৩৪৫.৭৭ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৩১১.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর ৫টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র ৫টি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৩১১.১৯ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০.০০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় মনিরামপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ৩০.৯.২০১৯ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১৩.৭.২০২০ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ২২.৭.২০২০ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ২৮৩দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ৯দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২১.৭.২০২২ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৫১০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি

চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৭৬% শেষ হয়েছে। কাজ বিলম্বের কারণ হিসেবে করোনার প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে।

কেইস স্টাডি-৭ (প্যাকেজ নং Raj/Bag/W-01)

প্যাকেজ নং Raj/Bag/W-01-এর আওতায় রাজশাহী বিভাগের ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ২১৬৬বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৭১৭.৭০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৬৮৬.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর ৮টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্র ৮টি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক সর্বনিম্ন দরদাতাকে ৬১৭.৬৮ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০.০০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ৩.৬.২০২০ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১৯.১১.২০২০ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ৩.১২.২০২০ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ১৬৯দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ১৪দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ১.৬.২০২২ তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৫৪০দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৫% শেষ হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৮ (প্যাকেজ নং Munsi/Shre/W-471)

প্যাকেজ নং Munsi/Shre/W-471-এর আওতায় ঢাকা বিভাগের সরকারি সুফিয়া এ.আই খান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ-এর নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মিয়মান ৬তলা একাডেমিক ভবনের মোট আয়তন ১৯০৫বর্গমিটার। ভবনটি নির্মাণের জন্য পূর্ত কাজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়া (OTM-NCT) অনুসরণের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং বাস্তবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। ভবনটি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে মোট ৬৪৬.০০ লক্ষ টাকা বাজেট উল্লেখ ছিল। কিন্তু দরপত্র আহবানের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণে ভবনটির নির্মাণ ব্যয় ৫০২.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলন করা হয় এবং পত্রিকায় টেন্ডার আহবান করার পর ১টি দরপত্র পাওয়া যায়। দরপত্রটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় খোলা ও মূল্যায়নপূর্বক দরদাতাকে ৪৯৪.৬৯ লক্ষ টাকায় (প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১.৫০% কমে) কার্যাদেশ দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ডিপিপিতে সকল নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (Works1) কাজের দরপত্র আহবান জানুয়ারি ২০১৮, চুক্তি স্বাক্ষর আগস্ট ২০১৮ এবং নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে সম্পাদনের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুর হতে এক বছর চার মাসের অধিক সময় লেগে যায় বলে আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করা হয় ২৫.৯.২০১৯ তারিখে, NOA প্রদান করা হয় ১০.১২.২০১৯ তারিখে এবং চুক্তি সম্পাদিত হয় ২৬.১২.২০১৯ তারিখে। দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে NOA প্রদান পর্যন্ত মোট ৭৫দিন সময় লেগেছিল। NOA প্রদান থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ২৮দিন সময় ব্যয় করার বিধান রয়েছে। আলোচ্য প্যাকেজে ১৬দিনের মধ্যেই ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ ২৫.৬.২০২১

তারিখের মধ্যে অর্থাৎ মোট ৫৪৫দিনের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত কাজ শেষ হয়নি, কাজটি চলমান। বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ ২৫ এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৫৫% শেষ হয়েছে। করোনার প্রভাবকে কাজে বিলম্ব হওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্বাচিত ৮টি বিদ্যালয়ের প্রতিটিতেই নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান, কোনটির কাজই চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সমাপ্ত হয়নি। নির্মাণ কাজ যথাসময়ে শেষ না হওয়ার মূল কারণ হলো ঠিকাদারদের গাফিলতি, নির্মাণ সামগ্রির ঊর্ধ্বমূল্য এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাব।

উপরোক্ত ৮টি কেইস স্টাডিসহ অন্যান্য মোট ২০টি সরকারি বিদ্যালয়ের কার্য ক্রয় (নতুন একাডিমিক ভবন নির্মাণ এবং ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ) সংক্রান্ত পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানার জন্য ১০টি জেলায় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক পর্যবেক্ষণগুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

- প্রতিটি কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে OTM এবং e-GP অনুসরণ করা হয়েছে;
- প্রতিটি ক্ষেত্রেই দরপত্র আহবানের নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ রয়েছে;
- OTM এবং e-GP'র ক্ষেত্রে পত্রিকা এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- দরপত্র গ্রহণ এবং খোলার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ রয়েছে;
- প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা সর্বোচ্চ ৮টি থেকে সর্বনিম্ন ১টি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- দরপত্র মূল্যায়ন এবং নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদানের সুনির্দিষ্ট তারিখ রয়েছে;
- প্রতিটি ক্ষেত্রেই HOPE হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দরপত্রগুলোর অনুমোদন দিয়েছেন;
- প্রতিটি কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই কার্যের প্রাক্কলিত ও দাপ্তরিক মূল্য এবং প্রকৃত চুক্তিমূল্য উল্লেখ রয়েছেন।
- প্রাক্কলিত ও চুক্তি মূল্যের ভ্যরিয়েশনের বিষয়টি যথাযথভাবে উল্লেখ রয়েছে।
- উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ, কর্ম সম্পাদনের অনুমোদিত কাল এবং কার্যাদেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের তারিখ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে;
- অধিকাংশ কার্যগুলো এখনও চলমান;
- বাস্তবে কার্য সম্পাদনের তারিখ উল্লেখ রয়েছে;
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের ধীর গতির কারণ হিসেবে করোনা পরিস্থিতি ও ঠিকাদারের গাফলতির কথা উল্লেখ রয়েছে;
- চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ, চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ এবং চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ যথাযথভাবে উল্লেখ রয়েছে;
- পিডি ও নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর চূড়ান্ত বিল অনুমোদন করেন।

মোট ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ বিষয়ক পূর্ত কাজের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি পূর্ত কাজই পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান প্রতিপালন করা হয়েছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের পূর্ত কাজের দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্যায়ন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ডিপিপিতে বর্ণিত ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, কোন প্রকার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

ডিপিপিতে উল্লেখিত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি এবং মোটরযান ক্রয় ইতোমধ্যে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ অনুসরণে সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য ৩টি জীপ ও একটি মাইক্রোবাস ডিপিএম পদ্ধতিতে সংবিধিবদ্ধ

প্রতিষ্ঠান, প্রগতি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের জন্য উপরিল্লিখিত আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি, বইপুস্তক ও রেফারেন্স সামগ্রি, খেলাধুলার সামগ্রি, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, তৈজসপত্র ইত্যাদি কোন কিছুই এখন পর্যন্ত ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। এগুলো ক্রয় করতে না পারার প্রথম কারণ হলো প্রকল্প শুরুর বিলম্ব এবং পরবর্তীতে প্রকল্প সংশোধন করার সিদ্ধান্ত।

৩.৭ অডিট কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ ক্রয়কার্যক্রম এখন পর্যন্ত সম্পন্ন হয় নাই। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য তিনটি জিপ গাড়ি ও একটি মাইক্রো বাস ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রগতি মটরস থেকে ক্রয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং উর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়নি এবং এ কাজগুলো জেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় চলমান। এ সকল কার্যক্রমের উপর এখন পর্যন্ত কোন প্রকার অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি। তবে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সনে কার্য, পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীর বিল হতে মুসক কর্তন না করায় ৫,৫৬,৯৪৩.০০ টাকার একটি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যা জবাব ও প্রমাণক এর আলোকে নিষ্পত্তি হয়েছে। শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির চিঠি **পরিশিষ্ট ৫-এ সংযুক্ত** করা হয়েছে।

৩.৮ উদ্দেশ্য অর্জন

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ, উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়, উদ্দেশ্য অর্জন না হওয়ার কারণসমূহ নিম্নে লগফ্রেম অনুসরণ করে ছক আকারে (সারণি ১৮) প্রদান করা হলোঃ

সারণি ৩.১৯: লগ ফ্রেম অনুসরণে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন বিশ্লেষণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়	উদেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হওয়ার কারণ
<u>প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Program Goal):</u> সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।	• ২০২১ সালের মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি; • ২০২১ সালের মধ্যে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সামর্থ্য বৃদ্ধি।	• সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি আংশিক বৃদ্ধি পেয়েছে। ভৌত সুবিধাদি তথা প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য নতুন একাডেমিক ভবন এবং বিদ্যমান ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজের মাত্র ৩৫% সম্পাদিত হয়েছে (নতুন একাডেমিক ভবন সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছে ২টি এবং বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ হয়েছে ৭৪টি)। বিধায়, সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি পুরোপুরি বৃদ্ধি পায়নি; • সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সামর্থ্য এখও বৃদ্ধি পায়নি।	• প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণের কাজ প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বিলম্বে শুরু হয়েছে বলে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। • ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকের পদ সৃজন ও শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার আধুনিক উপকরণ এবং বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি বিতরণ ইত্যাদি এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি বলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সামর্থ্য এখও বৃদ্ধি পায়নি।
<u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য (Project Purpose)</u> আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির চাহিদা পূরণ করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।	• সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি বলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির চাহিদা পূরণ হয়নি।	• প্রকল্পের আওতায় অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান ভবন সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়নি, নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হযনি এবং শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি বলে এ উদ্দেশ্য পুরণ হয়নি।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ বৃদ্ধি করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে একাডেমিক ভবনের সংখ্যা বৃদ্ধি; • ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, পুস্তক, রেফারেন্স সামগ্রি, খেলাধুলার সামগ্রি ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি।	• একাডেমিক ভবনের সংখ্যা অতি স্বল্প সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে। • বিদ্যালয়গুলোতে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, পুস্তক, রেফারেন্স সামগ্রি, খেলাধুলার সামগ্রি ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি।	• বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে বটে কিন্তু ভবনগুলোতে এখন পর্যন্ত একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়নি এবং শিক্ষার আধুনিক উপকরণ বিতরণ করা সম্ভব হয়নি বলে এ উদ্দেশ্য পুরণ হয়নি।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা;	• ২০২১ সালের মধ্যে প্রতি বছর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭৬,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীসহ মোট ২,৮২,০০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি	• প্রতি বছর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৭৬,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীসহ মোট ২,৮২,০০০ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি	• যেহেতু এখন পযর্ন্ত প্রকল্পের আওতায় ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি, শিক্ষার আধুনিক উপকরণ এবং বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি বিতরণ করা সম্ভব হয়নি সেহেতু,

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	উদ্দেশ্য অর্জনের পর্যায়	উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন না হওয়ার কারণ
	করা।	হয়নি।	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী বিশেষ করে বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নে আগ্রহী শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।
সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।	• উন্নত শিক্ষার পরিবেশ; • ভাল একাডেমিক ফলাফল।	• উন্নত শিক্ষার পরিবেশ এখনও সৃষ্টি হয়নি; • ভাল একাডেমিক ফলাফল এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।	• যেহেতু এখনও শিক্ষার আধুনিক উপকরণ এবং বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি বিতরণ করা সম্ভব হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি সেহেতু, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।
আউটপুট (Output) • একাডেমিক ভবন; • হোস্টেল; • সীমানা প্রাচীর।	• ২০২১ সালের মধ্যে ৩২০টি বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মিত হবে; • ১২৫টি বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত হবে; • ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হোস্টেল নির্মিত হবে।	• নতুন একাডেমিক ভবন সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছে মাত্র ২টি; • বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ হয়েছে ৭৪টি; • উপজলা পর্যায়ে অবশিষ্ট ১৪৬টি ভবন নির্মাণ ও ২৮টি নতুন ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান। জেলা পর্যায়ের ১৭২ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। ২৪টি হোস্টেলের মধ্যে ১৮টি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।	• প্রকল্পের কার্যক্রম ও জনবল নিয়োগে বিলম্ব, জেলা পর্যায়ে একাডেমিক ভবন ৫তলা ও ৬তলা হতে ১০তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত অনুমোদনে বিলম্ব, নির্মাণ সামগ্রির মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, ঠিকাদারের গাফিলতি এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাবের কারণে প্রত্যাশিত সময়ে এবং মাত্রায় আউটপুট পাওয়া যায়নি।
• আধুনিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে উন্নতর শিক্ষার পরিবেশ; • আইসিটি উপকরণ; • বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি।	• ২০২১ সালের মধ্যে কম্পিউটার সামগ্রি; ল্যাপটপ; মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর; বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি; ফটোকপিয়ার; আসবাবপত্র; বইপুস্তক; ক্রীড়া সামগ্রি ইত্যাদি সরবরাহ।	• আধুনিক শিক্ষা উপকরণ, আইসিটি উপকরণ; এবং বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি এখন পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়নি।	
• সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	• ২০২১ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৮৭৬৯ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।	• শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কোন কার্যক্রম এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি।	

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে প্রকল্পের ডিপিপিতে উল্লেখিত কার্যক্রমগুলো পুরোপুরিভাবে যৌক্তিক এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূকে লিংক করে। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের ডিপিপির লগ ফ্রেমে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে (২০২১ সালের মধ্যে এবং পরবর্তীতের বর্ধিত সময় ২০২৩-এর মধ্যে) কোন উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যই অর্জন সম্ভব হবে না।

৩.৯ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মতামত

প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট বা অঙ্গ হলো: (১) নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২) ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ; (৩) শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ; (৪) আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ; (৫)আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট নির্মাণ; (৬)আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ; (৭)আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য ৫০০ কিভিএ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয়' (৮) বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়; (৯)বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ ক্রয়; (১০)বিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ক্রয়; (১১) অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়; (১২) বিদ্যালয়ের জন্য পুস্তক এবং রেফারেন্স সামগ্রি ক্রয়; (১৩) বিদ্যালয়ের জন্য ক্রিড়া সামগ্রি ক্রয় ইত্যাদি। এ কম্পোনেন্টগুলো ছাড়াও প্রকল্পের জনবল নিয়োগ, বিদ্যালয় এবং হোস্টেলের জন্য জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা সফর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩.৯.১ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ইতোমধ্যে ১৪৬টি বিদ্যালয়ের দরপত্র আহবান করা হয়েছে, দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে ১৪২টি এবং দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৪টি। মাঠ পর্যায় কাজ শুরু হওয়ার কথা ১৪২টিতে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ শুরু হয়েছে ১৩৭টিতে। ইতোমধ্যে মাত্র ২টি একডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৩৫টি একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় ১৭২টি একাডেমিক ভবন ৬তলা থেকে ১০তলায় রুপান্তর করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না হওয়ায় ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পে মেয়াদ প্রায় সাড়ে ছয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কাজের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় কাজের গতি বাড়ানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক এবং একাডেমিক ভবন ৬তলা থেকে ১০তলায় রুপান্তর করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা অতিব জরুরি।

৩.৯.২ ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

ডিপিপি অনুযায়ী ১২৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে এবং বাকী ২৩টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কোন ভবন নেই। উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য ১০২টি ভবনের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যক্রম চলমান ১০২টি ভবনের মধ্যে ৭৪টির কার্যক্রম পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে বাকী ২৮টি ভবনের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে দেখা গিয়েছে ২৩টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কোন ভবন নেই যা অনভিপ্রেত। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা বা ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি বলে এমনটি হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রকল্প সংশোধনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাই বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৩.৯.৩ শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করে ১৮টির দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে হোস্টেল নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলমান। এ কম্পোনেন্টের কাযক্রমও লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক পিছনে রয়েছে। যে সকল হোস্টেল নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে সে গুলোর কাজ দ্রত শুরু ও শেষ করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে তৎপর থাকতে হবে।

৩.৯.৪ অন্যান্য কম্পোনেন্টের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণ; আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের বাউন্ডারি ওয়াল ও গেইট নির্মাণ; আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের জন্য ৫০০ কিভিএ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপন এবং ২০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর ক্রয়; বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়; বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ ক্রয়; বিদ্যালয়ের জন্য বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি ক্রয়; অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়; বিদ্যালয়ের জন্য পুস্তক এবং রেফারেন্স সামগ্রি ক্রয়;বিদ্যালয়ের জন্য ক্রিড়া সামগ্রি ক্রয় ইত্যাদির কার্যক্রম এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি, একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ শেষে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এগুলো বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

৩.৯.৫ জনবল নিয়োগ অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সমাপ্ত হয়েছে, বিদ্যালয় এবং হোস্টেলের জন্য জনবলের পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা

সকল উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে সাধারণত: সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের সবল ও দুর্বলদিক এবং প্রকল্পের সুযোগ ও ঝুঁকি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনা হয়ে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে এই ৪টি বিষয়ে সচেতন থেকে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বর্তমান নিবিড় পরিবীক্ষণেও প্রকল্পের সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weakness), সুযোগ (Opportunity), এবং ঝুঁকি (Threat) প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন ও আলোচনার মাধ্যমে বিশদভাবে বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসহ সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা ফলাফল নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

প্রকল্পের SWOT Analysis

সবল দিক (Strength)	দুর্বল দিক (Weakness)
১. ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া; ২. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্তকরণ; ৩. জেলা পর্যায় থেকে টেন্ডার আহবান করার ব্যবস্থা; এবং ৪. সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র থেকে প্রাধিকার প্রাপ্ত;	১. প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাই না হওয়া; ২. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলো ৬তলা হতে ১০ তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত; ৩. প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগে বিলম্ব; এবং ৪. প্রকল্প প্রণয়নের সময় অনুসরণকৃত রেট সিডিউল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালেই পরিবর্তন হওয়া।
সুযোগসমূহ (Opportunities)	**ঝুঁকিসমূহ (Threat)**
১. প্রাধিকার বলে সহজে অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা; ২. বিদ্যলয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃস্ফুর্তভাবে নির্মাণ কাজ তদারকি; ৩. ভবন নির্মাণে সহজেই পর্যাপ্ত জায়গা প্রাপ্তি; এবং ৪. অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য অংশীজনের প্রত্যাশা পূরণ।	১. নির্মাণ সামগ্রির ঘনঘন অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি; ২. প্রকল্পটির আশানুরুপ অগ্রগতি না হওয়ায় প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিসহ ব্যয় বৃদ্ধি; এবং ৩. কোন কোন এলাকায় অভিজ্ঞ এবং যোগ্য ঠিকাদার ও নির্মাণ কর্মীর অভাব।

(ক) প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strength)

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন' প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সবলদিক রয়েছে, যেগুলো প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য সবলদিকগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৪টির প্রকল্প বাস্তবায়নে সবিশেষে সহায়ক ভূমিকা রয়েছে।

১. ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন না হওয়া: প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়সমূহে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষার্থীদের হোস্টেল নির্মাণের জন্য কোন প্রকার জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হচ্ছেনা। কারণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতিটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পূর্বেই পর্যাপ্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্তকরণ: প্রকল্পের আওতায় যাবতীয় পূর্ত কাজের জন্য একই মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করাতে নির্মাণ কাজগুলো বাস্তবায়ন সহজতর হয়েছে। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত

সহকারী প্রকৌশলী এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

৩. জেলা পর্যায় থেকে টেন্ডার আহবান করার ব্যবস্থা: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যালয়সমূহে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং হোস্টেল নির্মাণে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলীকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া থাকায় অর্থাৎ নির্মাণ কাজ বিকেন্দ্রীকরণ করাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হচ্ছে।

৪. সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র থেকে প্রাধিকার প্রাপ্ত: প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্র বিশেষ করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায় থেকে প্রাধিকার প্রাপ্ত। যে কোন বড় উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের উচ্চ পর্যায়ের প্রাধিকার একটি বিশেষ সবল দিক যা এই প্রকল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সবলদিক থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল সবল দিকের যথাযথ ব্যবহার বা প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। আশা করা যায় যে প্রকল্পের বর্ধিত পরবর্তী সময়ে সবল দিকগুলোর প্রয়োজনমাফিক ব্যবহার করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজতর হবে।

(খ) প্রকল্পের দুর্বলদিকসমূহ (Weakness)

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত ৪টি দুর্বলদিক উল্লেখযোগ্য । এ দুর্বলতাগুলো প্রকল্পটির ধীর অগ্রগতির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

১. প্রকল্প প্রণয়নের সময় সম্ভাব্যতা যাচাই না হওয়া: প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের ভবনের উন্নয়ন ও নতুন ভবন নির্মাণের বিরাট আয়োজনে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করা আবশ্যিক ছিল যাতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কতটি ভবনের উর্ধ্বমূখী নির্মাণ কতটুকু হবে, কোন বিদ্যালয়ে কতটুকু অতিরিক্ত নতুন ভবন প্রয়োজনের নিরিখে কত বর্গফুট বা কত তলা হবে এবং ভবনের ডিজাইন কিরুপ হবে তার একটা বাস্তবভিত্তিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ন করা খুবই প্রয়োজন ছিল। প্রকল্পের প্রধান অঙ্গ বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী বর্ধিতকরণ এবং নতুন ভবন নির্মাণের উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটি স্থানের অবস্থার নিরিখে ডিজাইন করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই। সে ক্ষেত্রে পূর্বাহ্নে যথাযথ সার্ভে এবং বিদ্যমান ভবনের অবস্থাসহ নতুন ভবনের আয়তন (তলার সংখ্যা) প্রত্যেক স্থানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির চাহিদার নিরিখে করা অত্যাবশ্যক। এ কাজটি এই প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে বা বাস্তবায়নকালেও করা হয় নাই।

২. প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় জেলা ও বিভাগীয় শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলো ৬তলা হতে ১০ তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের শুরুর দিকেই বিভাগীয় ও জেলা শহরে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলো ৬তলা হতে ১০ তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

৩. প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগে বিলম্ব: নিবিড় পরিবীক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগে অনেক বিলম্ব হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বের অন্যান্য কারণের মধ্যে অন্যতম।

৪. প্রকল্প প্রণয়নের সময় অনুসরণকৃত রেট সিডিউল প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালেই পরিবর্তন হওয়া: প্রকল্প প্রণয়নকালে PWD'র ২০১৪ সালের রেট সিডিউল অনুসরণপূর্বক যাবতীয় পূর্তকাজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয় ২০মে ২০১৮ সালে এবং ইতোমধ্যে PWD'র ২০১৮ সালের রেট সিডিউল কার্যকরী হয়ে যায় যা প্রকল্প বাস্তবায়ন তথা পূর্ত কাজ বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

(গ) প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities)

সকল উন্নয়ন প্রকল্পে যেমন সবল ও দুর্বলদিক এবং ঝুঁকি থাকে তেমনি কম বেশী কিছু সুযোগও (Opportunities) থাকে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের নিম্নোক্ত ৪টি বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

১. প্রাধিকার বলে সহজে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা: নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ প্রকল্পটি প্রাধিকারভুক্ত হওয়ায় অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।

২. বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বতঃস্ফুর্তভাবে নির্মাণ কাজ তদারকি: নির্মিয়মান প্রতিটি নতুন একাডেমিক ভবন ও বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তদারকি করে থাকেন যাতে নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে।

৩. ভবন নির্মাণে সহজেই পর্যাপ্ত জায়গা প্রাপ্তি: বিদ্যালয়সমূহে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বিদ্যমান। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণে তেমন কোন সমস্যা হচ্ছে না।

৪. অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য অংশীজনের প্রত্যাশা পূরণ: প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ সমাপ্ত হলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রয়োজনীয় শিক্ষা সামগ্রি বিশেষ করে ল্যাব সরঞ্জামাদিসমূহ সরবরাহের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নত হবে বিধায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার অন্যান্য অংশীজনের প্রত্যাশা পূরণ হবে।

(ঘ) প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threat)

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সর্বদাই কিছু ঝুঁকি থাকে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে অগ্রগতি, কারিগরি ও আর্থিক ক্ষতি এবং জনদুর্গতি পর্যন্ত দেখা দেয়। তাই সবলদিকের সহায়তা এবং দুর্বলদিকের প্রতি প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমধিক গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পে নিবিড় পরিবীক্ষণে নিম্নলিখিত ঝুঁকিসমূহ রয়েছে।

১. নির্মাণ সামগ্রির ঘনঘন অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিঃ নির্মাণ সামগ্রির ঘন ঘন মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশেতো বটেই উন্নত দেশেও বিদ্যমান। নিবিড় পরিবীক্ষণে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য প্রকল্প মেয়াদে চক্রাকারে বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের ক্রয় এবং প্রকল্প ব্যয় ব্যবস্থাপনায় বড় চাপ লক্ষণীয়। প্রকল্প ব্যয়ের উপর প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি আরও ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। এমতাবস্থায় বর্তমানে অপেক্ষমাণ DPP অনুমোদনের মাধ্যমে প্রেক্ষিত ব্যয় বৃদ্ধির একটি বাস্তবভিত্তিক সংস্থান রাখলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

২. প্রকল্পটির আশানুরুপ অগ্রগতি না হওয়ায় প্রকল্পের সময় বৃদ্ধিসহ ব্যয় বৃদ্ধি: প্রাথমিকভাবে ৪.৫ বৎসর মেয়াদী সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০১৬-২০১৭ সালে শুরু হয়ে ২০২০-২০২১ সালে একবার ২০২১-২০২২ সাল পর্যন্ত এবং পরে ২০২২-২০২৩ সাল পর্যন্ত আরেকবার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধি করা হয়। এই ৭ বৎসরে প্রকল্পের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে যা এড়ানোর কোন উপায় নাই।

৩. কোন কোন এলাকায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য ঠিকাদার ও নির্মাণ কর্মীর অভাব: এই ঝুঁকিটিও নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধির মত স্বীকৃত। বাংলাদেশের অনেক উপজেলায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য ঠিকাদার ও নির্মাণ কর্মী পাওয়া সুকঠিন।

পঞ্চম অধ্যায়

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মেয়াদ

প্রকল্পটি মূল বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারি ২০১৭ সাল থেকে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট মেয়াদ ৪ বছর ৬মাস। কিন্তু যেহেতু প্রকল্পটির জনবল নিয়োগে বিলম্ব হয় এবং বাস্তবায়ন বিলম্বে শুরু হয়, সেহেতু ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটি প্রথমে এক বছর অর্থাৎ জুন ২০২২ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রস্তাবিত সকল নতুন স্কুল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ১০ তলায় রুপান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ত কাজ সমাপ্ত করতে কমপক্ষে ৩ বছর সময়ের প্রয়োজন হবে বলে ধারণা করা হয়। যার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ পুনরায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আরও এক বছর অর্থাৎ জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি ডিপিপিতে উল্লেখিত মেয়াদ অনুযায়ী শেষ বছরে পদার্পণ করেছে। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে জানা যায় প্রকল্পটি সংশোধনপূর্বক ২০২৬ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান। প্রকল্পের কাঙ্খিত সুফল পেতে হলে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে।

৫.২ প্রকল্প ব্যয় ও ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়

প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ ৩,২৮,৪০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করতে এক বছর চার মাস বিলম্ব হয়, এবং পরবর্তীতে দুই দফায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ২০২১-২০২২ এবং ২০২২-২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। পৃথিবীব্যাপী অতিমারী কোভিড-১৯-এর ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৩য় কোয়ার্টারের এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ১ম কোয়ার্টারে অর্থ বরাদ্দ স্থগিত রাখে। ফলস্বরুপ পূর্ত কাজের বিল চাহিদা মোতাবেক পরিশোধ করা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা করা সম্ভব হয়না। এ ছাড়াও ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে পরিচালনা ও উন্নয়ন বাজেটও হ্রাস করা হয়েছে। মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার মাত্র ১৬.৫০ শতাংশ এবং প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে মাত্র ১৮.৯৮ শতাংশ। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের ধীর গতির মূল কারণ হলো জেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোকে ৬তলা হতে ১০তলায় রূপান্তরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির বিলম্ব, সময়মত পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ না পাওয়া; এবং অতিমারী কোভিড-১৯-এর প্রভাব। ফলে ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতির বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করা হয় সে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গুরুত্বের সাথে নজর দিতে হবে।

নতুন একাডিমিক ভবন নির্মাণ এবং ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের ক্রয় কার্যক্রম তথা টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি পূর্ত কাজে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী OTM এবং e-GP অনুসরণ করা হয়েছে। বিধি মোতাবেক OTM এবং e-GP'র ক্ষেত্রে পত্রিকা এবং সিপিটিইউ'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র গ্রহণ এবং খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন এবং নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক বিধি-বিধান অনুসরণ করা হয়েছে। বাকী কাজগুলোও যাতে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ এর বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে সম্পাদন করা হয় সে দিকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষকে অধিক নজর দিতে হবে।

৫.৩ পূর্ত কার্যক্রম

ডিপিপি অনুযায়ী পূর্ত কাজ হিসেবে প্রকল্পের আওতায় মোট ৩২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া ১২৫টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণেরও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১০২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যমান ভবন ঊর্ধ্বমুখী

সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে এবং বাকী ২৩টি বিদ্যালয়ে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণযোগ্য কোন ভবন নেই। উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারযোগ্য ১০২টি ভবনের দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্যক্রম চলমান ১০২টি ভবনের মধ্যে ৭৪টির কার্যক্রম পুরোপুরি সমাপ্ত হয়েছে বাকী ২৮টি ভবনের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে ১৪৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ১৩৭টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ চলমান। এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ চলমান ১৩৭টি ভবনের মধ্যে মাত্র ২টি ভবনের কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের ১৭২টি নতুন ভবন নির্মাণের কাজ বর্তমানে স্থগিত রয়েছে যেগুলোর কাজ ডিপিপি সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত শুরু করা সম্ভব হবে না। ডিপিপি অনুযায়ী মোট ২৪টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে ২১টি হোস্টেল ভবন নির্মাণের দরপত্র আহবান করে ১৮টির দরপত্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে হোস্টেল নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর প্রক্রিয়া চলমান। প্রকল্পের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের গড় বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%। প্রকল্পের সাড়ে ছয় বছর মেয়াদে কার্যক্রমের যে অগ্রগতি হয়েছে তা ডিপিপিতে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম। এমতাবস্থায় প্রকল্পের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ আবশ্যক।

৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত পণ্য ও যানবাহন

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র (৬১টি) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি (৬৭) ইতোমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প অফিসের জন্য ৩(তিন) টি জীপ গাড়ী এবং একটি মাইক্রোবাস ইতোমধ্যে পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮-এর বিধানাবলী অনুসরণপূর্বক ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্য আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জামাদি, বইপুস্তক ও রেফারেন্স সামগ্রি খেলাধুলার সামগ্রি এবং কম্পিউটার এন্ড এক্সেসরিজ ইত্যাদি এখন পর্যন্ত ক্রয় করা হয়নি।

৫.৫ মাঠ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফল

- সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত ৭৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টির বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকী ৬৭টির কাজ চলমান। ডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩ সালের মধ্যে কোনভাবেই প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য নতুন একাডেমিক ভবন এবং উর্ধ্বমুখী ভবন সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হবে না। প্রকল্পের মেয়াদ সংশোধন করে কমপক্ষে ২/৩ বৎসর বৃদ্ধি না করলে প্রকল্পের সবগুলো কম্পোনেন্টের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না।
- বেশীর ভাগ অর্থাৎ ৬৭% (৫২জন) শিক্ষক মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের গুণগত মান ভাল বা খুব ভাল।
- মোট ৪৯ জন (৬৩%) প্রধান শিক্ষক বলেছেন নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে নির্মাণ কাজ তদারকি করা হচ্ছে।
- বেশীর ভাগ শিক্ষকই (৫০ জন) (৬৪%) মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২১ জন) প্রধান শিক্ষক মনে করেন যে, নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভাল মানের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রায় ৯০% (৭০ জন) শিক্ষক বলেছেন ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।
- অধিকাংশ শিক্ষক (৮৩%) মনে করেন যে, একাডেমিক ভবন নির্মাণের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ।
- প্রায় ৬৭% (৫২ জন) বিজ্ঞান শিক্ষক মনে করেন যে, ভবন নির্মাণের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তিন-চতুর্থাংশ (৫৯ জন) বিজ্ঞান শিক্ষক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে।

- মোট ৩৯০জন অভিভাবকের মধ্যে বেশীর ভাগ অভিভাবক মনে করেন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাবে।
- শিক্ষার্থীদের সাথে এফজিডি'র মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে। তারা অধিকতর মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতে পারবে; আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে। স্মার্ট ক্লাস রুম ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখন-পঠনে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। খেলাধুলার সরঞ্জাম পাওয়ার ফলে বিদ্যালয়ে আসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে; ল্যাব যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পেলে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ বাড়বে।

৫.৬ টেকসইকরণ পরিকল্পনা

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে সেগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গৃহীত হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ শেষে নির্মিত ভবনগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করা হবে যা বাস্তবায়ন করবে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি)।

প্রকল্পের আওতায় একাডেমিক ভবন, হোস্টেল নির্মাণ ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ; শিক্ষা-শিখন সামগ্রি, আইসিটি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে একাডেমিক পরিবেশ উন্নতকরণ এবং সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের সামর্থ্য বৃদ্ধিকরণ বিষয়গুলো প্রকল্পে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন যত দ্রুত সম্ভব হবে তত দ্রুত প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হবে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও পর্যাপ্ত বরাদ্দ সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে নির্বাহ করার সুব্যবস্থা থাকতে হবে এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্দিষ্ট

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশ

'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প' নিবিড় পরিবীক্ষণে বর্তমান পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ের পরিবীক্ষণ ও সংশ্লিষ্টজনের সাথে আলোচনা, এবং প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক কতিপয় সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলো:

১. ডিপিপিতে উল্লিখিত প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অগ্রগতির বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ কাজ যাতে ঠিকাদারগণ চুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে সে ব্যাপারে নিবিড় মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় ফলোআপের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

৩. জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলো ৬ তলা একাডিমিক ভবন ১০ তলায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ত্বরান্বিত করা আবশ্যক;

৪. শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা সমাধানকল্পে হোস্টেল নির্মাণ কাজ ত্বরান্বিত করা আবশ্যক;

৫. ভবন নির্মাণ ছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা মাল্টিডিমিটিয়া প্রজেক্টর, কম্পিউটার সামগ্রি, পুস্তক, বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি, খেলাধুলা সামগ্রি ইত্যাদি ক্রয়ের দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক;

৬. প্রকল্প সমাপনান্তে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা বৃদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং

৭. প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা আবশ্যক।

৬.২ উপসংহার

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীভূত হবে এবং শিক্ষার্থী ভর্তির চাহিদা পুরণ হবে, বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়নের গতি শ্লথ। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রস্তাবিত সকল নতুন স্কুল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ১০ তলায় রুপান্তর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে গতি আনা আবশ্যক।

তথ্যসূত্রঃ

১। মাঠ সমীক্ষা, মার্চ ২০২৩

২। Development Project Proposal (DPP) for Development of Government Secondary Schools, April 2018

৩। প্রস্তাবিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (আরডিপিপি), ডিসেম্বর ২০২২

৪। প্রকল্প পরিচালকের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের রেকর্ডপত্র

পরিশিষ্ট-১

প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বছর ভিত্তিক আর্থিক লক্ষমাত্রা ও অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	প্রকল্পের মোট বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		১ম বছর (২০১৬-২০১৭)		২য় বছর (২০১৭-২০১৮)		৩য় বছর (২০১৮-২০১৯)		৪র্থ বছর (২০১৯-২০২০)		৫ম বছর (২০২০-২০২১)		৬ষ্ঠ বছর (২০২১-২০২২)		৭ম বছর (মার্চ পর্যন্ত) (২০২২-২০২৩)	
		পরিমাণ	মোট ব্যয়	আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক	
				লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ																
	কর্মকর্তাদের বেতন	৬জন	৩৯৫.৮৯	-	-	৩২.৯৪	১.২০	২১৪.০২	৩৪.৫৫	২৪৯.৬৯	৩৭.৭৮	২১৬.৭৫	৩৭.৩৪	৫০.০০	৩৮.৭৬	৫৫.০০	২৮.৩৯
	কর্মচারীদের বেতন	২জন	৪৭.০৫	-	-	-	-	-	১.৪৪	-	-	-	-	-	০.৩৪	-	-
	ভাতাদি	৮জন	২৭০.৪৭	-	-	-	০.৬৫	-	২৬.১৩	-	২৬.২৬	-	২৬.০৯	৫৬.০০	২৫.৩৬	৬৩.৭০	১৫.৩৬
	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	বৈদেশিক শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ	৫০জন	৬৭৫.০০	-	-	-	-	৬৭৫.০০	০	-	-	-	-	৬৭৫.০০	০	-	-
	প্রজেক্ট অপারেশন কস্ট পিআইইউ'র জন্য	থোক	৪৪১.২৩	-	-	৭.০৬	০.১৫	১৩২.৩৭	৪৪.৬৬	১৫৪.৪৩	৪৮.৮৪	১৪৭.৩৭	৪১.৪৮	১৪৩.০০	৫১.৪২	২১২.৩০	৩২.৪১
	পিআইইউ-এর জন্য বাড়ি ভাড়া	থোক	৭২.০০	-	-	-	-	২১.৬০	০	২৫.২০	০	২৫.২০	০	-		-	-
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পিআইইউ'র জন্য	থোক	২০.০০	-	-	-	-	৬.০০	৫.৬৫	৭.০০	২.৭৭	৭.০০	২.২২	১৬.০০	৩.০৮	১৯.০০	৩.৭৩
	উপ-মোট (রাজস্ব)	-	১৯২১.৬৪	-	-	৪০.০০	২.০০	১০৪৮.৯৯	১১২.৪৩	৪৩৬.৩২	১১৫.৬৫	৩৯৬.৩২	১০৭.১৩	৯৪০.০০	১১৮.৯৬	৩৫০.০০	৭৯.৮৯
(খ) মূলধন ব্যয়																	
	পণ্য ক্রয়																
	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৬৭টি	১৬.০০	-	-		-		১৫.৯১		-		-	-	-	-	-
	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য আসবাবপত্র ক্রয়	৬১টি	১১.০০	-	-		-		-		-		-	১১.০০	১০.৬৮	-	-
	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (ফটোকপিয়ার, রিফ্রিজারেটর, মাইক্রোওভেন)	৯৬৯টি	৭২৬.৭৫	-	-		-		-		-		-	৭২৬.৭৫	০	-	-
	বিদ্যালয়ের জন্য অফিস আসবাবপত্র ক্রয়	১৫৮৩১৪টি	১৬৮৩৩.৯৬	-	-		-		-		-		-	৫৬০০.৩২	০	৬১১.৩২	০
	বিদ্যালয়ের জন্য বই-পুস্তক ক্রয়	থোক	৬৪৬.০০	-	-	১০.০০	-		-	১২৩৬০.৪১	-	১২৩৫০.৪১	-	-	-	-	-
	প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জন্য গাড়ী ক্রয় (৩টি জীপ, ১টি মাইক্রোবাস	৪টি	৩০০.০০	-	-		-	১০৫৯৪.৬৪	২৮৪.৬৬		-		-	-	-	-	-
	বিদ্যালয়ের জন্য খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	৩২৩.০০	-	-		-				-		-	৩২৩.০০	০	৩২৩.০০	০
	বিদ্যালয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ক্রয়	থোক	৬৪৬.০০	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-

ক্র. নং	অঙ্গের নাম	প্রকল্পের মোট বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা		১ম বছর (২০১৬-২০১৭)		২য় বছর (২০১৭-২০১৮)		৩য় বছর (২০১৮-২০১৯)		৪র্থ বছর (২০১৯-২০২০)		৫ম বছর (২০২০-২০২১)		৬ষ্ঠ বছর (২০২১-২০২২)		৭ম বছর (মার্চ পর্যন্ত) (২০২২-২০২৩)	
		পরিমাণ	মোট ব্যয়	আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক		আর্থিক	
				লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
	বিদ্যালয়ের জন্য কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রি, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি ক্রয়	৯২৫৭৯টি	১৫৮০০.৭৫	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-
	বিদ্যালয়ের জন্য তৈজসপত্র ক্রয়	৬৯৮৪টি	১২.০০	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট (পণ্য ক্রয়)		৩৫৩১৫.৪৬	-	-	১০.০০	০	১০৫৯৪.৬৪	৩০০.৫৭	১২৩৬০.৪১	০	১২৩৫০.৪১	১০৭.১৩	৬৬৬১.০৭	১০.৬৮	৯৩৪.৩২	-
	পূর্ত কাজ																
	নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ (৩২০টি বিদ্যালয়)	৭৮৯১৬৮ ব.মি.	২৫৭৩৬২.০০	-	-	-	-	৭৭২০৮.৭২	-	৯০০৭৬.৮৪	০	৯০০৭৬.৮৪	১৩৬১১.৭০	২৭৫৫৬.৯৩	২১৪৬১.০০	১২৯৯৯.৬৮	১২১১২.৭৫
	বিদ্যমান একাডেমিক ভবনের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ (১২৫টি বিদ্যালয়)	৮৯৯০০ ব.মি.	২১৭২৯.০২	-	-	-	-	৬৫১৮.৭১	১৪৭০.০০	৭৬০৫.১৬	৩৭৩৯.০০	৭৬০৫.১৬	৯০৭৪.৪৬	-	-	-	-
	৫০ শয্যাবিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী হোস্টেল	২২১৭২ ব.মি.	৭৪৪৬.০০	-	-	-	-	২২৩৩.৮০	০	২৬০৬.১০	০	২৬০৬.১০	০	-	-	-	-
	শিক্ষক কোয়ার্টার্স নির্মাণ (৫তলা ভিতে ৫ম তলা পর্যন্ত)	১৫৩৮.৬৪ ব.মি.	৫১৭.৬৫	-	-	-	-	১৫৫.৩০	০	১৮১.১৮	০	১৮১.১৮	০	-	-	-	-
	বাউন্ডারি ওয়াল ও গেট নির্মাণ	১৩৮ রা.মি.	৯৩.০০	-	-	-	-	২৭.৯০	০	৩২.৫৫	০	৩২.৫৫	০	-	-	-	-
	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	২২২৮ রা.মি.	১১৪.০০	-	-	-	-	৩৪.২০	০	৩৯.৯০	০	৩৯.৯০	০	-	-	-	-
	সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ক্রয়	২টি	৩৭০.০০	-	-	-	-	১১১.০০	০	১২৯.৫০	০	১২৯.৫০	০	-	-	-	-
	ভূমি উন্নয়ন	১০১৮৫০ ঘ.মি.	২৭২.০০	-	-	-	-	৮১.৬০	০	৯৫.২০	০	৯৫.২০	০	-	-	-	-
	উপ-মোট (পূর্ত কাজ)		২৮৭৯০৪.০৭	-	-	-	-	৮৬৩৭১.২৩	১৪৭০.০০	১০০৭৬৬.৪৩	৩৭৩৯.০০	১০০৭৬৬.৪	২২৬৮৬.১৬	২৭৫৫৬.৯৩	২১৪৬১.০০	১২৯৯৯.৬৮	১২১১২.৭৫
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)	-	৩২৩২১৯.৫৪	-	-	১০.০০	০	৯৬৯৬৫.৮৭	১৭৭০.৫৭	১১৩১২৬.৮৪	৩৭৩৯.০০	১০০৭৬৬.৪৩	২২৬৮৬.১৬	৩৪২১৮.০০	২১৪৭১.৬৮	১৩৯৩৪.০০	১২১১২.৭৫
	উপ-মোট (রাজস্ব+মূলধন)		৩২৫১৪১.২	-	-	৫০.০০	০	৯৮০১৪.৮৫	১৮৮৩.০০	১১৩৫৬৩.১৬	৩৮৫৪.৬৫	১১৩১১৬.৮৪	২২৭৯৩.২৯	৩৫১৫৮.০০	২১৫৯০.৬৪	১৪২৮৪.০০	১২১৯২.৬৪
(গ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		১%	৩২৫৮.৮২	-	-	০.৫০	০	৯৮২.৩৮	-	১১৩৮.২২	-	১১৩৭.৭২	-	-	-	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		৩২৮৪০০.০০	-	-	৫০.৫০	২.০০	৯৮৯৯৭.২৪	১৮৮৩.০০	১১৪৭০১.৩৮	৩৮৫৪.৬৫	১১৪৬৫০.৮৮	২২৭৯৩.২৯	৩৫১৫৮.০০	২১৫৯০.৬৪	১৪২৮৪.০০	১২১৯২.৬৪

কেইস স্টাডি-১

স্কুলের নাম : রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর
স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রি:
সরকারিকরণ : ১লা এপ্রিল ১৯৮১ খ্রি:
পোস্ট কোড : ১৭০০
প্রকল্পের নাম : "সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প
'রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়' বাংলাদেশের গাজীপুর জেলার সদর উপজেলা জয়দেবপুরে অবস্থিত। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৭০০। স্কুলটি ২০২০ সালের ১৪ই জানুয়ারি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যাদেশ পায়। কাজের নাম- 'পয়: প্রণালী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিক কাজসহ পাঁচতলা ভিত বিশিষ্ট পাঁচতলা একাডেমিক ভবনের নির্মাণ' কাজ।

প্রকল্প চলমান, যার মেয়াদকাল ৫৪০ দিন। এ প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান – মেসার্স এস এস এন্ড এম টি (জেভি)। দরপত্র মূল্য ৩,১১,১৯,৩০০ টাকা। বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে নির্মিয়মান এ ভবনে শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা দশ (১০)টি। প্রতি তলায় ২টি করে শ্রেণিকক্ষ। এক পাশে সিঁড়ি এবং অন্য পাশে লিফট্ এর ব্যবস্থা রয়েছে।

নতুন এ ভবনে প্রতি তলায় ব্যবহার সুবিধাসহ মোট দশ (১০)টি টয়লেট এবং দশ (১০)টি ইউরেনাল ব্যবস্থা আছে। প্রতি তলায় ওয়াশরুমের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থাও রয়েছে।

নতুন এ ভবনের কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের জুন মাসে। অবকাঠামোগত ৮০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০২৩ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে চলমান এ ভবনের কাজ সমাপ্ত হবে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যাশা করছেন।

'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প' কাজ সমাপ্ত হলে রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন বিশেষ সুবিধায় পরিব্যাপ্ত হবে।

নতুন এ ভবনে ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দের প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হবে। ছাত্রদের শ্রেণিকক্ষ সুবিধা, নতুন রূপে পাঠাগার, নতুন সাজে ল্যাবরেটরি, সেই সাথে আধুনিক ডিজিটাল ল্যাব সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছাত্রদের আরও উৎসাহী ও আগ্রহী করে তুলবে। অভিভাবকগণের সাথে গাজীপুর এলাকাবাসী রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাবে আধুনিক সুবিধা। রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যবস্থায় আনবে যুগান্তকারী নবরূপ।

কেইস স্টাডি-২

স্কুলের নাম : মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় টংগী, গাজীপুর ।
স্থাপিত : ১৯৮৬ খ্রি:
সরকারিকরণ : ১৯৮৮ খ্রি:
পোস্ট কোড : ১৭১২
প্রকল্পের নাম : 'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প'
মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ
ইআইআইএন : ১০৯০৪৯

তিন তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার পূর্বে ভবনটি একতলা ভবন ছিল। বর্তমানে ২য় এবং ৩য় তলার ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সম্প্রসারণ কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান "মেসার্স রূপসী বাংলা এন্টারপ্রাইজ"।
একাজের টেন্ডার আইডি ৫৮২১১৬।
দরপত্র মূল্য ৯০,৫৪,০০০ টাকা (নব্বই লক্ষ চুয়ান্ন হাজার)।
কার্যাদেশের তারিখ ১৫/০৩/২০২২।
বাস্তবায়নে - শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গাজীপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বর্তমানে মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫৬০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত এ ভবনটিতে প্রতি তলায় তিনটি করে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আছে প্রতি তলায় ওয়াশরুম, টয়লেট, এবং খাবার সুপেয় পানির ব্যবস্থা।

তিনতলা এ ভবনের কার্যাদেশ তারিখ ১৫/০৩/২০২২। আর কাজ সমাপ্ত/সম্পন্ন হয়েছে ২০/০২/২০২৩ তারিখ। স্কুল কর্তৃপক্ষ কাগজে কলমে সরজমিনে বুঝে পেয়েছে ২২/০২/২০২৩ তারিখ।

মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় টংগীতে একমাত্র সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ প্রতিষ্ঠানটি অত্র এলাকার সুশিক্ষার মডেল আইকন প্রতিষ্ঠান। নব নির্মিত তিনতলা এ ভবনটি প্রথম ব্যবহৃত হতে যাচ্ছে ২০২৩ সালের এসএসসি বোর্ড পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে, যা ছাত্র-শিক্ষক এবং অভিভাবকগণের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

সুন্দর এ নবনির্মিত ভবনের পরিবেশে শিক্ষার্থীগণ বোর্ড পরীক্ষা দেবে যার প্রতিফলন প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক হবে। একাডেমিক ভবনের অবকাঠামোগত সুন্দর পরিবেশ শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবারই স্বপ্ন পূরণের প্রতিক্ষার ফসল। "সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প সমাপ্তিতে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অত্র এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

কেইস স্টাডি-৩

স্কুলের নাম : চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর : ১০৬১৬৯
প্রতিষ্ঠার বৎসর : ১৯৩০
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর : ১৯৮৫

স্কুলটি বালকদের জন্য। অনেক নামকরা পুরাতন স্কুল। স্কুলে প্রবেশমুখে গেটের অবস্থা একদম ভাল না। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই স্কুলের পাশের উপজেলা থেকে যেমন: কুতুবদিয়া থেকে ছাত্ররা পড়াশুনার জন্য আসে। তাদের জন্য কোন হোস্টেলের ব্যবস্থা নাই। তারা মেস করে ভাড়া বাসায় থাকে।

এই স্কুলে বাণিজ্য বিভাগে ৬০ জন ছাত্র আছে, কিন্তু নিয়মিত শিক্ষক নাই, খন্ডকালীন একজন শিক্ষক আছেন। তিনি নিয়মিত ক্লাস নেন না। হঠাৎ মাঝে মধ্যে আসেন। সবাই বাহিরে কোচিং করেন।

বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য নতুন যোগদান করেছেন ১জন শিক্ষক। স্কুলে কখনো প্রাকটিক্যাল ক্লাস হয় নাই। কোন যন্ত্রপাতি নাই। স্কুলে স্মার্ট ক্লাস রুম নাই। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার করা হয় না। লাইব্রেরি নাই।

খেলার জন্য বড় একটি মাঠ আছে। খেলাধুলার সামগ্রি অফিস রুমে থাকে। শুধুমাত্র প্রতিযোগিতামূলক খেলার জন্য দেওয়া হয়। তাছাড়া ছাত্রদের খেলতে দেওয়া হয় না।

স্কুলের ক্যান্টিন অন্যকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। সেখানে সিগারেট, পান-সুপারি, চকলেট, বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রি করা হয়। স্কুলের ভিতরে নেশাখোরদের আড্ডা হয়।

একজন মাত্র বয়স্ক পিয়ন আছেন, তিনি বাথরুম থেকে শুরু করে শিক্ষকদের সেবা যত্ন করেন। ছাত্রদের জন্য যে টয়লেট আছে তা ব্যবহারের উপযোগী নয়।

স্কুলের অফিস রুম খুবই অপরিস্কার অবস্থায় দেখা গেছে। ক্লাস রুমের অবস্থা আরও বেশি অপরিষ্কার। পানির জন্য ১টি টিউবওয়েল আছে। যার গোড়ায় একহাঁটু পানি জমা থাকে এবং চারিদিকে কাদা। পানিতে ভিজে ছাত্ররা পানি আনে ও হাত দিয়ে খেয়ে থাকেন।

কম্পিউটার আছে, কিন্তু সবগুলোই অচল। স্কুলের উন্নয়নমূলক কোন কাজ শুরু হয় নাই। প্রধান শিক্ষক নিয়মিত আসেন না। পিয়ন ও অন্য শিক্ষকদের দিয়ে কাজ চালান। দুই বৎসর আগে পাইলিং হয়েছে এবং বাঁশ দিয়ে সামান্য বেড়া দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে ৪টি পদ খালি আছে। ইংরেজী ও বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ণকালীন শিক্ষক নাই। খন্ডকালীন শিক্ষকরা আসেন। কমিটি আছে। নবম শ্রেণিতে ৯০ জন ছাত্র আছে। বাণিজ্য বিভাগে ৩৫ জন।

স্কুলের পুকুরটি ইজারা দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক অন্য লোকদেরকে। স্কুলের উন্নয়নমূলক কোন কাজ এখনো করা হয় নাই।

কেইস স্টাডি-৪

স্কুলের নাম: সরকারি সুফিয়া এ. আই. খান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
১৯৭৪ সালে প্রায় ৩ একর ৭২ শতাংশ জমি নিয়ে এই স্কুলটি শুরু হয়।
সরকারিকরণ : ১৯৮৭
পোষ্ট কোড : ১১১২১২
প্রকল্পের নাম : নির্বাচিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন
ছাত্রী সংখ্যা : ৮৫৯ জন
শিক্ষক সংখ্যা : ১৫ জন। ৩ জন বিএড করতে গেছেন ১ জন ডেপুটেশনে আছেন এর মধ্য থেকে।
প্রকল্প শুরু : ২০২০
প্রকল্প শেষ করে বুঝিয়ে দিবেন ২০২৩ এর জুন মাসে।
ভবনের শ্রেণি কক্ষ: ১১টি
ল্যাব হচ্ছে: ৪টি
নীচ তলায় মিটিংরুম একটি, কমন রুম একটি
টয়লেট: ২৪টি, প্রতি ফ্লোরে একটি করে কমোড টয়লেট আছে
পানি আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।
প্রকল্প ঠিকাদারের নাম: কাওছার আলম।
প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন – শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায়।

কাজ প্রায় ৯৫% শেষ হয়েছে। বাকি কাজগুলো শেষ করে ২০২৩ জুন মাসে স্কুলে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। সেই সাথে স্কুলে একটি বড় পাওয়ার পানির মটর বসানো হবে। যা প্রতিটি ফ্লোরে খাবার পানি ও টয়লেটের পানি সরবরাহ করবে। ৫ম তলার সমস্ত আসবাবপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নিবে। ৪টি ল্যাব স্থাপিত হবে, এগুলোতে ফ্যান, লাইট, স্যানিটেশন ব্যবস্থা থাকবে।

সরকারি বালিকা বিদ্যালয়টিতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে যখন ভবনের কাজ শেষ হয়ে স্কুলটি চালু হবে, তখন এখানে একটি মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এখানে মেয়েরা নিরাপদে পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে। শ্রেণিকক্ষ বাড়ার ফলে বৈষম্য দূর হবে। সব শ্রেণির সব ধর্মের ছাত্রীরা অনায়াসে লেখাপড়ার সুযোগ পাবেন। শিক্ষকরা অভিভাবকদের সাথে বৈঠক করার সুযোগ পাবে। চারটি ল্যাব পেলে বিজ্ঞান বিভাগ এগিয়ে যাবে। শিক্ষার মান বেড়ে যাবে। ল্যাব

এবং স্মার্ট ক্লাস হলে বাচ্চারা বিনোদন করতে পারবে। শিক্ষার উৎসাহ বেড়ে যাবে। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাবে।

শিক্ষকদের জন্য ট্রেনিং কক্ষ পাওয়া যাবে। শিক্ষকদের ট্রেনিং করানো সম্ভব হবে। শিক্ষক ছাত্র অভিভাবকের সাথে সভা করার সুযোগ হবে। পানির মোটর দেওয়া হলে খুবই ভাল হবে। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য, মেয়েদের প্রতি ফ্লোরে টয়লেট হওয়াতে তারা ভীষণ খুশি। পর্যাপ্ত স্যানিটেশন হওয়াতে মেয়েরা আরও খুশি। কাজের মান মোটামুটি ভাল হয়েছে।

কেইস স্টাডি-৫

স্কুলের নাম: রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়

একজন শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে গোটা স্কুলে বহু বছরের পুরনো সংস্কার করা ২ টা মাত্র রুম। এক রুমে লাইব্রেরি ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রি আর অন্য এক রুমে শিক্ষকদের বসার স্থান। ঐ রুমেই বাকী কাজ সারতে হয়। এছাড়া স্কুল চত্বরে ১টি পরিত্যক্ত ১তলা ভবন রয়েছে। তিনি আরও জানান রুমা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এর সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ দেবার পরও ছাত্র-ছাত্রীদের খোলা আকাশের নিচে বসে ক্লাস করতে হয়। আবহাওয়া খারাপ থাকলে (ঝড়, বৃষ্টি হলে) পরিত্যক্ত ভঙ্গুর ঐ ভবনের ২টি রুমে শিক্ষার্থীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করতে হয়। যেখানে ইউএনও স্যার নিজে ডেকে বলেছেন ঐ ভঙ্গুর ভবনে বসে ক্লাস করলে যদি কখনো কোন দুর্ঘটনা ঘটে সেটার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষই দায়ি। ওনারা কেহ এটার দায় নিবে না। তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের কারণে সপ্তাহে ৩ দিন ও ৩ দিন পরীক্ষার্থীদের এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্লাস করাতে হয়।

২০২০ সালে প্রকল্পের চারতলা নতুন ভবন নির্মাণের বরাদ্দ হয়ে কাজ শুরু হয়েছে। ঠিকাদার কাজ শুরু করেন এবং প্রায় ৪০% কাজ শেষ করেন। এর মধ্যে করোনার সময় কাজ বন্ধ রাখা হয়। যেহেতু রুমা উপজেলা চট্টগ্রাম শহর থেকে অনেকটা দূরে এবং পাহাড়ী পথ। সে ক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রি আনা নেয়ায় খরচ বেশি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং নির্মাণ সামগ্রির মূল বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণ দেখিয়ে বর্তমানে ঠিকাদার কাজ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ রেখেছেন। ঠিকাদারের দাবী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যদি নতুন করে বাজেট বরাদ্দ করে এবং বর্তমানে নির্মাণ সামগ্রির মূল্য অনুযায়ী টাকা বাড়িয়ে দেয় তাহলে কাজ করবে না হয় কাজ করবে না। অপরদিকে এই স্কুলে এসএসসি ২০২৩ পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র পড়বে। সে ক্ষেত্রে সরকারি স্কুলের এমন পরিস্থিতিতে যদি পরীক্ষার্থীদের জায়গা না দিতে পারে তাহলে স্কুল কর্তৃপক্ষের মান রক্ষা হবে না। সে ক্ষেত্রে স্কুলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে তাই শিক্ষকরা কয়েক জন মিলে সাময়িক সময়ের জন্য অন্য জায়গা থেকে কিছু বেঞ্চ ও কিছু ফ্যান ধার করে এনে অর্ধ নির্মাণ করা ভবনে সিট প্লান করছেন যা পরীক্ষা শেষে ফেরত দিয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় শিক্ষক মহাদয়ের অনুরোধ কোমলমতি শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তার সাথে শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকি, পদক্ষেপ ও হস্তক্ষেপ জরুরি।

কেইস স্টাডি-৬

স্কুলের নাম: বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

একজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন কাজ চলাকালীন সময়ে বন্ধ থাকলেও বর্তমানে আবার কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যায় খুব দ্রুতই ২টা ফ্লোরের সম্প্রসারণের কাজ শেষ হবে। সে উদ্যোগেই প্রকৌশলী সাহেবের তদারকিও চোখে পড়ার মত। আগামী এসএসসি ২০২৩ এর যেসব শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসবে তাদের জন্যও অনেক ভাল হবে। এছাড়া নিয়মিত ছাত্রীদের জন্যও নতুন শ্রেণি কক্ষে পাঠদানের সুবিধা বাড়বে। এতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস আরও ভাল ভাবে ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া এই

ভবন সম্প্রসারণের কাজ শেষ হলে ছাত্রীদের আইসিটি ক্লাস নিয়মিত করার সুযোগও বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন সরকারের এতভাল উদ্যোগের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা।

কেইস স্টাডি-৭

স্কুলের নামঃ দহগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
শিক্ষক সমস্যাঃ অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৫ জন শ্রেণি শিক্ষকের পদ সৃজন হয়েছে। বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। অত্র প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৫০ জন। শিক্ষক সংকটের কারণে শ্রেণি পাঠদানের ব্যাঘাত ঘটেছে। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার্থী অনেক সমস্যার সম্মুখীনসহ নিয়মিত পাঠদান থেকে বিরত থাকছে। এটি এই স্কুলের জন্য একটি অন্যতম কারণ। শিক্ষক সংকট থাকায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বেগ পেতে হচ্ছে।

মাঠ সংস্কারের কাজঃ অত্র এলাকায় খেলার মাঠ একটি মাত্র। যা এই প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত। বড় খেলার মাঠ না থাকায় অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে। এই স্কুলের মাঠ সংস্কার করা অত্যান্ত জরুরী। মাঠটি সমতল নয়। উঁচু নিচু খালে খাদে ভরা। একটু বৃষ্টি হলে পানি জমে থাকে। কাদার সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা চলাচলসহ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

সীমানা প্রাচীরঃ অত্র প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ সীমানা প্রাচীর নাই। সীমানা প্রাচীর না থাকায় অবাধে গরু, ছাগল, গাড়ি ইত্যাদি চলাচল করে। শিক্ষার্থীরা নিরাপত্তার অভাবে ভোগে, বহিরাগত মানুষ জন অবাধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকে পড়ে। পাশে ইউনিয়ন পরিষদ থাকায় সব সময় লোকজনের আনাগোনা থাকে। অত্র প্রতিষ্ঠানের মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সীমানা প্রাচীর দরকার।

শিক্ষা উপকরণঃ এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ একেবারেই নগন্য। যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগের উপকরণ কম থাকায় শিক্ষার্থীদের উপজেলা পর্যায়ে প্রাইভেট পড়ার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে ক্লাসে যে উপকরণ দরকার তা খুবই সামান্য। এই বিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক দিয়ে বিজ্ঞানের ক্লাস পরিচালনা করতে হয়। এই স্কুলে বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল যথেষ্ট পরিমাণে নেই। সেক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার সময় উপজেলা পর্যায় থেকে ভাড়া করে নিতে হয়। সেক্ষেত্রে অনেক খরচ বেশি হয়।

টার্গেট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ সরকারিভাবে নির্ধারিত থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী এই স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। যেহেতু গ্রামের মাঝে একটি সরকারি স্কুল তাই এখানে টার্গেট থাকার কারণে অনেক শিক্ষার্থী অন্য জায়গায় বা প্রাইভেট স্কুলে পড়তে বাধ্য হয়।

কম্পিউটার কক্ষঃ কম্পিউটার কক্ষ ছোট থাকার কারণে ছেলে মেয়েদের এক সংগে শিখতে হয। এই কম্পিউটার বা ল্যাবগুলো অনেক পুরাতন। তাই নতুন করে ল্যাব দিলে শিক্ষাথীর জন্য ভাল হবে। নতুন ভবন হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীরা একসংগে শিখতে পারে।

পরিশিষ্ট-৩

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিদ্যালয়ের তালিকা

জেলা (সংখ্যা)	উপজেলা	বিদ্যালয়ের নাম	ভবন নির্মাণের অগ্রগতি
ঢাকা (৬)	শেরে বাংলা নগর	১. শেরে বাংলা নগর সরঃ বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা মেট্রো।	সম্পন্ন
	সুত্রাপুর	২. বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়. সূত্রাপুর, ঢাকা মেট্রো।	চলমান
	খিলগাঁও	৩. খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও, ঢাকা মেট্রো	চলমান
	তেজগাও	৪. সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, তেজগাঁও, ঢাকা মেট্রো।	সম্পন্ন
	মিরপুর	৫. মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা মেট্রো।	চলমান
	লালবাগ	৬. আজিমপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পন্ন
মুন্সীগঞ্জ (১)	শ্রীনগর	৭. সরকারী সুফিয়া এ আই খান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ	চলমান
ফরিদপুর (৫)	বোয়ালমারি	৮. বোয়ালমারি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	
	গোয়ালন্দ	৯. গোয়ালন্দ শহীদ স্মৃতি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর	সম্পন্ন
	মধুখালি	১০. কামারখালি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	সদরপুর	১১. সরকারি বিশ্ব জাকের মঞ্জিল উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	চরভদ্রাসন	১২. রোকনুদ্দিন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
গাজীপুর (৩)	কালিগঞ্জ	১৩. কালীগঞ্জ আর.আর.এন পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, গাজীপুর	চলমান
	টংগী	১৪. মজিদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, টংগী, গাজীপুর	চলমান
	সদর	১৫. রাণী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, গাজীপুর	চলমান
টাঙ্গাইল (৪)	বাসাইল	১৬. বাসাইল গোবিন্দ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাসাইল, টাঙ্গাইল।	চলমান
	দেলদুয়ার	১৭. সৈয়দ আব্দুল জব্বার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল	চলমান
	সদর	১৮. বিন্দুবাসিনী সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, টাঙ্গাইল	সম্পন্ন
	সদর	১৯. বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, টাঙ্গাইল	সম্পন্ন
চট্টগ্রাম (৬)	ডাবল মুরিং	২০. সরকারি সিটি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পন্ন
	কোতোয়ালি	২১. সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম	সম্পন্ন
	পাঁচলাইশ	২২. নাসিরাবাদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।।	সম্পন্ন
	পাচলাইশ	২৩. চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পন্ন
	পটিয়া	২৪. আব্দুর রহমান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়. পটিয়া, চট্টগ্রাম	চলমান
	কোতোয়ালি	২৫. চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কোতোয়াল্ চট্টগ্রাম	চলমান
কুমিল্লা (৭)	বরুড়া	২৬. বরুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	হোমনা	২৭. হোমনা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হোমনা, কুমিল্লা	চলমান
	সদর দক্ষিণ	২৮. গভঃ ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা	সম্পন্ন
	মুরাদনগর	২৯. মুরাদনগর ডি, আর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মুরাদনগর, কুমিল্লা	চলমান
	ব্রাহ্মনপাড়া	৩০. ভগবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	বুড়িচং	৩১. বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	দাউদকান্দি	৩২. বেগম আমিনা সুলতান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
কক্সবাজার (৩)	চকরিয়া	৩৩. চকরিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	নাইক্ষ্যংছড়ি	৩৪. নাইক্ষ্যংছড়ি সালেহ আহমেদ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নাইক্ষ্যংছড়ি, কক্সবাজার	সম্পন্ন
	মহেশখালী	৩৫. মহেশখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
বান্দরবান (৪)	সদর	৩৬. বান্দরবান সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, বান্দরবান	চলমান
	রোয়াংছড়ি	৩৭. রোয়াংছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান	চলমান
	থানচি	৩৮. থানচি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, থানচি, বান্দরবান	চলমান
	রুমা	৩৯. রুমা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, রুমা, বান্দরবান	চলমান
ভোলা (৫)	ভোলা সদর	৪০. ভোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	সম্পন্ন

জেলা (সংখ্যা)	উপজেলা	বিদ্যালয়ের নাম	ভবন নির্মাণের অগ্রগতি
	দৌলতখান	৪১. দৌলতখান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতখান, ভোলা	চলমান
	দৌলতখান	৪২. দৌলতখান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতখান, ভোলা	চলমান
	তজুমুদ্দিন	৪৩. চাঁদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তজুমদ্দিন, ভোলা	চলমান
	তজুমুদ্দিন	৪৪. ফজিলাতুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,তজুমদ্দিন, ভোলা	চলমান
রাজশাহী (৯)	বাগমারা	৪৫. ভবানিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	সদর	৪৬. রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, রাজশাহী	চলমান
	বাগমারা	৪৭. ভবানিগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	বোয়ালিয়া (সদর)	৪৮. রাজশাহী সরকারী পি, এন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বোয়ালীয়া, রাজশাহী	চলমান
	মোহনপুর	৪৯. মোহনপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী	চলমান
	রাজশাহী সদর	৫০. সিরোইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	সদর	৫১. রাজশাহী সরকারি হাই মাদ্রাসা	চলমান
	রাজপাড়া	৫২. সরকারি ল্যাবরেটরি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	চারঘাট	৫৩. সারদা সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, চারঘাট, রাজশাহী	চলমান
বগুড়া (৩)	আদমদীঘী	৫৪. সান্তাহার হার্ভে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	গাবতলি	৫৫. গাবতলি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	সারিয়াকান্দি	৫৬. সারিয়াকান্দি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
সাতক্ষীরা (২)	তালা	৫৭. শহীদ এ,আহমেদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	তালা	৫৮. তালা বি,দে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
যশোর (২)	মনিরামপুর	৫৯. মণিরামপুর সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, মণিরামপুর, যশোর	চলমান
	মনিরামপুর	৬০. মণিরামপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মণিরামপুর, যশোর।	চলমান
ময়মনসিংহ (৪)	ভালুকা	৬১. ভালুকা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ভালুকা, ময়মনসিংহ।	চলমান
	গফুরগাও	৬২. গফরগাঁও ইসলামিয়া সরকারী উচচ বিদ্যালয়, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।	চলমান
	গৌরীপুর	৬৩. গৌরীপুর আর,কে, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, গৌরিপুর, ময়মনসিংহ	চলমান
	নন্দাইল	৬৪. সরকারি চন্ডীপাশা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
নেত্রকোনা (৩)	দুর্গাপুর	৬৫. এম,কে,সি,এম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	কেন্দুয়া	৬৬. কান্দুয়া জয় হারি স্প্রি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	মোহনগঞ্জ	৬৭. মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
লালমনির হাট (৪)	কালিগঞ্জ	৬৮. তুষভান্ডার আর,এম,এম,পি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট।	চলমান
	কালিগঞ্জ	৬৯. তুষভান্ডার নছর উদ্দিন সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়. কলিগঞ্জ, লালমনিরহাট	সম্পন্ন
	পাটগ্রাম	৭০. পাটগ্রাম সরকারী এইচ,ইউ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চলমান
	পাটগ্রাম	৭১. দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চলমান
পঞ্চগড় (২)	দেবীগঞ্জ	৭২. দেবীগঞ্জ আলোদীনি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
	দেবীগঞ্জ	৭৩. নীপেন্দ্রা নারায়ন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়	চলমান
হবিগঞ্জ (৪)	বানিয়াচং	৭৪. এল,আর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	চলমান
	বানিয়াচং	৭৫. বানিয়াচং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	চলমান
	চুনারুঘাট	৭৬. রাজার বাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	চলমান
	মাধবপুর	৭৭. গোবিন্দপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মাধবপুর, হবিগঞ্জ	চলমান
মৌলভীবাজার (১)	শ্রীমঙ্গল	৭৮. শ্রীমঙ্গল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	চলমান

পরিশিষ্ট-৪

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রশ্নমালা সেট-১: প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষকের জন্য প্রশ্নাবলি

আসসালামু আলাইকুম.

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

স্কুল এবং উরদাতার পরিচিতি	
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর:	
স্কুলের নামঃ	
প্রতিষ্ঠার বৎসরঃ	
জেলা/শহর :	
উপজেলা/থানা	
গ্রাম/ওয়ার্ড	
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
বিদ্যালয়ে পকল্পের বর্তমান অবস্থা :	☐ ১= সমাপ্ত , ☐ ২=চলমান,
বিদ্যালয়ের অবস্থানঃ	বিভাগীয় সদরে=১ / জেলা সদরে=২ / থানা সদরে=৩ / গ্রামে=৪
উরদাতার নামঃ	
বয়স	
পেশাঃ	
পদবী:	
মোবাইল নম্বরঃ	
এনআইডি নং	

	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য		
ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	**প্রাপ্ত উত্তর**	**সম্ভাব্য উত্তর**
১.	প্রকল্পের কাজ এই বিদ্যালয়ে কখন শুরু হয়েছে?		[সাল] =
২.	আপনার বিবেচনায় নির্মাণ কাজের মান কেমন বলে মনে করেন?		১=খুব ভাল ২= ভাল, ৩= মোটামুটি মানের ৪= নিম্নমানের
৩.	স্থানীয় পর্যায়ে কোন কমিটির মাধ্যমে নির্মাণ কাজের তদারকি করা হয়েছে / হয় কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=প্রযোজ্য নয়
৪.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র পেয়েছেন/পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
৫.	প্রাপ্ত আসবাবপত্রে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়েছে/ হবে কি?		১=চাহিদা পুরুণ হয়েছে ২=আংশিক পুরুণ হয়েছে ৩= আরো আসবাবপত্র প্রয়োজন
৬.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ল্যাব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন / পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
৭.	প্রাপ্ত ল্যাব যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন পূরণে কেমন ভূমিকা রেখেছে/রাখবে কি?		১= গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে/রাখবে ২=আংশিক ভূমিকা রেখেছে/রাখবে ৩=বিদ্যালয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয়
৮.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে জন্য কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রি পেয়েছেন/পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
৯.	প্রাপ্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রি দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়েছে/হবে কি?		১=চাহিদা পুরুণ হয়েছে ২=আংশিক পুরুণ হয়েছে ৩= আরো আসবাবপত্র প্রয়োজন
১০.	প্রকল্পের মাধ্যমে লাইব্রেরির জন্য বই পেয়েছেন / পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
১১.	প্রাপ্ত বই শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে/হবে কি না?		১= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে, ২=আংশিক প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে/হবে ৩= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে না
১২.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে জন্য খেলাধুলার সামগ্রি পেয়েছেন/পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
১৩.	প্রাপ্ত ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কি না?		১=ভালভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে/হবে, ২=আংশিক ব্যবহৃত হচ্ছে/হবে ৩= ব্যবহৃত হচ্ছে/হবে না
১৪.	স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপিত হয়েছে/হবে কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
১৫.	স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপিত হয়ে থাকলে এ ক্লাশরুমগুলি নিয়মিত ব্যবহার হয় কি?		১= নিয়মিত ব্যবহার হয়, ২= আংশিক ব্যবহার হয়, ৩= ব্যবহার হয় না
১৬.	বিদ্যালয়ের এ উন্নয়নের ফলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
১৭.	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাদির কারণে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষাথী কতজন বেড়েছে?		নবম= বর্ধিত সংখ্যা
			দশম= বর্ধিত সংখ্যা
১৮.	প্রকল্পের ফলে স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে / পাবে বলে মনে করেন কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
১৯.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?		১= সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে

			২=মোটামুটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে ৩= শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয়নি /হবে না
২০.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের জন্য বিদ্যালয় এলাকার আশে পাশে পরিবেশের বা জীব বৈচিত্রের কোন পরিবর্তন হয়েছে/ হবে কি না?		১=হ্যাঁ,২=না ৩=জানা নেই
২১.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে/ পাবে বলে মনে করেন কি?		১= সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে/ পাবে ২= সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হয়নি/ হবে না, ৩ = সমপর্যায়ের সুযোগ সুবিধা হয়েছে/ হবে ৪=জানা নেই
২২.	প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক বিষয় বিবেচনায় আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা কেমন?		১=খুব সন্তুষ্ট,২=মোটামুটি সন্তুষ্ট, ৩= অসন্তুষ্টি, ৪= খুব অসন্তুষ্ট

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম			
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		উরদাতার স্বাক্ষর	
তারিখ		তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ			

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রশ্নমালা সেট-২: বিজ্ঞান শিক্ষকের জন্য প্রশ্নাবলি

আসসালামু আলাইকুম.

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহকপূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

স্কুল এবং উরদাতার পরিচিতি	
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর:	
স্কুলের নামঃ	
প্রতিষ্ঠার বৎসরঃ	
জেলা/শহর :	
উপজেলা/থানা	
গ্রাম/ওয়ার্ড	
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
বিদ্যালয়ে পকল্পের বর্তমান অবস্থা :	☐ ১= সমাপ্ত , ☐ ২=চলমান,
বিদ্যালয়ের অবস্থানঃ	বিভাগীয় সদরে=১ / জেলা সদরে=২ / থানা সদরে=৩ / গ্রামে=৪
উরদাতার নামঃ	
বয়স	
পেশাঃ	
পদবী:	
মোবাইল নম্বরঃ	
এনআইডি নং	

	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য		
ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	**প্রাপ্ত উত্তর**	**সম্ভাব্য উত্তর**
১.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে ল্যাব যন্ত্রপাতি পেয়েছেন / পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
২.	পেয়ে থাকলে প্রকল্পের নিম্নে উল্লেকিত উপকরণ পেয়েছেন কি (প্রতিটি প্রশ্ন জন্য সম্ভাব্য উত্তর)		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
	(ক) পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাবের যন্ত্রপাতি		যন্ত্রপাতির পেয়েছেন কিনা
	(খ) পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাবের উপকরণ		
	(গ) রসায়ন ল্যাবের যন্ত্রপাতি		
	(ঘ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি/ উপকরণ		
	(ঙ) জীব বিজ্ঞান ল্যাবের যন্ত্রপাতি		
	(চ) জীব বিজ্ঞান ল্যাবের বিভিন্ন মডেল (যেমন চোখের, নাকের, কানের, ত্বকের, দাঁতের, হৃদপিন্ডের মডেল)		
	(ছ) গণিত ল্যাবের উপকরণ		
৩.	প্রাপ্ত ল্যাব যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন পূরণে কেমন ভূমিকা রেখেছে/ রাখবে		১= গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারেখেছে/রাখবে ২=আংশিক ভূমিকা রেখেছে/রাখবে ৩= বিদ্যালয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয়
৪.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে জন্য কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রি পেয়েছেন/পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
৫.	প্রাপ্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সামগ্রি দ্বারা বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ হয়েছে/হবে কি?		১= গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকারেখেছে/রাখবে ২=আংশিক ভূমিকা রেখেছে/রাখবে, ৩= বিদ্যালয়ের জন্য অপ্রয়োজনীয়
৬.	প্রকল্পের মাধ্যমে লাইব্রেরির জন্য বই পেয়েছেন / পাবেন কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
৭.	প্রাপ্ত বই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে/হবে কি না?		১= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে, ২=আংশিক প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে/হবে ৩= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে না
৮.	স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপিত হয়েছে/হবে কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
৯.	স্মার্ট ক্লাশরুম স্থাপিত হয়ে থাকলে এ ক্লাশরুমগুলি বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়মিত ব্যবহার হয় কি?		১= নিয়মিত ব্যবহার হয় ২= আংশিক ব্যবহার হয় ৩= ব্যবহার হয় না
১০.	স্মার্ট ক্লাশরুম শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করার জন্য যথেষ্ট হচ্ছে/হবে কি না?		১= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে ২=আংশিক প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে/হবে ৩= যথেষ্ট হচ্ছে/হবে না
১১.	বিদ্যালয়ের এ উন্নয়নের ফলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
১২.	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাদির কারণে নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান শিক্ষাথী কতজন বেড়েছে?		নবম== বর্ধিত সংখ্যা
			দশম== বর্ধিত সংখ্যা
১৩.	প্রকল্পের ফলে স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে / পাবে বলে মনে করেন কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
১৪.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কিনা?		১= সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে ২=মোটামুটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে/হবে ৩= শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয়নি /হবে না
১৫.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজের জন্য বিদ্যালয় এলাকার আশে পাশে পরিবেশের বা জীব বৈচিত্রের কোন পরিবর্তন		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই

	হয়েছে/ হবে কি না?		
১৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে/ পাবে বলে মনে করেন কি?		১= সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে/ পাবে, ২= সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিহয়নি/ হবে না, ৩ = সমপর্যায়ের সুযোগ সুবিধা হয়েছে/ হবে, ৪=জানা নেই
১৭.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করেছে/করবে কি?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নেই
১৮.	প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার বিবেচনায় আপনার সন্তুষ্টির মাত্রা কেমন?		১=খুব সন্তুষ্ট,২=মোটামুটি সন্তুষ্ট ৩= অসন্তুষ্টি,৪= খুব অসন্তুষ্ট

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম			
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		উরদাতার স্বাক্ষর	
তারিখ		তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ			

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

প্রশ্নমালা সেট-৩: অভিভাবকের জন্য প্রশ্নপত্র

আসসালামু আলাইকুম.

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

স্কুল এবং উরদাতার পরিচিতি	
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর:	
স্কুলের নামঃ	
প্রতিষ্ঠার বৎসরঃ	
জেলা/শহর :	
উপজেলা/থানা	
গ্রাম/ওয়ার্ড	
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
বিদ্যালয়ে পকল্পের বর্তমান অবস্থা :	☐ ১= সমাপ্ত , ☐ ২=চলমান,
বিদ্যালয়ের অবস্থানঃ	বিভাগীয় সদরে=১ / জেলা সদরে=২ / থানা সদরে=৩ / গ্রামে=৪
উরদাতার নামঃ	
বয়স	
পেশাঃ	
পদবী:	
মোবাইল নম্বরঃ	
এনআইডি নং	

	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য		
ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	**প্রাপ্ত উত্তর**	**সম্ভাব্য উত্তর**
১.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ-সুবিধা কেমন হয়েছে/ হবে বলে মনে করেন?		১=খুব ভাল সুযোগ-সুবিধাহয়েছে/ হবে ২=ভাল সুযোগ-সুবিধা হয়েছে/ হবে ৩=মোটামুটি সুযোগ-সুবিধা হয়েছে/ হবে, ৪= সুযোগ-সুবিধা হয় নাই / হবে না
২.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় শিক্ষার হার কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে/ পাবে বলে মনে করেন?		১=যথেষ্ঠ সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে, ২=মোটামুটি বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে, ৩=মোটেও বৃদ্ধি পায়নি/ পাবে না
৩.	প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ কেমন সৃষ্টি হয়েছে/ হবে বলে মনে করেন?		১= যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে/হবে, ২=মোটামুটি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে/ হবে, ৩-মোটেও আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি / হবে না
৪.	প্রকল্পের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিকে আপনি বিদ্যালয়ের প্রয়োজনের নিরিখে যথেষ্ট মনে করেন কি?		১=যথেষ্ঠ, ২= আংশিক, ৩= যথেষ্ঠ নয়
৫.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে/ পেয়েছে বলে মনে করেন কি?		১=হ্যাঁ, ২=আংশিক,৩=না
৬.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে/হবে কি না ?		১=ভালভাবে নিশ্চিত হয়েছে ২=মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়েছে, ৩= আংশিক নিশ্চিত হয় নাই
৭.	প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক সুবিধা এতদঞ্চলের বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় বেড়েছে/বাড়বে কি?		১=বেড়েছে/বাড়বে, ২= বাড়ে নাই/ বাড়বে না, ৩= বেসরকারি বিদ্যালয়ের সমান হয়েছে/হবে
৮.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আপনার প্রতিবেশী ও বন্ধুদের সন্তানদেরকে এ বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পরামর্শ দিবেন কি?		১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=আরও কিছুদিন দেখব

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম			
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		উরদাতার স্বাক্ষর	
তারিখ		তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ			

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

এফজিডি এর গাইডলাইন – **১: শিক্ষার্থীদের জন্য** গাইডলাইন

[নবম ও দশম শ্রেণী থেকে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। সহশিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান বিদ্যালয়ে সমসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী নির্বাচন করা হবে।]

আসসালামুআলাইকুম.

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

স্কুল এবং উরদাতার পরিচিতি	
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর:	
স্কুলের নামঃ	
প্রতিষ্ঠার বৎসরঃ	
জেলা/শহর :	
উপজেলা/থানা	
গ্রাম/ওয়ার্ড	
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
বিদ্যালয়ে পকল্পের বর্তমান অবস্থা :	☐ ১= সমাপ্ত , ☐ ২=চলমান,
উরদাতার নামঃ	

ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**
১.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তোমার মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে/বৃদ্ধি পাবে কি না ?
২.	স্মার্ট ক্লাসরুম ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহারের ফলে তোমাদের শিখন পঠনে আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে কি?
৩.	লাইব্রেরিতে প্রয়োজনীয় বই পাওয়ার ফলে তোমার শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে/পাবে বলে মনে হয় কি?
৪.	খেলাধুলার সরঞ্জাম পাওয়ার পর তোমার বিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে/ হবে কি না?
৫.	ল্যাব যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষায় তোমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে/ হবে কি?
৬.	বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সুবিধা পাওয়ার পর তোমার মধ্যে পড়াশুনায় আগ্রহ বেড়েছে/ বাড়বে কি?
৭.	বিদ্যালয় সংযোগ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তার উন্নয়নের ফলে বিদ্যালয়ে উপস্থিতিতিতে তোমার সুবিধা হয়েছে/হবে কি?
৮.	নতুন হোস্টেল এর ব্যবস্থার ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে/হবে কি?
৯.	বিদ্যালয়ের উন্নয়নের ফলে শিক্ষকগণের পাঠদান আগের চেয়ে তোমার কাছে সহজতর এবং বেশি সহায়ক

	মনে হয় কি?
১০.	বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের ফলে অন্য বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা তোমার বিদ্যালয়ে চলে আসতে পারে কি?
১১.	আশেপাশের বেসরকারি বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধার সাথে তোমাদের বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধার তুলনা করো।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম	
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর	
তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ	

ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা				
১.	অংশগ্রহণকারীর নাম	শ্রেণি	বিভাগ/গ্রুপ	স্বাক্ষর
২.				
৩.				
৪.				
৫.				

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা
গাইড লাইন – ২: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফ জি ডি)

(বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ)

আসসালামু আলাইকুম.
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

ক্রমিক নং	প্রশ্ন
১.	চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে কী কী ধরনের উন্নয়ন হয়েছে/হচ্ছে/হবে?
২.	শিক্ষা বিস্তার এর ক্ষেত্রে বর্তমান প্রকল্প কী কী ভূমিকা পালন করছে/করবে?
৩.	সামাজিক বৈষম্য দূর করতে বর্তমান প্রকল্প গুণগত শিক্ষা বিস্তারে মাধ্যমে ভূমিকা রাখবে কি না ? রাখলে কিভাবে?
৪.	প্রকল্পের নির্মাণ কার্যক্রম পরিচালনার ফলে পরিলক্ষিত বা সম্ভাব্য পরিবেশ/পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ বা প্রভাব কি রুপ?
৫.	অত্র এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা তুলনামূলক আলোচনা করুন?
৬.	বর্তমান প্রকল্প শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে কি রকম ভূমিকা রাখবে?
৭.	প্রকল্পের সবল দিকগুলো আলোচনা করুন। (ক) (খ) (গ)
৮.	প্রকল্পের দুর্বল দিকগুলো আলোচনা করুন। (ক) (খ) (গ)
৯.	প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্ভাব্য সুযোগুলো আলোচনা করুন।

১০.	প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেন্সসমূহ আলোচনা করুন। (ক) (খ) (গ)	
১১.	প্রকল্পের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও গতিশীল করতে আপনার সুপারিশসমূহ উল্লেখ করুন। (ক) (খ) (গ)	
১২.	তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর	
১৩.	তারিখ	
১৪.	মোবাইল নম্বরঃ	

ফোকাস গ্রুপে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা					
১.	অংশগ্রহণকারীর নাম	পেশা	পদবী	মোবাইল নম্বরঃ	স্বাক্ষর
২.					
৩.					
৪.					
৫.					

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

চেকলিস্ট সেট-১: KII চেকলিস্ট

প্রকল্প পরিচালক

আসসালামু আলাইকুম.
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য		
ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	**প্রাপ্ত উত্তর**	**সম্ভাব্য উত্তর**
১.	আপনি কতদিন যাবৎ এই প্রকল্পে সংশ্লিস্ট আছেন?		মাস/বছর=
২.	প্রকল্পে আপনার ভূমিকা কি?		
৩.	বর্তমানে আপনার অধীনে যেসকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী য়োজিত আছেন তাদের দ্বারা আপনি কি সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যাদি সম্পাদন করতে পারছেন?		১=হ্যাঁ, ২=না
৪.	উত্তর না হলে প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন কী কী ধরণের সমস্যা হচ্ছে?		
৫.	লোকবল ঘাটতি থাকলে তার কারণে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?		
৬.	যে সকল প্যাকেজের টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো সরকারি বিধিমালা পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?		১=হ্যাঁ, ২=না
৭.	না হলে কারণ (ক) (খ) (গ)		
৮.	প্রকপ্ল টেকনিক্যাল ডিজাইন ও স্পাসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না
৯.	পণ্য সংগ্রহ বা ক্রয়ের যে প্যাকেজগুলোর চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হয়েছে এবং ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে সেগুলোর অধীনে মালামাল সংগ্রহের বর্তমান অবস্থা কি পর্যায়ে আছে উল্লেখ করুন?		
১০.	যে সকল প্যাকেজে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে/ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর জন্য কাজ শুরু হয়ে থাকলে তার অগ্রগতি কিরূপ আর কাজ শুরু না হয়ে থাকলে তার কারণ কি তা উল্লেখ করুন?		
১১.	ভূমি অধিগ্রহণকৃত মূল্য যথাযথভাবে পরিশোধ করা হয়েছে কি?		১=হ্যাঁ, ২=না

১২.	এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে তা নিরসনের জন্য কোন কমিটি গঠন করা হয়েছে কি?		১=হ্যাঁ, ২=না
১৩.	প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহ চাহিদার বা যৌক্তিকতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছে কিনা?		১=হ্যাঁ, ২=না
১৪.	সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে এলাকায় কী কী উপকার হবে বলে মনে করেন? (ক) (খ) (গ)		
১৫.	প্রকল্পের অগ্রগতিতে আপানার সন্তুষ্টির মাত্রা কেমন?		১=খুব সন্তুষ্টি ২=সন্তুষ্টি ৩=আংশিক সন্তুষ্টি ৪=সন্তুষ্টি নয়
১৬.	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত হবে কিনা?		১=হ্যাঁ, ২=না
১৭.	উত্তর না হলে তার যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করুন এবং কবে নাগাদ সমাপ্ত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? (ক) (খ) (গ)		
১৮.	উত্তর হ্যাঁ হলে নির্ধারিত সময়ে কত শতাংশ কাজ শেষ হতে পারে?		শতাংশ=
১৯.	আপনার মতে প্রকল্পের সবল দিক কী কী? (ক) (খ) (গ)		
২০.	আপনার মতে প্রকল্পের কী কী দুর্বল দিক রয়েছে? (ক) (খ) (গ)		
২১.	আপনার মতে প্রকল্পের সম্ভাব্য কী কী সুযোগ রয়েছে? (ক) (খ) (গ)		
২২.	আপনার মতে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য কী কী প্রতিবন্ধকতা বা ঝুঁকি রয়েছে?		

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম			
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		উরদাতার স্বাক্ষর	
তারিখ		তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ			

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা

চেকলিস্ট সেট-২: KII চেকলিস্ট

(জেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশল শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা / উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা / পি আই ও)

আসসালামু আলাইকুম.

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য (Goal) হলো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভৌত সুবিধাদি ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, যাতে সেগুলোতে ক্রম বিকাশমান শিক্ষার্থীর ভর্তির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় ।

বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ (কনসালটিং ফার্ম) কে নিয়োগ করেছে। ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্ এর পক্ষ থেকে প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য জরিপের কাজ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার মূল্যবান মতামত ও তথ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন। আপনার মতামত ও প্রদত্ত তথ্য শুধুমাত্র এই গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং আপনার নাম ও প্রদেয় তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। আপনার অনুমতি পেলে কাজ শুরু করতে পারি।

নমুনা নম্বরঃ	

স্কুল এবং উরদাতার পরিচিতি	
স্কুলের ইনডেক্স নম্বর:	
স্কুলের নামঃ	
প্রতিষ্ঠার বৎসরঃ	
জেলা/শহর :	
উপজেলা/থানা	
গ্রাম/ওয়ার্ড	
স্কুল জাতীয়করণের বৎসর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
বিদ্যালয়ে পকল্পের বর্তমান অবস্থা :	☐ ১= সমাপ্ত , ☐ ২=চলমান,
বিদ্যালয়ের অবস্থানঃ	বিভাগীয় সদরে=১ / জেলা সদরে=২ / থানা সদরে=৩ / গ্রামে=৪
উরদাতার নামঃ	
বয়স	
পেশাঃ	
পদবী:	
মোবাইল নম্বরঃ	
এনআইডি নং	

	সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য		
ক্রমিক নং	**প্রশ্ন**	**প্রাপ্ত উত্তর**	**সম্ভাব্য উত্তর**
১.	মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমান ও গুণগত বিস্তারের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা কতটুকু?		১=অনেক,২=মোটামুটি ৩=সামান্য ও ৪=নাই
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ কি না ?		১=হ্যাঁ, ২=না
৩.	নির্মাণ কাজের গুণগত মান সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?		১=খুব ভাল, ২=ভাল, ৩=মোটামুটি মানের ৪=নিম্নমানের
৪.	কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে যে সকল পরীক্ষা প্রয়োজন সেগুলো যথাযথভাবে হয়েছে বলে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না
৫.	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির গুণগত মান পরীক্ষার ল্যাব সার্টিফিকেট সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না
৬.	এ প্রকল্পের অগ্রগতি মাঠপর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য আপনাকে আহবান করা হয়েছে কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না
৭.	আপনার বিবেচনায় নির্মাণ কাজের মান কেমন বলে মনে করেন?		১=খুব ভাল, ২=ভাল,৩=মোটামুটি মানের ৪=নিম্নমানের
৮.	নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য কোন প্রকার টিম/কমিটি ছিল কি না?		১=হ্যাঁ, ২=না
৯.	উত্তর হ্যাঁ হলে কী কী কমিটি/টিম ছিল? (ক) (খ) (গ)		
১০.	প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন কি?		১=হ্যাঁ, ২=না
১১.	উত্তর হ্যাঁ হলে যে সকল প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছেন সেগুলো উল্লেখ করুনঃ (ক) (খ) (গ)		
১২.	নির্মাণ কাজ মানসম্পন্ন করতে আপনার পরামর্শ কি?		১. সুষ্ঠু তদারকি ২. স্কুল কমিটির একজন সদস্য তদারকির কাজে সম্পৃক্তকরণ ৩. অন্যান্য

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম			
তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		উরদাতার স্বাক্ষর	
তারিখ		তারিখ	
মোবাইল নম্বরঃ			

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

প্রশ্নমালা সেট-৪: পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের চেক লিস্ট

(পিপিএ ২০০৬ এবং পিপি আর -২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী)

(প্রকল্প পরিচালক/প্রকল্প কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে)

প্রতিটি প্যাকেজের জন্য একটি করে ফরম পূরণ করতে হবে।

	নমুনা নম্বরঃ	

উত্তরদাতার পরিচয়	
উত্তরদাতার নামঃ	
পেশাঃ	
পদবীঃ	
কত দিন/বছর হয় এই পদে আছেন	

ক্রমিক নং	**সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির জন্য**	
	বিষয়	উত্তর/মন্তব্য
১.	উন্মুক্ত দরপত্রের প্যাকেজের বিবরণ [পণ্য/কার্য/সেবা]	
২.	লট/প্যাকেজ এর নাম/নং	
৩.	ক্রয় পদ্ধতি	
৪.	দরপত্র আহবানের তারিখ	
৫.	পত্রিকা/ওয়েব সাইডে প্রকাশের তারিখ	
৬.	সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইডে প্রকাশের তারিখ	
৭.	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখঃ	
৮.	দরপত্র খোলার তারিখ	
৯.	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	
১০.	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	
১১.	Notification of Award প্রদানের তারিখ	
১২.	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও পদবী	
১৩.	প্রাক্কলিত/দাপ্তরিক মূল্য (টাকায়)	
১৪.	প্রকৃত চুক্তির মোট মূল্য (টাকায়)	
১৫.	ভেরিয়েশন (%)	
১৬.	উত্তীর্ণ দরদাতার সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখঃ	
১৭.	কর্ম সম্পাদনের অনুমোদিত সময়কাল [মাস/দিন]	
১৮.	কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তের তারিখঃ	
১৯.	অনুমোদিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হয়েছে কি?	হ্যাঁ=১ না=২ ৩=চলমান
২০.	বাস্তবে কাজ সমাপ্তের তারিখঃ	
২১.	না হয়ে থাকলে কারণসমূহ উল্লেখ করুন	১=আর্থিক সংকট২=ঠিকাদারের গাফলতি ৩= নির্মাণ সামগ্রির অপ্রতুলতা ৪= অন্যান্য (উল্লেখ করুন)
২২.	চূড়ান্ত বিল জমাদানের তারিখ	
২৩.	চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ [টাকায়]	
২৪.	চূড়ান্ত বিল অনুমোদকারী কর্তৃপক্ষ	১=মন্ত্রণালয় ২= পিডি

		৩=নির্বাহী প্রকৌশী
২৫.	চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ	
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম		
তারিখ		
মোবাইল নম্বরঃ		

“সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ
বিদ্যালয় পরিদর্শন

নমুনা নং

উত্তরদাতা/উত্তরদাতাদের নাম:.....পদবী.....

বিদ্যালয়/ইউনিয়নের নাম.....

জেলা.....উপজেলা.....

পরিদর্শনের বিষয়াবলী

ক্র.নং	পরিদর্শনের আইটেম	বিস্তারিত ব্যাখ্যা
১.	ভূমি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য	• মাটি ভরাটের ক্ষেত্রে কি ধরনের কম্প্যাকশন করা হয়েছে (মেকানিকাল কম্প্যাকশন, ম্যানুয়াল কম্প্যাকশন, কোন ধরনের কম্প্যাকশন করা হয়নি, মাটি ভরাটের প্রয়োজন হয়নি)
২.	নির্মিত/নির্মিয়মান ভবনটি ডিজাইন এবং ড্রইং অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে/হচ্ছে কিনা?	• ভবনটির ডিজাইন এবং ড্রইং সাইডে সংরক্ষিত আছে কিনা • ভবন নির্মাণের উদ্দ্যেশ্যে মাটির পরীক্ষা (sub soil investigation) করা হয়েছে কিনা? • পরিকল্পনার সাথে ভবনটির ডিজাইন এবং ড্রইং-এর কোন ডেভিয়েশন হয়েছে কিনা? • ডেভিয়েশন হয়ে থাকলে কারণ কী? • ভবনটিতে কোন রকম ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা? ত্রুটির ধরন • ভবনের অবস্থান, আয়তন, দৈর্ঘ, প্রস্থ ইত্যাদি ডিজাইন অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে/হচ্ছে কিনা?
৩.	ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ ঠিকমত সম্পাদিত হয়েছে কিনা?	• নির্মাণ কাজ চলাকালীন মাঠ পর্যায়ে কী কী পরীক্ষা করা হয়েছে? • নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির কী কী পরীক্ষা করা হয়েছে? • বেশীর ভাগ ল্যাব টেস্ট কোথায় করা হয়েছে? • সিলিন্ডার/কিউব টেস্টের ডকুমেন্টেশন আছে কিনা? • টেস্ট রিপোর্টের সকল নথিপত্র অফিসে সংরক্ষিত আছে কিনা? • কোন টেস্ট রেজাল্ট স্পেসিফিকেশনে বর্ণিত মান অনুযায়ী ফেল করেছে কিনা?
৪.	প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা	• যথেষ্ট কিনা, ব্যবহার উপযোগী কিনা?
৫.	বিদ্যুৎ সরবরাহ	• আছে কিনা, প্রয়োজনমাফিক কিনা?
৬.	পানি সরবরাহ	• সাপ্লাই কিনা, নিজস্ব কিনা, নিরাপদ কিনা, পর্যাপ্ত কিনা?
৭.	পয়:ব্যবস্থা	• কেন্দ্রিয় পয়:ব্যবস্থা কিনা, স্থাপনা কিনা (পিট), কাচা কিনা? • পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা?
৮.	বর্জ্যনিষ্কাশন ব্যবস্থা	• পৌর ব্যবস্থাপনা/নিজস্ব ব্যবস্থাপনা/বর্জ্যনিষ্কাশন ব্যবস্থা নাই
৯.	স্যানিটারী সামগ্রির গুণগত মান	• স্পেসিফিকেশন/সিডিউল অনুযায়ী স্যানিটারী সামগ্রি ব্যবহৃত হয়েছে/ হচ্ছে কিনা?
১০.	বিদ্যুৎ সরঞ্জামাদীর গুণগত মান	• স্পেসিফিকেশন/সিডিউল অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরঞ্জামাদী ব্যবহৃত হয়েছে/ হচ্ছে কিনা?
১১.	ভবনের জল ছাদের কাজ হয়েছে কিনা?	• হয়েছে/হয় নাই/ভবনের সবার উপরের তলা নির্মাণ হয় নাই • জল ছাদ কাজের গুণগত মান সঠিক কিনা?

শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৫ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
www.ecrad.org.bd

নং-৮২.১৬.০০০০.১০৫.০১.০০২.২১(প্রকল্প)/২৯৪ (২)

তারিখঃ ২২/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
[দৃষ্টি আর্কষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা শাখা]

বিষয়ঃ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের এসএফআই অনুচ্ছেদের ব্রডশীট জবাব প্রসংগে।

সূত্রঃ ৩৭.০০.০০০০.১৫১.২৭.০৩১.২২.২৯১, তারিখঃ ২৭/০৭/২০২২ খ্রিঃ।
উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।
সূত্রস্থ পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত জবাব ও প্রমাণক পর্যালোচনায় এ কার্যালয়ের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির ধরন	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	অনু নং-১৭ (এসএফআই)	কার্য, পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীর বিল হতে মূসক কম কর্তন করায়/কর্তন না করায় সরকারে রাজস্ব ক্ষতি।	৫,৫৬,৯৪৩/-	জবাব ও প্রমাণক এর আলোকে আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে।

স্বা:
(সুনীল কুমার সিংহ)
উপপরিচালক
মাউশি-০৩ (শিক্ষা প্রকৌশল) শাখা।
ফোন-০২-৮৩৯২৫৮২
sector3@ecrad.org.bd

তারিখঃ ২২/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

নং-৮২.১৬.০০০০.১০৫.০১.০০২.২১(প্রকল্প)/২৯৪
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২। প্রকল্প পরিচালক, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। অফিস কপি।
৪। গার্ড ফাইল।

(মোঃ মুজিবুর রহমান)
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
মাউশি-০৩ (শিক্ষা প্রকৌশল) শাখা

পরিশিষ্ট-৬

বিশেষজ্ঞ ও তথ্যসংগ্রহকারীদের নামের তালিকা

	বিশেষজ্ঞ দলের নামের তালিকা ও পদবি
১	ড. মো: আবদুল মালেক - টিম লিডার/দলনেতা
২	জনাব মো: রফিকুল ইসলাম - কারিগরি বিশেষজ্ঞ
৩	ড. মো: জাহিদ হোসেন খান - স্থাপত্য বিশেষজ্ঞ
৪	ড. মো: কামরুল হোসেন - ডাটা ব্যবস্থাপনা

তথ্যসংগ্রহকারী প্রকৌশলীদের নামের তালিকা

	তথ্যসংগ্রহকারী প্রকৌশলীদের নাম
১	প্রকৌশলী মো: জহিরুল ইসলাম
২	প্রকৌশলী মো: শাহীন
৩	প্রকৌশলী ইমরান বেপারী
৪	প্রকৌশলী আল আমিন শেখ
৫	প্রকৌশলী সবুজ কুমার ডাম
৬	প্রকৌশলী ইমোন মোল্লা
৭	প্রকৌশলী মারুফ হাসান রিফাত
৮	প্রকৌশলী তানভীর আহমেদ
৯	প্রকৌশলী মো: খায়রুল আলম সৈকত
১০	প্রকৌশলী তানজিম রাব্বি স্মরন

তথ্যসংগ্রহকারীদের তালিকা

	তথ্যসংগ্রহকারীদের নাম
১	প্রোপা চৌধুরী
২	নাজমুন নাহার লাকী
৩	জান্নাতুল ফেরদৌস
৪	আফরোজা জাহান
৫	শামিমা পারভীন
৬	স্বপ্না বেগম
৭	ফিরোজা আহমেদ মিনু
৮	ফরিদা ইয়াসমিন
৯	আয়েশা আকতার
১০	লাইলি খাতুন
১১	সাকিলা ইয়াসমিন
১২	শাহিদা আকতার
১৩	মাহমুদা সুলতানা
১৪	রিতা খাতুন
১৫	ফেরদোসি ইয়াসমনি
১৬	রেখা আকতার
১৭	সাবিনা ইয়াসমিন

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্

সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, ব্লক-এ), ৭ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

Tel phone: 883-2149, 4881-0739, E-mail < eusuf1986@gmail.com >, Website: www.eusuf.org